দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৪ ॥ ১১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৭ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১০ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মাইনাস-টু ফর্মুলার আশা কখনো পূরণ হবে না : আমির খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রাকে কেন্দ্র করে যারা মাইনাস টু ফর্মুলার আশা করছেন, তাদের ওই আশা কোনোদিনই পূরণ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন বিএনপি এখন শক্তিশালী দল। তার মতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হলো নির্বাচন। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানী শেরেবাংলা নগরস্থ শহীদ জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

কমেছে সবজির দাম, চাল-মুরগি মাছ আগের মতোই চড়া

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতিকেজি আলুর দাম ১০ টাকা কমলো। বলা চলে, বাজারে শীতকালীন সব সবজির দাম ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তবে ডিমের দাম স্থিতিশীল আর চাল, মুরগি ও মাছের দাম আগের মতোই চড়া। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) ছুটির দিন। রাজধানীর মিরপুরসহ কয়েকটি এলাকার বাজার ঘুরে এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে। ক্রেতারা বলছেন, বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম অনেকটাই কমে এসেছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি ও টমেটোর দাম প্রতি কেজিতে ১০ টাকা করে কমেছে। বাকি সবজিগুলো আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে। প্রতিকেজি গোল ও লম্বা বেগুন আগের মতো ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতিকেজি মুলা ২০ টাকা, পেঁপে ও শালগম ৩০ টাকা, প্রতি পিস ফুলকপি ও বাঁধাকপি ১৫-৩০ টাকা, প্রতি পিস লাউ ৪০-৫০ টাকা, কলার হালি ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতিকেজি কাঁচামরিচ ৬০-৮০ টাকা, শিম ৪০-৫০ টাকা, শসা ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মিরপুর ১২ নম্বর কাঁচাবাজারে গত সপ্তাহের মতো করলা,পটোল, ঝিঙা ও ধুন্দল প্রতি কেজি ৮০-১০০ টাকা, চিচিঙা ৬০ টাকা, গাজর ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টমেটো ৫০-৬০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। লালশাক, পালং, কলমি শাক ১০ থেকে ১৫ টাকা প্রতি আঁটি বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে আলুর দাম। গত সপ্তাহে ৫৫-৬০ টাকা দরে বিক্রি হওয়া আলু ৩৫-৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মিরপুর ৬ নম্বর কাঁচাবাজারে ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন বলেন, শীতের সবজির প্রচুর সরবরাহ, দামও কম। বাজারে এখন প্রচুর আলু পাওয়া যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে দেশি আলু। এ জন্য দাম কমেছে। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ কেজি ৫০-৫৫ টাকা, ভারতীয় নতুন পেঁয়াজ প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫৫-৬০ টাকা দরে। এছাড়া দেশি রসুন ২৫০ ও ভারতীয় রসুন প্রতি কেজি ২২০ টাকা, চীনা আদা ১৮০-২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। খোলা সয়াবিন তেল গত সপ্তাহের মতো প্রতি কেজি ১৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। খোলা পাম তেল ও সুপার প্রতি কেজি ১৭৫ টাকা, বোতলজাত ৫ লিটার সয়াবিন ৮৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অপরিবর্তিত রয়েছে মুরগি ও গরুর মাংসের দাম। প্রতি কেজি সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৩৪০ টাকা দরে। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২০০-২১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস প্রতিকেজি ৭৫০-৭৮০ টাকা, খাসির মাংস প্রতিকেজি ১১০০-১১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আকারভেদে প্রতিকেজি পাবদা মাছ ৩৫০-৪০০ টাকা,

৭-এর পাতায় দেখুন

শতাধিক পণ্যের শুল্ককর বাড়লো

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যেই নতুন করে হোটেল-রেস্তোরাঁ, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ওষুধ, কোমল পানীয়, সিগারেটসহ শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়ালো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গত বৃহস্পতিবার রাতে এসব পণ্য ও সেবায় ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক (এসডি) বাড়িয়ে দুটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর কারণে এসব পণ্য ও সেবার খরচ বাড়বে। যেমন মোবাইল ফোন সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর ফলে কথা বলা ও ইন্টারনেট ব্যবহারে খরচ বাড়বে। রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে খরচ বাড়বে। পোশাক কেনার ক্ষেত্রে যোগ হবে বাড়তি খরচ। নতুন জারি করা অধ্যাদেশ দুটি হলো মূসক ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫ এবং দ্য এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫। সরকার এ দুটি অধ্যাদেশ প্রকাশের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট বিভাগ এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। এর ফলে এ অধ্যাদেশের পরিবর্তনগুলো সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর

২-এর পাতায় দেখুন

ক্রীড়াঙ্গনকেও দলীয়করণ করেছিল আ.লীগ: ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাতের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা যারা পালন করেছেন তারা হচ্ছেন ছাত্র ও জনগণ উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ শাসন করে সমগ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করে ফেলেছেন। এই ক্রীড়াঙ্গনকে কখনো এর আগে দলীয়করণ করা হয়নি, এটাকেও তিনি দলীয়করণ করেছেন। যার ফলে ভাল যে খেলোয়াড়রা ছিলেন, তারা সুযোগ পায়নি। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে মিরপুর পল্লবীর সিটি ক্লাব ফুটবল মাঠে জিয়া আন্ত থানা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ এ উপস্থিত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের নতুন যে যাত্রা শুরু হয়েছে, সেখানে ক্রীড়াঙ্গনে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা অরাজনৈতিক ঐক্য। মেধার চর্চা, সুযোগ যেনো সবাই পায়, সেই সুযোগে যেনো সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় বের হয়ে আসে। আমাদের তরুণ যুবকরা ইদানীং ক্রিকেটের খুব ভক্ত হয়েছে। কিন্তু একটা সময় ছিলো যখন ফুটবল ছিলো এখানকার জনগণের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। আওয়ামী লীগ সরকার সেটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। তার বড় উদাহরণ হচ্ছে এই বাফুফে। যার কারণে ভালো খেলোয়াড়রা যুক্ত হতে পারেনি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমি যেটুকু বুঝতে পারি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ, যুবকদেরকে রাজনীতির সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে, খেলাধুলায় পরিচালনা করা। সত্যিকার অর্থেই তিনি যে বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, যে কথা তিনি বারবার বলেন, সত্যিকার অর্থেই একটা অগ্রসর, সমৃদ্ধ একটা

২-এর পাতায় দেখুন

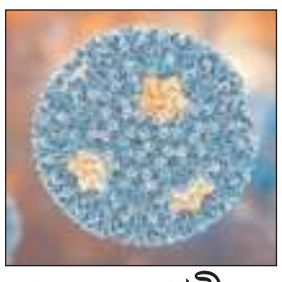

৫ জনের শরীরে পাওয়া গেছে রিওভাইরাস

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পাঁচ জনের শরীরে রিওভাইরাস শনাক্ত করেছে ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ (আইইডিসিআর)। তবে কারও ক্ষেত্রে তেমন কোনো জটিলতা দেখা যায়নি। চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন পাঁচ জনই। ভাইরাসটি নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের সর্বত্র তীব্র শীত ১০ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ

স্টাফ রিপোর্টার : পৌষ মাসের শেষে সারাদেশে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। রাজধানী ঢাকায়ও জেঁকে বসেছে শীত। সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। তীব্র শীত এখন দেশের সর্বত্র। এরই মধ্যে ১০ জেলায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ দেশের রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু এলাকায় অব্যাহত থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম বলেন, শৈত্যপ্রবাহ গতকাল ছিল ৫ জেলায়, আজ আওতা বেড়ে হয়েছে ১০ জেলায়। আগামীকাল থেকে দুই-তিনদিনের মধ্যে কয়েকটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহ থাকবে না। কারণ দুইদিন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী ১৬ থেকে ১৭ তারিখের দিকে আবারও শৈত্যপ্রবাহের আওতা বাড়বে। তিনি বলেন, আজ সারাদেশেই সূর্যের দেখা মিলেছে। তবে বাতাসের কারণে শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে। ঢাকায় শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আছে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, আগামী ১০ দিনের পূর্বাভাসে ঢাকায় শৈত্যপ্রবাহের কোনো আভাস দেখছি না। শুক্রবার রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত

২-এর পাতায় দেখুন

কাতারের আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনের উদ্দেশে গত মঙ্গলবার ঢাকা ছাড়েন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তার শারীরিক অসুস্থতার জেনে রাজকীয় বহরের একটি বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। খালেদা জিয়ার প্রতি এই সম্মান জানানোর জন্য ও প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করায় কাতারের আমীর শেখ তামিম বিন হামাদকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেই সঙ্গে, কাতারের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার রাতে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক

২-এর পাতায় দেখুন

সত্য বলার সাহস না রাখলে অন্যায়কারীরা এক সময় গলা চেপে ধরবে: সারজিস

ভোলা প্রতিনিধি : সত্য বলার সাহস না রাখলে অন্যায়কারীরা এক সময় গলা চেপে ধরবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। গতকাল শুক্রবার সকালে তিনি ভোলা সদরের বাংলাস্কুল মোড়, কে জাহান মার্কেট, চক বাজারসহ শহরের বিভিন্ন স্পটে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করার সময় এ মন্তব্য করেন। জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের জনমত তৈরিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় দিনব্যাপী গণসংযোগের অংশ হিসেবে তিনি ভোলায় লিফলেট বিতরণ ও জনসংযোগ করছেন। পরে তিনি সদরের ইলিশ চত্বরে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আগামীর বাংলাদেশ গঠনের সবার যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া হবে। এজন্য সবাইকে সত্য বলার সাহস রাখতে হবে অন্যথায় অন্যায়কারীরা

২-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্লিপ গ্রহণ সিস্টেম চালু

স্টাফ রিপোর্টার : এখন থেকে প্রতি রোববার হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সব স্লিপ গ্রহণ করা হবে। বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল এবং বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামের সমন্বয় গঠিত বেঞ্চে এ সিস্টেম চালু হয়েছে। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) বেঞ্চটির সহকারী বেঞ্চ অফিসার মো. মনিরুজ্জামান জানান, মোবাইল নম্বর-০১৭৩১৮৪০৩১১ (হোয়াটসঅ্যাপে) স্ক্যান করে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে মোশন, সময় বর্ধিতকরণ এবং দরখাস্তের স্লিপ স্ক্যান করে পাঠাতে হবে। আইনজীবীদের সুবিধার্থে কোর্ট চলাকালীন এ সুযোগ থাকছে। এ সংক্রান্ত বিশেষ নোটিশে বলা হয়েছে, কোর্টে কোনো প্রকার স্লিপ গ্রহণ করা হবে না। প্রতি রোববার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সব স্লিপ

২-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ঢাকায় রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮ এর ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ও কনফারেন্স নিউজলেটারের মোড়ক উন্মোচন বরেন। -পিআইডি

জুলাই বিপ্লবে নিহত ৬ জনের বেওয়ারিশ লাশ এখনও ঢাকা মেডিকেলে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে ছয়জনের লাশ পেয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই অভ্যুত্থান বিষয়ক সেল। প্রাথমিকভাবে শাহবাগ থানা বলছে, লাশগুলো জুলাই অভ্যুত্থানের সময়ের। তবে এদের পরিচয়, মৃত্যুর সময়, তারিখ জানা যায়নি। গতকাল শুক্রবার ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সেল সম্পাদক হাসান ইনাম। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সেল তাদের অনুসন্ধানে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া ছয়টি অশনাক্তকৃত লাশ আছে বলে জানতে পারে। গতকাল শুক্রবার সকালে সেলের একটি টিম এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য শাহবাগ থানায় যায় এবং শাহবাগ থানার ওসি

২-এর পাতায় দেখুন

শাহজালাল বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ সিগারেট জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ২২ লাখ টাকার সিগারেট ও নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ও রাতে এগুলো জব্দ করা হয়। কাস্টমস প্রিভেনটিভ টিমের উপ-কমিশনার ইফতেখায়েরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, দুবাই থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে করে বিদেশি সিগারেট আসছে। এর পর একাধিক যাত্রীর কাছ থেকে ৬৫০ কার্টন বিদেশি সিগারেট, উচ্চ মাত্রার মার্কারি, হাইড্রোকুইননযুক্ত ৬৫ কেজি গোরী ক্রিম, কসমেটিক্স ১০০ কেজি ও ১০টি স্যামসাং মোবাইল আটক করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান ইফতেখায়েরুল ইসলাম।

সরকারি গুদামে ধান বিক্রিতে কৃষকের অনীহা, লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শঙ্কা

হিলি প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলায় চলতি আমন মৌসুমের ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান শুরুর দেড় মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও ধান কিনতে পারেনি খাদ্য বিভাগ। ধান শুকনো হওয়া, ব্যাংক থেকে তোলাসহ গুদামে ধান দিতে গেলে নানা ঝামেলা পোহাতে হয় বলে অভিযোগ কৃষকদের। আবার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলাবাজারে বেশি দাম পাওয়ায় গুদামে ধান দিতে অনীহা তাদের। পাশাপাশি উৎপাদন খরচের তুলনায় দাম কম পাওয়ায় গুদামে চাল দিতে আগ্রহী নন চালকল মালিকরাও। এতে চলতি মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে ধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও চাল সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে আশাবাদী খাদ্য বিভাগ। গত ১৭ নভেম্বর দিনাজপুর অঞ্চলে আমন মৌসুমের ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। যা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সে অনুযায়ী হাকিমপুরে গত বছরের তুলনায় এক টাকা বাড়িয়ে ৩৩ টাকা কেজি দরে ৫৬৪ মেট্রিক টন ধান ও দুই টাকা বাড়িয়ে ৪৭ টাকা কেজিতে ১৩৭ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। এ ছাড়া ৪৬ টাকা কেজি দরে ৭৩ টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইতিমধ্যে কৃষকরা আমন ধান কাটা ও মাড়াই শেষে জমিতে আলু কিংবা সরিষা লাগিয়েছেন। বর্তমানে অধিকাংশ কৃষকের কাছে তেমন কোনও ধান নেই। তারা খোলাবাজারে ও আড়তদারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত একমুঠো ধানও কিনতে পারেনি খাদ্য বিভাগ

২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে উধাও হওয়া পুকুর উদ্ধারের উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে একসময় বিপুলসংখ্যক পুকুর থাকলেও বর্তমানে তা উধাও হয়ে গেছে। ওসব পুকুর ভরাট করে গড়ে ওঠেছে অট্টালিকা। রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের (আরডিআরসি) সমীক্ষা অনুযায়ী তিন-চার দশকে ঢাকার প্রায় ১ হাজার ৯০০ পুকুর ও জলাশয় দখল এবং ভরাট হয়েছে। ১৯৮৫ সালেও রাজধানীতে ২ হাজারের বেশি পুকুর ছিল। আর ২০২১ সালেও ছোট-বড় মিলিয়ে ২৪১পুকুর ছিল। তবে বাস্তবে ওসব পুকুরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাস্তবে উধাও হয়ে যাওয়া রাজধানীর ৫৮টি সরকারি পুকুর চিহ্নিত করা হয়েছে। জরিপে পুকুর থাকলেও ওসব স্থান ভরাট করে দখলদাররা বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেছে। মতিঝিল, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও তেজগাঁও রাজস্ব সার্কেলে ওসব পুকুরের বেশির ভাগ ছিলো। তবে সম্প্রতি সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তেই ৫৮ পুকুর চিহ্নিত করা হয়েছে। পুকুরগুলো উদ্ধার করে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে ঢাকার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে

২-এর পাতায় দেখুন

সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে সারের কৃত্রিম সংকট, বিপাকে ডিলার-কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই সারের সংকট দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে বাড়ানো হয়েছে সারের দাম। এতে কৃষকের এখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। আমদানিকারকদের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে সারের এই কৃত্রিম সংকট বলে অভিযোগ করছেন ডিলার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-রা। তারা বলছেন, আমদানিকারকরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ডিলারদের সার সরবরাহ করতে গড়িমসি করছেন। এতে করে ডিলারদের সার পেতে ১৫ থেকে ২৫ দিন সময় বেশি লাগছে। ফলে তৃণমূলে সার সরবরাহে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সারের কৃত্রিম সংকটের। এতে বিপাকে পড়ছেন ডিলার ও প্রান্তিক কৃষকেরা। এক্ষেত্রে অভিযোগের তীর দেশের বৃহত্তর সার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নওয়াপাড়া ট্রেডার্সের দিকে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) কয়েকজন ডিলার অভিযোগ করে বলেন, সরকারি (জি টু জি) ও বেসরকারি দু'ভাবেই সার আমদানি করে প্রতিষ্ঠানটি। পরিবহন কাজ পরিচালনাও করছে এ প্রতিষ্ঠান তারা। এজন্য ১২টি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারণ করে দিয়েছে সার উত্তোলনের প্রতিনিধি হিসেবে। কেবল এই ১২ প্রতিষ্ঠানই সার উত্তোলন করতে পারবে, আর কেউ নয়। এই ১২ প্রতিষ্ঠানকে দিয়েই সার সরবরাহ করা হচ্ছে ডিলার প্রান্তে। এভাবেই সিন্ডিকেট গড়ে সার সরবরাহে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে নওয়াপাড়া ট্রেডার্স। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসব ডিলারের ভাষ্য, 'ডিলারদের মানুষই মনে করে না আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। ইতঃপূর্বে প্রতিনিধির মাধ্যমে কাগজ পাঠালে সার উত্তোলন করা যেত। এখন আর সেটি করা যাচ্ছে না। এখন ভর্তুকির সার নিতে হলে ডিলারের নিজস্ব প্রতিনিধি মোকামে গিয়ে সার তুলতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন নওয়াপাড়ায় অপেক্ষা করতে হয়, নানা ধরনের ভোগান্তি পোহাতে হয়। ডিসেম্বর মাসের সার উত্তোলনের জন্য ১২ ডিসেম্বর টাকা পাঠিয়েছি। সেই সার পেয়েছি ২ জানুয়ারি। তারা নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে সার নিতে বাধ্য করছে। আমরা লোক পাঠালাম, টাকাও

২-এর পাতায় দেখুন

পরিমার্জনের জন্য শতভাগ বই বিতরণ সম্ভব হয়নি : গণশিক্ষা উপদেষ্টা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : পরিমার্জনের জন্য সারাদেশে শিক্ষার্থীদের হাতে শতভাগ বই তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার বিশ্বেশ্বরী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সারাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণির শতভাগ বই বিতরণ করা হয়েছে। তবে ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বই এখনো শতভাগ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে জানুয়ারি মাসের মধ্যে সব জায়গায় প্রাথমিক পর্যায়ের শতভাগ বই পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বইগুলো পরিমার্জন করতে গিয়ে সারাদেশে শতভাগ বই বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এরই মধ্যে নতুন করে কীভাবে বই লেখা হবে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে আগামী বছর প্রথম দিনেই সব শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে। হাওরাঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়ে এ উপদেষ্টা বলেন, হাওরের দুর্গম এলাকায় যাতে শিক্ষকরা থাকেন সেই ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধান করা হবে। এ ছাড়া হাওরাঞ্চলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে মিড ডে মিল চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মাসুদা ভাট্টির বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য কমিশনার মাসুদা ভাট্টির বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে এ জুডিশিয়াল জানা গেছে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেজিস্টার মো. হাসানুজ্জামান বলেন, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল জুডিশিয়াল কমিশনার মাসুদা ভাট্টির কাছে ব্যাখা চেয়েছিল। পরে নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এখন তিনি (রাষ্ট্রপতি) মাসুদা ভাট্টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গত, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান মাসুদা ভাট্টি। তবে গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর নিজের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য কমিশনার মাসুদা ভাট্টির কাছে ব্যাখা চেয়েছিল সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। এরই ধারাবাহিকতায় কাউন্সিল থেকে রাষ্ট্রপতির বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ১১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৭ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে নকল খাদ্যপণ্য

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে নকল খাদ্যপণ্য। আর অতি লাভের আশায় দোকানিরাও ওসব পণ্য বিক্রিতে বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি ব্যাপক হারে নকল খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতের কারণে সরকার হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। আর অর্থনীতিকে ফেলছে হুমকির মুখে। সূত্র বলছেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল খাদ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে বাজারে। যারা এসব পণ্য তৈরি করছেন, তারা দাম কমিয়ে দোকানিদের প্রলোভনে ফেলছেন। দোকানিরা কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে এ ফাঁদে পা দিচ্ছেন, যার পরিণতিতে ঠকছেন ক্রেতারা। নিম্নমানের এসব খাদ্যপণ্য মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে। এসব ভেজাল পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিশু পণ্য। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ভেজাল খাবারের কারণে শিশুর পেট ব্যাথা, চর্মরোগ ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে। ঝুঁকি আছে শিশুর কিডনি ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার। শিশুর ক্যান্সারেরও কারণ হতে পারে এসব খাদ্য। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এণ্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন সময় ভেজাল-বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসছে কিন্তু থামছেনা এই নকল পণ্যর দৌরাত্ম্য। পুরান ঢাকার বংশাল, লালবাগ, ইসলামপুর, চকবাজার, কেরানীগঞ্জ, কামরাঙ্গীরচর, মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ ও বছিলা এলাকায় নকল খাদ্যপণ্য তৈরির কারখানা বেশি। বিভিন্ন সংস্থার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানেও তার প্রমাণ মিলেছে।

অভিযোগ রয়েছে, এসব নকল পণ্য যারা তৈরি করে তাদের একটা অংশ নির্দিষ্ট চক্রের সদস্য, যারা ছোট ছোট বাসা বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কারখানা চালায়। অভিযানে তাদের কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে নতুন কোনো বাসা ভাড়া নিয়ে কারবার চালায় তারা। এক

৭-এর পাতায় দেখুন

এবার একুশে বইমেলায় প্যাভিলিয়ন পাচ্ছে না ১২ প্রকাশনী

স্টাফ রিপোর্টার : বইমেলায় প্যাভিলিয়ন পেতো এমন ১২ প্রকাশনী বিরুদ্ধে অন্যায্য সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ এনে অমর একুশে বইমেলা-২০২৫ এ তাদের প্যাভিলিয়ন বাতিল করেছে পরিচালনা কমিটি। এছাড়া নতুন প্যাভিলিয়ন দেওয়া হচ্ছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে। গত বৃহস্পতিবার বইমেলা পরিচালনা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ও সূচিপত্র প্রকাশনীর প্রধান নির্বাহী সাঈদ বারীর। তিনি জানান, প্রকাশকদের পক্ষ থেকে দাবি ছিল বিগত স্বৈরাচারী সরকারের সময় প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা নেওয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে যেন এবারের মেলায় স্টল বরাদ্দ না দেওয়া হয়। সেই দাবির ফলশ্রুতিতেই এবার 'জার্নিম্যান' প্রকাশনীকে মেলায় স্টল বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। আর কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গত মেলায়ও রাজনৈতিক প্রভাবে প্যাভিলিয়ন নিয়েছিল, তাদেরকে এবার প্যাভিলিয়ন দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ৩ ও ৪ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। বাংলা একাডেমি সূত্রে জানা যায়, ২৪ বাই ২৪ ফুট প্যাভিলিয়ন পেতো অনিন্দ্য প্রকাশনী, অন্বেষা প্রকাশনী, কাকলী প্রকাশনী, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, পুঁথিনিলয়, মিজান পাবলিশার্স, সময় প্রকাশন। এ বছর এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয়েছে ৪ ইউনিট। আর তাম্রলিপিকে দেওয়া হয়েছে ৩ ইউনিট। একই মাপের প্যাভিলিয়ন পেয়ে আসছে অনুপম, আগামী ও অন্য প্রকাশ। তাদেরকে এ বছর দেওয়া হয়েছে ২০ বাই ২০ ফুট প্যাভিলিয়ন। ২০ বাই ২০ ফুট

৭-এর পাতায় দেখুন

মাইনাস-টু ফর্মুলার আশা কখনো পূরণ হবে না : আমির খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রাকে কেন্দ্র করে যারা মাইনাস টু ফর্মুলার আশা করছেন, তাদের ওই আশা কোনোদিনই পূরণ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন বিএনপি এখন শক্তিশালী দল। তার মতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হলো নির্বাচন। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানী শেরেবাংলা নগরস্থ শহীদ জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপির এই নেতা বলেন, ম্যাডাম যাওয়ার পরে মাইনাস টু এর কথা সামনে আসছে। কেউ যদি মনে মনে মন গড়া কথা বলেন সেটা তাদের সমস্যা। ওইটা এরশাদ পারে নাই। ওইটা ওয়ান-ইলেভেন (এক-এগার) পারে নাই। আর এখন তো বিএনপি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী দল। বিএনপি ত্যাগ করে আজকে একটি সবচেয়ে শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ওই সমস্ত মনগড়া কথার উত্তর দেয়ারও আমি প্রয়োজন বোধ করি না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরা বিএনপির নেতাকর্মীদের কথা উল্লেখ করে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তাদের স্বাগত জানানোর মূল কারণ হচ্ছে এই লোকগুলো বিগত ১৬ বছর যুক্তরাষ্ট্রে থেকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ছিল। তারা হোয়াইট হাউজের সামনে, তারা ক্যাপিটল হিলে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সামনে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লড়েছেন। তার সম্মুখীন হয়েছেন, সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছেন। দেশে এদের সবার আত্মীয়-স্বজনসহ সবার নামে মামলা আছে। এদের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা আছে। এদের অনেকে ব্যবসা হারিয়েছে, অনেকে চাকরি হারিয়েছে। এদের পরিবারের অনেকে জীবনও দিয়েছে। তিনি বলেন, আন্দোলন একদিনে হয়নি। এই আন্দোলনের পেছনে গত ১৫-১৬ বছরে কত লোক যে ত্যাগ স্বীকার করেছে সেটা অনেকে ভুলে যায়। এই লোকগুলো কিন্তু আন্দোলনের বড় একটা অংশ। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলন হয়নি। এরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আইন প্রণেতাদের ওপর, কংগ্রেসম্যান, সেনেটর এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সংস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে এদের পরিবার অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এরা সেখানে থেমে থাকেনি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতেই হবে। এটাই প্রথম ধাপ। নির্বাচন হলো প্রথম সংস্কার। এটা দিয়েই শুরু করতে হবে সংস্কার এবং গণতন্ত্রের আন্দোলন। বিগত প্রায় ১৫ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিএনপিসহ

৭-এর পাতায় দেখুন

থানা থেকে পালানো ওসিকে গ্রেপ্তারে রেড অ্যালার্ট জারি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানা থেকে পালানো ওই থানার সাবেক ওসি শাহ আলমকে গ্রেপ্তারে সারা দেশে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) রওনক জাহান এ তথ্য জানান। এর আগে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় একটি মামলায় ওসি শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছিল। এর মধ্যেই তিনি কৌশলে পালিয়ে যান। তাকে ধরতে ইতোমধ্যে যৌথ অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও পুলিশের সব কটি ইউনিট। থানার একাধিক সূত্র জানিয়েছে, হত্যা মামলার আসামি শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় না রেখে থানার একটি কক্ষে রাখা হয়। গত বৃহস্পতিবার উত্তরা পূর্ব থানার ওই কক্ষ থেকে পালান শাহ আলম। এ বিষয়ে উত্তরা পূর্ব থানার বর্তমান ওসি মো. মহিবুল্লাহ বলেন, পলাতক ওসি শাহ আলমকে ধরতে সেনাবাহিনী, র‌্যাব ও পুলিশের

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাণ ফিরছে বাণিজ্য মেলায়, বাড়ছে ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকদিন ধরেই বান্ধবীদের সঙ্গে প্ল্যান করছিলাম, মেলায় আসবো। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনবো। আব্বুকেও সেজন্য বলেছিলাম বেশ কিছু টাকা দরকার, সঙ্গে গাড়িটাও। আব্বু আর না করেনি। তাইতো ছুটির দিন ও শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি। এখন মন মতো ঘুরবো, কেনাকাটা করবো। তারপর বিকেলের দিকে বাসায় ফিরবো। কথাগুলো বলছিলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফারজানা লাবণী। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে মিরপুর থেকে বাণিজ্য মেলায় এসেছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দিন মেলায় আসা হয় না, অফিস থাকে। তাই পাঁচ বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে আজ ছুটির দিনে এসেছি। সাধ্য অনুযায়ী কেনাকাটা ও খাওয়া-দাওয়া করব। বাচ্চাটাকে নাগরদোলাসহ বিভিন্ন রাইডে চড়াবো। সবশেষে আল্লাহ চাইলে সন্ধ্যায় নিজের মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফিরবো। বেসরকারি একটি ব্যাংকে চাকরি করেন মনজুরুল করিম। তিনি এসেছেন মা ও বোনের জন্য শীতের গরম কাপড়, বিশেষ করে কাশ্মীরি শাল কেনার জন্য। তিনি বলেন, সারা সপ্তাহে অফিসের কাজে দম ফেলার সুযোগ থাকে না। এদিকে মা-বোনের জন্য শালও কেনা দরকার। তাই ভাবলাম আজ যেহেতু শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন- তাই আজ যাওয়াটাই ভালো হবে। তাই এলাম। তবে বেশ কয়েকটি দোকানঘুরে যা মনে হলো, দামটা একটু চড়া। আরেকটু কম হলে মানুষ সহজেই কিনতে পারবে। মেলা ঘুরে দেখা গেছে, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ভিড়। স্টলে-স্টলে চলছে হরেক রকমের অফার। কর্মীরা হাঁক-ডাকে তুলে ধরছেন নিজেদের পণ্যের কথা। কথা হলো তেমনই একজনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ননস্টিক ফ্রাইপ্যান, ওভেনসহ নানা জিনিস বিক্রি করছি। অফারও আছে। কিন্তু সেই অর্থে ক্রেতা নেই। অনেকে আসছেন, ঘুরে দেখছেন, দরদাম করছেন, আবার চলে যাচ্ছেন। সাইদ নামের এই বিক্রয়কর্মী আরও বলেন, আশা করছি জুমার নামাজের পর থেকে ক্রেতা সমাগম আরও বাড়বে। সেই সঙ্গে বাড়বে বেচাকেনাও। মেলায় কসমেটিকস পণ্য নিয়ে স্টল সাজিয়েছেন ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম। তিনি বলেন, অন্যান্য দিন সেভাবে না জমলেও আজ ছুটির দিনে মেলা জমবে। তবে সেটা বিকেলের দিকে। একই সুর জামা-কাপড় ব্যবসায়ী রহমত উল্লাহর মুখেও। তিনি বলেন, আজ অনেক লোকসমাগম হবে। কারণ, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এদিনে সবাই মেলায় আসেন পরিবার-পরিজন নিয়ে। তাই বেচাকেনাটাও অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি হবে। মেলার টিকিট কাউন্টারেও দেখা গেলো, দর্শনার্থীদের ভিড়।

সারিবদ্ধভাবে সবাই টিকিট কিনছেন। সেখানে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। শ্রেয়সী নামে এক স্কুলছাত্রী বলেন, অন্যান্য দিন কোচিং-ক্লাসের চাপ থাকে। চাইলেই সময় বের করা যায় না। তাই শুক্রবার ছুটির দিনে আসা। ইচ্ছে আছে মেকাপের কিছু জিনিসপত্র কেনা। এখন টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবো। তারপর মনমতো কেনাকাটা করবো। এটিএম বুথের সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন আনোয়ার হোসেন। তিনি সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে এসেছেন মেলায়। তিনি বলেন, ছেলে বায়না ধরেছিলো ছুটির দিনে মেলায় আসবে, কিছু কেনাকাটা করবে। তাই এসেছি। এখন টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তার পছন্দের জিনিসপত্র কিনবো,

২-এর পাতায় দেখুন

কুয়েতে ৮০ বাংলাদেশি শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে কাজ করছে দূতাবাস

স্টাফ রিপোর্টার : কুয়েতে ক্লিনকো কোম্পানিতে কর্মরত ৮০ জন বাংলাদেশি শ্রমিকের সমস্যা সমাধান কাজ করছে বাংলাদেশ দূতাবাস। এ প্রতিবেদক কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম মিনিস্টার আবুল হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "ওই শ্রমিকরা দূতাবাসে এসেছিলেন, তাদের কথা শুনেছি এবং সব সমস্যা সমাধান করে দেওয়া হয়েছে।" প্রবাসীদের সব ধরনের সমস্যা খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়, উল্লেখ করে আবুল হোসেন বলেন, "ক্লিনকো কোম্পানির ৮০ জন বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মে বিরতি দিয়ে ৭ জানুয়ারি দূতাবাসে আসেন। তখন তারা একাধিক সমস্যা ও দাবির কথা জানান দূতাবাসকে। সেগুলো হলোড় তারা নির্ধারিত ৮ ঘণ্টার পর অতিরিক্ত সময় কাজ করতে চান না, কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে এক বছর থেকে দুই বছর করতে হবে, আকামা জটিলতা দূর করতে হবে, সিভিল আইডি পাইয়ে দিতে হবে এবং বেতন প্রতি মাসের ১০ তারিখের আগেই পরিশোধ করতে

৭-এর পাতায় দেখুন

৯ দিনে নিহত ৪৯০ ফিলিস্তিনি মোট মৃত্যু ৪৬ হাজার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নতুন বছর ২০২৫ এর প্রথম ৯ দিনে ৪৯০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইতোমধ্যে দেশটিতে মোট মৃত্যু সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪৬ হাজার। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন বছর ২০২৫ এর প্রথম ৯ দিনে ৪৯০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬ হাজার ৬ জনে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একের পর এক ইসরায়েলি হামলায় আরও অন্তত এক লাখ ৯ হাজার ৩৭৮ জন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৭০ জন নিহত এবং আরও ১০৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

রিজার্ভ বাড়ানোর সময়েই তহবিল ছাড় কমিয়ে দিয়েছে উন্নয়ন সহযোগীরা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর সময়েই তহবিল ছাড় কমিয়ে দিয়েছে উন্নয়ন সহযোগীরা। দেশে ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বতী সরকারের প্রথম চার মাসে চীন এবং ভারত কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ওই সময়ে বেইজিংভিত্তিক এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক কোনো তহবিলের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। যদিও ভারত সামান্য পরিমাণ সহায়তা ছাড় করেছে। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী ওই অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে একটি পয়সাও ছাড় করেনি। অথচ জুলাই-অক্টোবর সময়ে ৬ কোটি ৩৮ লাখ ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এআইআইবি মাত্র ৬৬ লাখ ডলার ছাড় করেছে। ওই সময়ে চীন কোনো অর্থ প্রদানের হিসাব খোলেনি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ এশিয়ার কয়েকটি বৃহৎ অংশীদারের ধীরে চলো নীতির কারণে কমেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেট নগরীর ব্লু-বার্ড স্কুলে শ্রুতি সিলেটের উদ্যোগে শুক্রবার দিনব্যাপী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৪ কিলোমিটারে যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে। ঘন কুয়াশা ও একাধিক সড়ক দুর্ঘটনার কারণে মেঘনা-গোমতী সেতু এলাকা থেকে ধীতপুর পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে দাউদকান্দি উপজেলার কানড়া এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী পণ্যবাহী একটি কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে মহাসড়কের দাউদকান্দি উপজেলার ধীতপুর নামক স্থানে ঢাকাগামী দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সকাল আটটার দিকে দাউদকান্দি

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীদের আলাদা এনআইডি গাইডলাইনের কথা ভাবছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা সংশ্লিষ্ট দেশে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও নেই কোনো গাইডলাইন। ফলে কেবল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের আলোকেই চলছে কার্যক্রম। এতে হাজার হাজার প্রবাসী এনআইডি সংশোধনসহ সেবা গ্রহণে পড়ছেন ভোগান্তিতে। তাই সেবা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত এবার গাইডলাইন করার কথা ভাবছে সংস্থাটি। ইসি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে সাতটি দেশের প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট দেশেই এনআইডি সেবা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের আধিক্য রয়েছে এমন মোট ৪০টি দেশে কার্যক্রমটির বিস্তার করার পরিকল্পনা করছে। তবে কোনো গাইডলাইন না থাকায় সেবা কার্যক্রমের পুরো সুবিধা পাচ্ছেন না নাগরিকরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকেও কর্মকর্তারা কমিশনের কাছে পৃথক

৭-এর পাতায় দেখুন

ক্র্যাবের সভাপতি হলেন তমাল, সম্পাদক বাদশা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের মির্জা মেহেদী তমাল। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা টিভির এম এম বাদশা। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে দিনভর ভোটগ্রহণ হয়। এরপর সন্ধ্যার আগে নবনির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আবু তাহের। ক্র্যাবের সিনিয়র সদস্য আহমদ আতিক ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব। নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য পদে মোট প্রার্থী ছিলেন ২৫ জন। সভাপতি পদে ১২৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের

৭-এর পাতায় দেখুন

সুপারি পাচার নয়, গরু খুঁজতে গিয়ে সীমান্তে নিহত হন সাইদুল, দাবি পরিবারের

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার গামারিতলা গ্রামের যুবক সাইদুল ইসলাম আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের পাশে পাহাড়ি ছড়ায় গত বুধবার সন্ধ্যায় বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। ঘটনার পর বিজিবি এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সাইদুল বাংলাদেশ থেকে ভারতে সুপারি পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মারা যায়। তবে নিহত সাইফুলের পরিবার অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজতে গিয়ে তিনি পাহাড়ি ছড়ার পাড়ে গিয়েছিলেন, পরে বিএসএফ তাকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গেছে, সেদিন ছিল স্থানীয় চিনাকান্দির বাজারের সাপ্তাহিক হাট। গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষ হাটে চলে যান সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। সে সময় গ্রামে নারী আর শিশু-কিশোর ছাড়া কেউ বাড়িতে ছিলেন না।

৭-এর পাতায় দেখুন

ফসল আবাদ বন্ধ, জলাবদ্ধতায় অসহায় ২০ হাজার কৃষক

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : বোরো ধান চাষের সব ধরনের প্রস্তুতি থাকার পরও সুনামগঞ্জের তিন উপজেলার প্রায় ২০ হাজার প্রান্তিক কৃষক মাঠে নামতে পারছেন না। কারণ, মাঠের পর মাঠ জলাবদ্ধতায় মগ্ন। জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ করতে পারেননি কৃষকরা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সুনামগঞ্জ জেলার ৯৫টি হাওরের মধ্যে অন্যতম পাগনার হাওর। এই হাওরের ফসল ঘরে তুলতে পারলেই হাসি ফুটে দুর্গম এলাকার প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকের মুখে। কিন্তু গত ১০ বছর ধরে এই হাওরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় ঠিকমত চাষাবাদ করতে পারছেন কৃষকরা। যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে জামালগঞ্জ উপজেলার ভীমখালী ও ফেনারবাক ইউনিয়নের পাগনার হাওরপাড়ের ৪০ গ্রামের মানুষ প্রায় ১০ বছর ধরে জলাবদ্ধতার কষ্টে ভুগছেন। তবে সেই কষ্ট নিরসনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কানাইখালী নদী খনন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তবে কাজের ধরন দেখে বোঝা গেছে, প্রকল্পের নামে অর্থ লোপাটই ছিল সংশ্লিষ্টদের মূল লক্ষ্য। অপরিকল্পিত খনন কাজ এবং লুটপাটের কারণে এসব প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখেনি। এতে দুঃখ ঘোচাতে পারেনি পাগনার হাওরবাসীর। এই যেমন পাগনার হাওরের কৃষক আক্কাছ মিয়া। প্রতিদিন হাওরে ধানের চারা রোপণের জন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে অ্যালকোহল পানে ৪ জনের মৃত্যু হাসপাতালে ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে অ্যালকোহল পানে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় মারা গেছেন তিনজন। আর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান একজন। মোহনপুরে অ্যালকোহল পানে অসুস্থ হয়ে পড়া আরও চারজন রামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মারা যাওয়া চারজন হলেন- মোহনপুর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের মো. টোটন (৪০), একই গ্রামের মোস্তাজ আলী (৪০) ও করিশা গ্রামের মো. জুয়েল (৩৫)। রামেক হাসপাতালে মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম আতোয়ার হোসেন (৩৫)। তার বাড়ি নওগাঁর মান্দা উপজেলার গণেশপুর গ্রামে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চারজন হলেন- মোহনপুর উপজেলার দুর্গাপুর কাচারিপাড়া গ্রামের আকবর আলী (৪৩), দুর্গাপুর শাহপাড়া

৭-এর পাতায় দেখুন

সিসা দূষণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে দেশের শিশুরা

স্টাফ রিপোর্টার : সিসা দূষণে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে বাংলাদেশ। বিষাক্ত এই ধাতুটির কারণে দেশে প্রতিবছর ১ লাখ ৩৮ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটছে। আর বিপজ্জনক মাত্রায় দেশে সাড়ে তিন কোটির বেশি শিশুর রক্তে সিসা রয়েছে বলে তথ্য দিয়েছে ইউনিসেফ। যার প্রভাবে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। জানা গেছে, বিভিন্নভাবে সিসা পরিবেশে ছড়াচ্ছে। ব্যাটারি ভাঙা শিল্প, সিসাযুক্ত দেয়ালের রঙ, অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল, খাবার রাখার সিরামিকের পাত্র, ই-বর্জ্য, খেলনা, সার, রান্নায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মসলা, প্রসাধনী, চাষ করা মাছের জন্য তৈরি খাবারের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে এই ক্ষতিকর পদার্থটি। খাবারের মাধ্যমে, শরীরের চামড়ার মাধ্যমে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে এটি। সিসায় দূষিত মাটির সবজি, মসলা (হলুদ চকচকে করতে মেশানো হয়), সিসাযুক্ত সিরামিকের বাসনপত্রের রান্না করা খাবার, বাজারজাত করা দুধ খাওয়ার মাধ্যমে সিসা মানুষের দেহে প্রবেশ করছে। এছাড়া সিসায় দূষিত মাটিতে খেলাধুলা করলে বা এই মাটির সংস্পর্শে এসে কোনো ধরনের কাজ করলে চামড়ায় সিসাযুক্ত ধুলির আস্তরণ পড়ে। আস্তে আস্তে সেটি শরীরে প্রবেশ করে। ফলে ঝুঁকিতে পড়ছে সবাই। সিসা দূষণ একটি জরুরি পরিবেশগত স্বাস্থ্য সংকট, বিশেষ করে বাংলাদেশে। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন পরিবেশে ভারী ধাতুর দূষণ বাড়িয়েছে। যার ফলে শিশুদের বাতাস, পানি, মাটি, খাবার, খেলনা, রং ও রান্নার সামগ্রীর মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি বেড়েছে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটির নারী ও শিশুদের মধ্যে সিসা দূষণের প্রভাব ব্যাপক। এটি ছোট শিশুদের জন্য বেশি ক্ষতিকর, যা স্থায়ীভাবে তাদের স্নায়বিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণ হচ্ছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ারস বলেন, সাধারণত

৭-এর পাতায় দেখুন

মজুরির সমপরিমাণ বোনাস দাবি পোশাক শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী রমজানের ঈদে (ঈদুল ফিতর) এক মাসের মজুরির সমপরিমাণ বোনাসসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে 'ঢাকা পোশাক প্রস্তুতকারী মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ'। গতকাল শুক্রবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক শ্রমিক সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানায় সংগঠনটি। সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের মজুরি বাড়ছে না। আগের মজুরি দিয়ে বর্তমান বাজারে শ্রমিকদের পক্ষে বেঁচে থাকা কষ্টদায়ক। সারা সপ্তাহ কাজ করার পর আমাদের যে মজুরি পাওনা হয়, মালিকরা তার আংশিক পরিশোধ করে। বাকি টাকা তাদের কাছে থেকে যায়। ওই মজুরি দিয়ে আমাদের জীবন চলে না। বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানান তারা।

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে সারের কৃত্রিম

পাঠালাম, সারও পেলাম দেরিতে। 'আমাদের টাকায় কেনা সার আমাদেরকে দিতে এত দেরি কেন-প্রশ্ন এসব ডিলারের। ডিলারদের এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের আমলে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই সিন্ডিকেটের মূলহোতা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নওয়াপাড়া গ্রুপ। তারা বিভিন্ন নামে সরকারের ভর্তুকির সার আমদানি করে। যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে এলসি করেন তাদের মধ্যে সাইফুল্লাহ পাকোয়া, সাইফুল্লাহ গাফ্ফ, ফায়াজ ট্রেডিং, দীপা এন্টারপ্রাইজ, সুফলা ট্রেডিং করপোরেশন অন্যতম। এসব নামে সরকারি সার বরাদ্দ হয়ে থাকে। আর সারা দেশের বৃহত্তম মোকাম নওয়াপাড়া বন্দর থেকে ডিলারারা উত্তোলন করে তাদের মোকামে নিয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া ট্রেডার্স বর্তমানে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ডিলারদের সার সরবরাহ করতে গড়িমসি করছে। প্রতিষ্ঠানটি ডিলারদের কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে সার সরবরাহ করছে না। তারা বলছে, সার নিতে হলে ডিলারকে অবশ্যই নওয়াপাড়ায় এসে কাগজপত্র দিয়ে সার নিতে হবে। এতে করে ডিলারারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি অফিসার ডিলারকে দ্রুত সার উত্তোলনের জন্য চাপ দিচ্ছেন। এতে করে ডিলারারা বিপাকে পড়েছেন। ডিলার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলছেন, নওয়াপাড়ায় আরও আমদানিকারক রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াইসার উত্তোলন করা যাচ্ছে। শুধু নওয়াপাড়া ট্রেডার্সের কাছ থেকে ভর্তুকির সরকারি সার উত্তোলনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) রংপুর সদর উপজেলার এক ডিলার জানান, গত কয়েক বছর ধরে ভর্তুকির সার তুলতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর এই অসুবিধা হচ্ছে শুধু আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নওয়াপাড়া ট্রেডার্সের বরাদ্দ সার উত্তোলনের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প করপোরেশন বা বিসিআইসি ইউরিয়া সার সরবরাহ করে। আর এমওপি, ডিএপি ও টিএসপি সার সরবরাহ করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন বা বিএডিসি। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে সরকারি (জি-টু- জি) চুক্তির আওতায় ৫৮২ কোটি ২৪ লাখ ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে কাতার, সৌদি আরব ও মরক্কো থেকে তিন ক্যাটাগরির মোট এক লাখ টন সার আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৩০ হাজার টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার, ৪০ হাজার টন ডিএপি সার ও ৩০ হাজার টন টিএসপি সার রয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে গত ২ জানুয়ারি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ক্রয় কমিটির সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে কাতার এনার্জি মার্কেটিং থেকে প্রতি টন ৩৫৪ দশমিক ৬৭ ডলার দরে ৩০ হাজার টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১২৭ কোটি ৬৮ লাখ ১২ হাজার টাকা।

এছাড়া সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের আলোকে সৌদি আরবের মা'আদেন থেকে প্রতি টন ৬১৭ ডলার দরে ৪০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৯৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা। অন্যদিকে মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এসএ থেকে প্রতি টন ৪৪০ ডলার দরে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানিতে ১৫৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) রাজশাহী, নাটোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের ডিলারদের সঙ্গে কথা হলে সারের সংকটের বিষয়ে তারা বলেন, সরকারি ভর্তুকির সার আমরা আমদানিকারকের মাধ্যমে নিজস্ব মোকামে নিয়ে আসি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সত্যায়িত কাগজের মাধ্যমে প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশের অন্যতম বৃহত্তম মোকাম নওয়াপাড়া থেকে আমরা এই ভর্তুকির সার উত্তোলন করে থাকি। তবে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নওয়াপাড়া ট্রেডার্সের সিন্ডিকেটের কারণে সার পেতে মাস পেরিয়ে যায়। টাকা জমা দেওয়ার ১৫-২০ দিন পরে সার হাতে পৌঁছায়। অথচ প্রতিনিধির মাধ্যমে দুই-তিন দিনের মধ্যে ইতঃপূর্বে সার উত্তোলন করেছি। ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দের সার উত্তরণের জন্য ১৫ ডিসেম্বর টাকা পরিশোধ করলেও সেই সার পেয়েছি ১ জানুয়ারি। ডিলারদের এমন অভিযোগের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মনিরুজ্জামান বলেন, আমদানিকারকদের সিন্ডিকেটের কারণে ডিলারদের সার পেতে দেরি হচ্ছে -এই ধরনের অভিযোগ এর আগে পাইনি। তবে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ পেলে অবশ্যই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, পতিত আওয়ামী স্বৈরাচারী সরকারের আমল থেকেই কৃষি ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট চলে আসছে। যা এখনও বিদ্যমান। এই সিন্ডিকেট ভাঙতে হলে যত দ্রুত সম্ভব একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে হবে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নওয়াপাড়া ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফাইজুর রহমান বকুল বলেছেন, আমি দেশের বাইরে আছি। হাসপাতালে আছি। এখন কিছু বলতে পারব না। যা বলার রিয়াজ সাহেব (বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সচিব) বলবেন। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সচিব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারের যে বিপণন পদ্ধতি তাতে বলা আছে, সার নিতে যেকোনো জেলা থেকে ডিলার অথবা ডিলারের প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী আসতে পারেন। এর আগে যে প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপোর্ট করতো তাকেই নির্ধারণ করতে সার উত্তোলনের জন্য। মূল বিষয় হলো আরো বেশি আস্থাশীল ও ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। পরিবহন সিন্ডিকেটের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমদানিকারকরা যদি কোনো ট্রান্সপোর্টকে নির্ধারণ করে দেন এটা অন্যায়, এটা করার কোনো সুযোগ নেই। ডিলার যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে ট্রান্সপোর্ট করাতে পারবেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

সার সরবরাহে দেরি হওয়ার অভিযোগ বিষয়ে এ নির্বাহী সচিব বলেন, যথাযথভাবে টাকা জমা দেওয়ার দুই দিনের মধ্যে ডিলারদের সার দিতে বাধ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রাজধানীতে উধাও হওয়া পুকুর

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন পুকুরগুলো সংস্কারে প্রকল্প তৈরি করে দ্রুত দখলদার উচ্ছেদ শুরু করা হবে। সূত্র জানায়, ঢাকা জেলা প্রশাসনের মালিকানাধীন রাজধানীর পুকুরগুলোর নথিপত্র রাজউককে হস্তান্তর করা হয়েছে। নথিতে কোতোয়ালি মৌজায় রয়েছে সূত্রাপুরের আরএস ৭৩৯৬ দাগে ৮০ শতাংশ, সিটি জরিপ ২০০০৫ দাগে ৭০ শতাংশ, আরএস ১৪০২৪ দাগে ১৮ শতাংশ, ওয়ারীর আরএস ৪১১৫ দাগে ৫০ শতাংশ, রমনা মৌজায় আরএস ৩৯৫ দাগে ১ একর ৮৩ শতাংশ, আরএস ৭৮৩ দাগে ৭০ শতাংশ, আরএস ৭৯৮ দাগে ১৮ শতাংশ আয়তনের পুকুর রয়েছে। মতিঝিল রাজস্ব সার্কেলে ১৩টি পুকুর থাকলেও এখন ওসব স্থানে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। ওই ১৩টির মধ্যে যাত্রাবাড়ী মৌজায় সিটি জরিপ ৪৮০৮ দাগে ৮৫ শতাংশ ও সিটি জরিপ ২৭৫২ দাগে ১৪ শতাংশ, মাতুয়ায় ১৮২৫ দাগে ১৭ শতাংশ, দনিয়ায় ৭৭৮২ দাগে ২১ শতাংশ ও ১৭৬০ দাগে ২১ শতাংশ, কদমতলীতে ৬৩০১ দাগে ১ একর ৮৭ শতাংশ ও ৯৭১৩ দাগে ৪ একর ৮৮ শতাংশ, ব্রাহ্মণচিরণে ২৪৩৩ দাগে ২০ শতাংশ ও ২১১০ দাগে ২৬ শতাংশ, মতিঝিলে ২১০৮ দাগে ১ একর ৯২ শতাংশ, রাজারবাগে ৯০১০ দাগে ৪৭ শতাংশ ও ৭৩৪০ দাগে ১১ শতাংশ এবং ১৯০৪ দাগে ২৬ শতাংশে পুকুর ছিল। লালবাগ রাজস্ব সার্কেলের কালুনগরে আরএস ৫৮০ দাগে ২০ কাঠা, আরএস ১৫৩০ দাগে ৬১ শতাংশ এবং আরএস ১৬৬৫ দাগে ২০ শতাংশ, লালবাগে আরএস ৫৫৫৭ দাগে ১ একর ২০ শতাংশ এবং সিটি জরিপ ৭১৭১ দাগে ৫৮ শতাংশ, হাজারীবাগ মৌজায় আরএস ৬০৩৪ দাগে একটি পুকুর, ক্যান্টনমেন্ট সার্কেলে আরএস ২৮২৭ দাগে ৪৩ শতাংশ, দক্ষিণখান ভূমি অফিসের আওতায় আরএস ৫৮৮২ দাগে ২৯ শতাংশ, আরএস ১১৬৮৩ দাগে ৫৯ শতাংশ, দক্ষিণখানে ৩৫ শতাংশ, আরএস ১১৫৬২ দাগে একটি, ১১৫১২ দাগে ৩৬ শতাংশ, আরএস ৫৭৪৭ দাগে ১ একর ২৯ শতাংশ, ১১২৭০ দাগে ৩০ শতাংশ, উত্তরখানে এসএ ১৯২৩ দাগে ৩৪ শতাংশ, আনুলে আরএস ৪১ দাগে ৪০ শতাংশ, আরএস ৯৩ দাগে ৪৮ শতাংশ, উত্তরখানে সিটি জরিপ ৫৫১৬ দাগে ৩৫ শতাংশ জমিতে পুকুরের তথ্য রয়েছে। তাছাড়া মোহাম্মদপুর রাজস্ব সার্কেলের লালমাটিয়া মৌজায় সিটি জরিপে ২ একর ১১ শতাংশ, মিরপুর রাজস্ব সার্কেলের বসুপাড়া মৌজায় ১১৩৫ দাগে ৩৮ শতাংশ, ছোট দিয়াবাড়িতে ২৪৩ দাগে ৭৫ শতাংশ, মিরপুরে ৩৪৩ দাগে ১৫ শতাংশ, গড়ান চটবাড়িতে ২৪৩৪ দাগে ১৩ শতাংশ, বাউনিয়া মৌজায় ১২৫৫২ দাগে ৭৮ শতাংশ, চন্ডালভোগে ৩০ দাগে ৬৩ শতাংশ এবং দিয়াবাড়িতে ২০২৫ দাগে ৪৫ শতাংশ আয়তনের পুকুর রয়েছে। তেজগাঁও রাজস্ব সার্কেলে ছোট বেরাইদে সিটি জরিপে ৪৪২ দাগে ১৮ শতাংশ, গজারিয়ায় ১০৩৫০ দাগে ৪০ শতাংশ, বাড্ডায় ৫৪০৮ দাগে ৬৮ শতাংশ, সাতারকুলে ৩৮৬০ দাগে ২৮ শতাংশ, ৮৪৯ দাগে ৯০ শতাংশ, ৪৯৪৪ দাগে ৪০ শতাংশ, ২১৯১৩ দাগে ১১ শতাংশ, ২১৯১৫ দাগে ১৭ শতাংশ এবং ২১৯১৮ দাগে ২৪ শতাংশে পুকুর ছিল। এখন ওই ৫৮টি পুকুর উদ্ধার করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেয়া হলে তা মাইলফলক অর্জন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে এ বিষয়ে রাজউকের প্রধান স্থপতি মো. মোশতাক আহমেদ জানান, রাজধানীর পুকুরগুলো সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য রাজউক প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করেছে। সেটি পাস হলে কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে রাজউকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ছিদ্দিকুর রহমান সরকার জানান, জেলা প্রশাসন থেকে পুকুরগুলো রাজউকে কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাজউক ওসব পুকুর দ্রুত দখলে নেবে। কিছু পুকুর ভরাট করে স্থাপনা করা হয়েছে, সেগুলো উচ্ছেদ করা হবে। এরপর সেখানে ওয়াকওয়ে ও গাছ লাগানো হবে। এমনভাবে উন্নয়ন করা হবে, যাতে আগামী ১০০ বছরেও সেখানে কোনো দখলদার হাত না দিতে পারে।

সরকারি গুদামে ধান বিক্রিতে

। কৃষকরা বলছেন, সরকারি মূল্যের চেয়ে বাজারে দাম বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ধান শুকনা হতে হয় ও ব্যাংক থেকে টাকা নিতে হয়; এমন ঝামেলার কারণে খাদ্যগুদামে ধান দিতে আগ্রহ নেই তাদের। সরকার ধানের মণ এক হাজার ৩২০ টাকা নির্ধারণ করলেও বর্তমানে খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ৪৫০-৫০০ টাকা। চালকল মালিকরা বলছেন, বেশি দামে ধান কিনে চাল উৎপাদন করতে ৫০ টাকা পড়ছে কেজি। অথচ সরকার গুদামের জন্য দাম নির্ধারণ করেছে ৪৭ টাকা। এতে লোকসান হওয়ায় গুদামে চাল দিতে অগ্রহী নন চালকল মালিকরা। লাইসেন্স বাঁচানোর তাগিদে কেউ কেউ চাল দিলেও অধিকাংশ মালিক চুক্তিবদ্ধ হননি। ১৩ জন চুক্তিবদ্ধ হলেও চাল সরবরাহ করেছেন মাত্র তিন জন। এতে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে সংশয় আছে। সরকারি গুদামে ধান দিতে নানা ঝামেলা পোহাতে হয় বলে উল্লেখ করেছেন হিলির ডাঙাপাড়া গ্রামের কৃষক আসলাম হোসেন। তিনি বলেন, 'তারা চায় শুকনো ধান, টাকা নিতে হয় ব্যাংক থেকে। আবার খোলাবাজারের চেয়ে দাম কম। মণ এক হাজার ৩২০ টাকা, অথচ বাজারে এক হাজার ৪৫০-৫০০ টাকা বিক্রি করছি। তাহলে কেন লোকসান দিয়ে ঝামেলা নিয়ে সরকারি গুদামে ধান দিতে যাবো।' সরকারি গুদামে ধান দেওয়ার কেন আগ্রহ নেই কৃষকদের জানতে চাইলে একই গ্রামের কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, 'ধান দিতে হয় শুকনো। আবার সরাসরি ধান নিয়ে গেলে গুদামের কর্মকর্তারা নেন না। দালাল ধরতে হয়। এজন্য ঘুষ চাওয়া হয়। আমরা মূলত ধান বিক্রি করি পরবর্তী আবাদের জন্য, মাড়াইয়ের বিল পরিশোধের জন্য। দরকার নগদ টাকার। গুদামে ধান দিলে নগদ টাকা পাওয়া যায় না। টাকা তোলার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হয়। এসব ঝামেলার কারণে সরকারি গুদামে ধান দিতে আগ্রহী নন কৃষকরা।' হিলির আরেক কৃষক নুর ইসলাম বলেন, 'ভ্যানে করে গুদামে ধান নিয়ে যেতে হয়। এতে বাড়তি খরচ হয়। আবার শুকনো না হলে মিটার পাস নেই; এমন অজুহাতে গুদাম থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দালালরা ঘুষ চায়, বলে টাকা দিলে পাস করিয়ে দেবে। আড়তে কিংবা বাজারে নিয়ে গেলে এসব ঝামেলায় পড়তে হয় না। কোনও কোনও ব্যাপারী বাড়ি থেকে ধান কিনে নিয়ে যান। গুদামের চেয়ে বাড়তি দাম পাচ্ছি। সবকিছু মিলিয়ে বাজারে ও আড়তে সহজে বিক্রি করতে পারায় গুদামে ধান দিচ্ছি না আমরা।' হিলির দুদু চালকলের (হাসকিং মিল) স্বত্বাধিকারী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'যেহেতু সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, তাই বাধ্য হয়ে গুদামে চাল সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু চাল সরবরাহ করে লাভ তো দূরের কথা উল্টো লোকসান গুনতে হবে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ধানের দাম বেশি। চাল না দিলে সরকার কালো তালিকাভুক্ত করবে, লাইসেন্স বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেবে। এসব কারণে লোকসান দিয়ে হলেও গুদামে চাল দিতে হবে। এক হাজার ৪০০ টাকা মণ ধান কিনে চালের কেজিতে খরচ পড়ছে ৫০ টাকার বেশি। অথচ সরকারি গুদামে ৪৭ টাকা কেজি দরে চাল দিতে হয়। সরকার যদি চালের দাম অন্তত ৫০ টাকা করতো তাহলে সবাই গুদামে সরবরাহ করতো। চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হতো।' হিলির শিরিন চালকলের স্বত্বাধিকারী শামসুল ইসলাম বলেন, 'হয়তো আগামীতে ব্যবসা হবে এই আশায় লোকসান দিয়ে গুদামে চাল দিচ্ছি। বর্তমানে ধানের যে দাম, তাতে উৎপাদন খরচ পড়ছে ৫০-৫১ টাকা। সেখানে সরকারি গুদাম থেকে ৪৭ টাকা পাচ্ছি। চালের মূল্য সরকারকে আরও বাড়াতে হবে।' এ ব্যাপারে হাকিমপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক খালেদা বানু বলেন, 'চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৫৬৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সেদ্ধ চাল ১৩৭ টন কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৯ টন চাল কিনতে পেরেছি। এ ছাড়া আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৭৩ টন ছিল; ইতিমধ্যে তা পূরণ হয়েছে। তবে চাল সংগ্রহ শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কোনও ধান সংগ্রহ করতে পারিনি। এর কারণ হলো ধানের সরকারি মূল্য কম। সেই তুলনায় বাজারে বেশি পাওয়ায় কৃষকরা ধান দিচ্ছেন না। সামনের দিনে যদি বাজার দর কিছুটা কমে আসে, হয়তো লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে।' যেহেতু ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় আছে, হয়তো ধান সংগ্রহ করতে পারবো আমরা।' যেসব মিলার চাল দেবেন না তাদের ব্যাপারে কালো তালিকাভুক্তসহ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে খালেদা বানু বলেন, 'যেসব মিলার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও চাল দেবেন না, তাদের লাইসেন্স বাতিলসহ আইনি যেসব প্রক্রিয়া রয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করা হবে। তবে আশা করছি, চুক্তিবদ্ধ সব মিলার চাল সরবরাহ করবেন।'

হাইকোর্টে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে

গ্রহণ করা হবে। বেঞ্চের জন্য আইনজীবীদের বেঞ্চ অফিসারের মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এ বিষয়ে আইনজীবীরা বলেন, এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ। বেঞ্চের কার্যক্রম শুরু হলে মেনশন, সময় বর্ধিতকরণ ও দরখাস্তের স্লিপ দেওয়ার জন্য আইনজীবীর পর্যায়ক্রমে আদালতে মেনশন করে থাকেন। নতুন এ সিস্টেম বা পদ্ধতি চালু একটা ইতিবাচক ও আধুনিক উদ্যোগ। এতে আদালতের সময় বাঁচবে এবং মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তি বাড়বে।

জুলাই বিপ্লবে নিহত ৬ জনের

খালিদ মনসুর ছয়টি লাশ এখনো হিমাগারে থাকার তথ্য নিশ্চিত করেন। লাশগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক মর্গে আছে বলে তিনি জানান। বিশেষ সেল টিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক মর্গে গিয়ে সরেজমিনে লাশগুলো পরিদর্শন করে। হাসান ইনামের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী লাশগুলোর কেবল বয়স নিশ্চিত হওয়া গেছে। একজনের নাম জানা গেছে, তিনি হলেন এনামুল (২৫)। অন্য পাঁচ লাশ পুরুষ (২০), পুরুষ (২৫), পুরুষ (২২), নারী (৩২) ও পুরুষের (৩০)। লিখিত বক্তব্যে হাসান ইনাম বলেন, লাশগুলোর ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তে পাঁচজনের মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে 'আঘাতজনিত কারণে মৃত্যু'। এনামুলের মৃত্যুর কারণ হিসাবে 'ওপর থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু' লেখা হয়েছে। তিনি বলেন, লাশগুলোর ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়েছে। মরদেহের পরিহিত আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ মুহূর্তে সবগুলো লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক হিমাগারে রক্ষিত আছে। শাহবাগ থানার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লাশগুলো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের। তবে কবে এবং কত তারিখে তারা লাশগুলো এনেছে সেটা স্পষ্ট করেনি। অজ্ঞাতপরিচয় এসব লাশ পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে অন্তর্বর্তী সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। একই সঙ্গে এ বয়সের কেউ যদি নিখোঁজ থাকেন, তাহলে তার পরিবারকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সেলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে এ সেল। শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখিত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তাদের তথ্যগুলো দিয়েছি। ছয়টি লাশ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত করেছি।

প্রকৃতির জন্য দরদ দিয়ে কাজ

হইবের মতো সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, দায়িত্ব ভাগাভাগি ও সমতার মাধ্যমে একটি উন্নত বিশ্ব গড়া সম্ভব। পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশেও দাঁড়াতে হবে। কারণ, ন্যায্যতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে সবাইকে নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। অনুষ্ঠানে পরিবেশ উপদেষ্টা একটি স্মরণিকা ও কনফারেন্স নিউজলেটার উন্মোচন করেন এবং মেমেন্টো বিতরণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান শাহানা আলম নির্ঝর। আরও বক্তব্য দেন ইনার হুইল বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিনিধি তাহিয়া খালিদ এবং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি মাহমুদা মাহবুব রুমা।

সত্য বলার সাহস না রাখলে

এক সময় আপনাদের গলা চেপে ধরবে। ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো অপশক্তি আটকে রাখতে পারবে না। তাই আগামীর বাংলাদেশে যার যার স্থান থেকে যৌক্তিক দাবিতে আপোসহীন মনোভাব নিয়ে থাকলেই আমরা লড়াইয়ের সংগ্রামে সফল হতে পারব। এসময় তিনি ভোলাবাসীর দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। এর আগে তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ জসিমের বাড়িতে গিয়ে তার স্বজনদের সমবেদনা জানান। এরপর জেলার অন্যান্য শহীদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। এসময় তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন এবং জেলা ও ভোলার সমন্বয়কারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কাতারের আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

পেজ এবং এক্স হ্যান্ডেলে তারেক রহমান এক পোস্টে লেখেন-আমি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানি, আমার মা, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়ার জন্য অনুগ্রহ করে পরিবহন ও সরবরাহ করার জন্য গভীর কৃতজ্ঞ। এই সহযোগিতার জন্য আমি আমার পরিবার ও বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাড়াতে উন্মুখ। এর আগে, মঙ্গলবার রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া। বুধবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানান তার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান। এরপর খালেদা জিয়াকে 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা শুরু হয়েছে তার।

দেশের সর্বত্র তীব্র শীত

থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী শনি ও রোববার সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে তীব্র শীত থাকারও সম্ভাবনাও রয়েছে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায় ৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৫ জনের শরীরে পাওয়া গেছে

শিরীন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, খেজুরের কাঁচা রস খেয়ে প্রতিবছর নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হন অনেকে। তেমন লক্ষণ দেখে সম্প্রতি ৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে আইইডিসিআর। এদের মধ্যে নিপা ভাইরাস না মিললেও পাঁচ জনের শরীরে পাওয়া গেছে রিওভাইরাস। নতুন রোগজীবাণু অনুসন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আইইডিসিআরের নিয়মিত গবেষণায় শনাক্ত হলো এই ভাইরাস। অধ্যাপক তাহমিনা শিরীন আরও জানান, দেশে অনেক এনকেফালাইটিস রোগী পাওয়া গেছে। কিন্তু কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গবেষণা এসব রোগীর চিকিৎসায় কাজে দেবে। উল্লেখ্য, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে রিওভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, জ্বর, মাথাব্যথা, বমি ও ডায়রিয়া হতে পারে। মারাত্মক হলে নিউমোনিয়া, এমনকি এনকেফালাইটিস বা মস্তিষ্কের প্রদাহও দেখা দিতে পারে। বেশি আক্রান্ত হয় শিশু ও বয়স্করা।

ক্রীড়াঙ্গনকেও দলীয়করণ করেছিল

বাংলাদেশে নির্মাণ করতে চান। সেখানে তরুণদের ভূমিকাকেই সবচেয়ে বড় বলে মনে করেন তিনি। আমাদের তরুণরা যেনো বিপথে না যায়, অপরাধ জগতের সঙ্গে যেনো যুক্ত না হয় সেই লক্ষ্যে আজকের টুর্নামেন্টটি আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের একটি উদ্দেশে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বিএনপি মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব মো. মোস্তফা জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক ও টুর্নামেন্ট প্রধান আহ্বায়ক আক্তার হোসেন ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহেদ পারভেজ চৌধুরী প্রমুখ।

শতাধিক পণ্যের শুল্ককর বাড়লো

হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাড়তি ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক কার্যকর হয়ে গেছে। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পরিপালনে কিছু পণ্য ও সেবায় ভ্যাট বাড়ানো এবং যৌক্তিকীকরণ করার পরিকল্পনা নেয় সংস্থাটি। এর ধারাবাহিকতায় গত ১ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এনবিআরের ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব পাস করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত সাপেক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ না থাকায় অধ্যাদেশের মাধ্যমে শুল্ক-কর বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ব্যবসায়ী পর্যায়ে বাড়ল ভ্যাট: স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে সাড়ে ৭ শতাংশ, ওষুধের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ২ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে। তবে এলপি গ্যাসের স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ২ শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে।

ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে যেসব পণ্যে ও সেবায় : কিচেন টাওয়াল, টয়লেট টিস্যু, ন্যাপকিন টিস্যু, ফেসিয়াল টিস্যু, হ্যান্ড টাওয়াল, সানগ্লাস, নন-এসি হোটেল, মিষ্টান্ন ভান্ডার, প্রতিষ্ঠানের কেনাকাটা, নিজস্ব ব্র্যান্ড-সংবলিত তৈরি পোশাকের শোরুম বা বিপণিবিতান এসব পণ্য ও সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট সাড়ে ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ। বৈদ্যুতিক খুঁটি, মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ, ডকইয়ার্ড, ছাপাখানা, চলচ্চিত্র স্টুডিও, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী (সিনেমা হল), চলচ্চিত্র পরিবেশক, মেরামত ও সার্ভিসিং, স্বত্বাধিকারী বা যন্ত্রচালিত করাতকল, খেলাধুলা আয়োজক, পরিবহন ঠিকাদার, বোর্ড সভায় যোগদানকারী, টেইলারিং শপ ও টেইলার্স, ভবন রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, সামাজিক ও খেলাধুলা-বিষয়ক ক্লাব ইত্যাদি সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ। এছাড়া পটেটো ফ্লাকস, কর্ন, মেশিনে প্রস্তুত বিস্কুট, হাতে তৈরি বিস্কুট, আচার, চাটনি, টমেটো পেস্ট বা টমেটো কেচাপ বা সস, আম, আনারস, পেয়ারা ও কলার পাল্প, তেঁতুলের পেস্ট, ট্রান্সফরমারের তেল, লুব্রিকেন্ট তেল, এলপি গ্যাস, আমদানি করা বাল্ক পেট্রোলিয়াম বিটুমিন, বিআরটিএ থেকে নেওয়া লেমিনেটেড ড্রাইভিং লাইসেন্স, কঠিন শিলা, ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও ফেরো-সিলিকো ম্যাঙ্গানিজ, ফেরো সিলিকন অ্যালয়, এইচআর কয়েল থেকে সিআর কয়েল, সিআর কয়েল থেকে জিপি শিট, জিআই তার, ৫ কেভিএ থেকে ২ হাজার কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, চশমার প্লাস্টিক ফ্রেম, চশমার মেটাল ফ্রেম, রিডিং গ্লাস, নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি ম্যাট্রেসে এসব পণ্যের ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া রেস্তোরাঁর ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ, ইনডেন্টিং সংস্থার ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

সিগারেটের দাম বাড়বে : অধ্যাদেশে সিগারেটের চার স্তরে দাম ও শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ টাকা করা হয়েছে। এতে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়েছে। মধ্যম স্তরে ৭০ টাকা থেকে ৮০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়েছে। উচ্চস্তরে ১২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়েছে। অতি উচ্চস্তরের দাম ১৬০ টাকা থেকে ১৮৫ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়া লাইমস্টোন ও ডলোমাইটে ১০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও বাড়ল শুল্ক: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বার্ষিক লেনদেন ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত টার্নওভার কর দিতে হয়। নতুন নিয়মে ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকা হলে টার্নওভার কর দিতে হবে। বার্ষিক লেনদেন ৫০ লাখ টাকা পেরোলে পণ্য ও সেবা বেচাকেনায় ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হবে। মদের বিলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়া আমদানি, উৎপাদন ও সেবা পর্যায়ে বেশ কিছু পণ্য ও সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। যেমন আমদানি পর্যায়ে ফলের রসে সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ; তামাকে ৬০ থেকে ১০০ শতাংশ; সুপারিতে ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করা হয়েছে।

দাম বাড়বে উড়োজাহাজের টিকিটের: উড়োজাহাজের টিকিটে কয়েক বছর ধরে বাড়ানো হয়নি আবগারি শুল্ক। বিদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে নয়, কখনও কর্মের, কখনও ভ্রমণের জন্য যেতে হয়। ফলে বিমান টিকিটে আবগারি শুল্ক বাড়ানো প্রয়োজন। শুধু বাড়ানো নয়, কিছু ক্ষেত্রে যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সে জন্য এনবিআরের প্রতিবেদনে 'দি এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট-১৯৪৪' এ সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ রুট ও সার্কভুক্ত দেশের উড়োজাহাজের টিকিটে ৫০০ টাকা হারে আবগারি শুল্ক দিতে হয়। এটা যৌক্তিকীকরণের জন্য অভ্যন্তরীণ রুটে ২০০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০ টাকা ও সার্কভুক্ত দেশে বর্তমানের দ্বিগুণ এক হাজার টাকা করা হচ্ছে। এ ছাড়া এশিয়ার দেশগুলোতে দুই হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে তিন হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা করা হচ্ছে। আবগারি শুল্ক বাড়ার ফলে টিকিটের দাম বাড়তে পারে।

আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বেড়েছে: সুপারি বাদামে ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৫ শতাংশ, পাইন বাদামে ২০ থেকে ৩০, তাজা বা শুকনা সুপারিতে ৩০ থেকে বেড়ে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। এ ছাড়া আম, কমলালেবু, লেবু জাতীয় ফল, আঙুর, লেবু, পেঁপে, তরমুজ, আপেল ও নাশপাতি, ফলের রস, সবজির রস, তামাক, রং, পলিমার, বার্নিশ ও লেকার, সাবান ও সাবান জাতীয় পণ্য, ডিটারজেন্ট, ফ্রুট ড্রিংকস, আর্টিফিশিয়াল বা ফ্লেভার ড্রিংকস ও ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস (কার্বোনেটেড ও নন-কার্বোনেটেড), তামাকযুক্ত সিগারেট ইত্যাদি পণ্যে সম্পূরক শুল্ক ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বেড়েছে: যেসব হোটেলে মদ বা মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয়, সেসব হোটেল বা বারের বিলের ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। রেস্তোরাঁরা ক্ষেত্রেও একইভাবে মদ বা মদ জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা হলে তার বিলের ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের সিমকার্ডের ওপর ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩ শতাংশ। প্রথমবারের মতো সম্পূরক শুল্ক বসছে ইন্টারনেট সেবা বা আইএসপির ওপর। এ ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক দিতে হবে।

প্রাণ ফিরছে বাণিজ্য মেলায়, বাড়ছে

তারপর বাপ-বেটা মিলে মেলা ঘুরে বিকেলে বাসায় যাবো। এ বিষয়ে বাণিজ্য মেলার পরিচালক বিবেক সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, ছুটির দিনে স্বাভাবিকভাবে লোকসমাগম বেশি হয়। তাই আজও লোকসমাগম স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি হবে। প্রসঙ্গত, এবারের মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৬২টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫১টি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের স্টল-প্যাভিলিয়ন। বাকি ১১টি স্টল ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়াসহ ৭ দেশের। মাসব্যাপী এ মেলা সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। মেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের প্রবেশ টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন।

টিউলিপের বিকল্প ভাবছে লেবার পার্টি, দ্য টাইমসের প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : মন্ত্রীত্ব হারাতে পারেন ফ্ল্যাটকাণ্ডে অভিযুক্ত যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির এমপি ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক। এরই মধ্যে টিউলিপের জায়গায় নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার চিন্তা করছে তার দল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, টিউলিপের বিকল্প বিবেচনা করছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমারের জ্যেষ্ঠ মিত্ররা। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুর্নীতির সম্পৃক্ততা থাকার কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে টিউলিপের স্থলাভিষিক্ত প্রার্থী হিসেবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবছেন তারা। সোমবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নৈতিকতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার কাছে নিজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তদন্তের দাবি জানানোর আগেই টিউলিপের বিকল্প প্রার্থীদের চিহ্নিত করেন কর্মকর্তারা। অবশ্য স্টারমার বলেছেন, টিউলিপের ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এছাড়া ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র টিউলিপের বিকল্প সম্ভাব্য ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরির বিষয়টিকে 'সম্পূর্ণ অসত্য' বলে দাবি করেছেন। তবে টাইমস এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, স্টারমারের বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে টিউলিপের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের জন্য টিউলিপের বিকল্প হিসেবে যাদের বিবেচনা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী র‍্যাচেল রিভসের দুই সহকারী। তারা হচ্ছেন, এমা রেনল্ডস ও টিউলিপ সিদ্দিকের সহকারী এমা রেনল্ডস... (জুনিয়র মিনিস্টার) আর্থিক-অপরাধ বিভাগের কর্মকর্তারা ভূমিকায় ছিলেন টিউলিপ ও তার পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অর্থায়নে পরিচালিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টিও তদন্ত করছে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এই অর্থ কেলেঙ্কারিতে টিউলিপের ভূমিকা কী ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১০ কোটিতে মাল্টার পাসপোর্ট নিতে চেয়েছিলেন টিউলিপের চাচি, চাচাতো বোন: এদিকে, টিউলিপ সিদ্দিকের পর এবার তার চাচি ও চাচাতো বোনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে ইউরোপের দেশ মাল্টার পাসপোর্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন টিউলিপ সিদ্দিকের চাচী শাহীন সিদ্দিক ও তার চাচাতো বোন বুশরা সিদ্দিক। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় পাসপোর্ট দেশটি তাদের পাসপোর্ট দেয়নি। এই শাহীন সিদ্দিকের স্বামী হলেন তারিক আহমেদ সিদ্দিক, যিনি বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এদিকে, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি শাহীন ও বুশরা সিদ্দিক। গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ২০১৩ সালে নিজের একার জন্য মাল্টার পাসপোর্টের আবেদন করেছিলেন শাহীন সিদ্দিক। ওই সময় মাল্টার পাসপোর্ট দেওয়ার কাজটি করতো যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হ্যানলি অ্যান্ড পার্টনার্স। অভিবাসন সংশ্লিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে শাহীন সিদ্দিক 'প্রচ্ছায়া' নামের একটি কোম্পানির নামে চাকরির মূল্যায়ন সরকারি জমি কুক্ষিগত করা তথ্য পায়। আর শাহীন তার পাসপোর্টের উল্লেখ করে বলেছিলেন, তিনি কোম্পানিটির চেয়ারম্যান। আর এই কারণে তাকে পাসপোর্ট দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি। প্রথমবার প্রচ্ছায়ার কথা উল্লেখ করে পাসপোর্ট না পাওয়ায় ২০১৫ সালে দ্বিতীয়বারের আবেদনে শাহীন সিদ্দিক দাবি করেন, চট্টগ্রামের 'দ্য আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি কোম্পানির পরিচালক তিনি। যেটি ১৯২৬ সালে তার বাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এই কোম্পানি নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে ও তার মেয়েকে ওই সময় আর পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি। ২০১৫ সালে মাল্টার পাসপোর্ট পেতে যথাক্রমে ৬ লাখ ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার পাউন্ড খরচ করতে হতো শাহীন ও তার মেয়ে বুশরাকে। এরসঙ্গে ফি হিসেবে আরও ৭০ হাজার পাউন্ড দিতে হেনলি। আবেদনের অংশ হিসেবে শাহীন রুয়াকামপুরের একটি ব্যাংকে ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৪০৯ ডলার দেখিয়েছিলেন। ১১ বারে এই অর্থ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। তবে এসব অর্থের উৎস কী ছিল, তা স্পষ্ট নয়। শেখ হাসিনার পতনের পর গত অক্টোবরে তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও তার স্ত্রী শাহীন সিদ্দিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তাছাড়া, তারিক সিদ্দিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিকে, তারিক সিদ্দিকী ও তার স্ত্রী শাহীন সিদ্দিকীর মেয়ে ওই সময় স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডনে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি তার ঠিকানা দিয়েছিলেন গ্র্যান্ড গোথিক ভবনের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাট, যেটি টিউলিপের লন্ডনের কিংস ক্রস ফ্ল্যাটের খুব কাছে অবস্থিত। এই ফ্ল্যাটটি ২০০৪ সালে টিউলিপকে উপহার দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী। তিনি কেন টিউলিপকে এত দামী ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে ধোয়াশা রয়েছে। বুশরা লন্ডনে পড়াশোনা শেষে জেপি মর্গান ব্যাংকে কয়েকদিন চাকরি করেন। এরপর চাকরি ছেড়ে দেন। ২০১৮ সালে উত্তর লন্ডনের গোল্ডার্স গ্রিনে ১ দশমিক ৯ মিলিয়ন ইউরোতে পাঁচ বেডরুমের একটি ফ্ল্যাট কেনেন তিনি। এই অর্থও তাকে তার বাবা-মা দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নির্বাচন আবারও স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : হঠাৎ স্থগিত হয়ে যাওয়া চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নির্বাচন আবারও স্থগিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এই দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও অজানা কারণে পুনরায় স্থগিত হয়েছে। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর এ নির্বাচন এফডিসিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। জানা গেছে, দুই প্যানেলেই স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের দোসর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কারণেই বার বার স্থগিত হচ্ছে এ নির্বাচন। যদিও প্রকাশ্যে এ কথা কেউ স্বীকার করছেন না। তবে বিষয়টি নিয়ে চলচ্চিত্রাঙ্গনে বেশ চর্চা হচ্ছে। চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির ২০২৫-২৬ মেয়াদের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন আবদুল লতিফ বাচ্চু। কমিশনের সদস্য হিসেবে রয়েছেন এ জে রানা ও বি এইচ নিশান। এবারের নির্বাচনে দুটি পৃথক প্যানেলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মুশফিকুর রহমান গুলজার-সাফিউদ্দিন সাফি প্যানেলে সভাপতি ও মহাসচিব পদপ্রার্থী ছাড়া সম্পাদকীয় পদে প্রার্থী হয়েছেন-আবুল খায়ের বুলবুল (সহসভাপতি), সালাউদ্দিন (উপমহাসচিব), তরিকুল ইসলাম ভুইয়া সাইমন তারিক (কোষাধ্যক্ষ), আব্দুর রহিম বাবু (সাংগঠনিক), রফিক শিকদার (প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সচিব), এসডি রুবেল (আন্তর্জাতিক ও তথ্যপ্রযুক্তি), মুস্তাফিজুর রহমান মানিক (সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া)। এছাড়া এই প্যানেলে কার্যকরী সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছেন যথাক্রমে- শাহ আলম কিরণ, ইফতেখার জাহান, মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, বজলুর রাশেদ চৌধুরী, বদিউল আলম খোকন (সাবেক দুই বারের মহাসচিব), গাজী মাহবুব, আনোয়ার সিরাজী, দেওয়ান নাজমুল, জয়নাল আবেদীন এবং আতিকুর রহমান লাভলু। অপরদিকে চলতি দায়িত্বে থাকা টানা দুইবারের মহাসচিব শাহীন সুমন এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সভাপতি পদে। তিনি প্যানেল গড়েছেন শাহীন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে। এই প্যানেল থেকে সম্পাদকীয় পদে প্রার্থী হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মনতাজুর রহমান আকবর (সহসভাপতি), কবিরুল ইসলাম রানা (উপমহাসচিব), সেলিম আজম (কোষাধ্যক্ষ), ওয়াজেদ আলী বাবুল (প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সচিব), বন্ধন বিশ্বাস (আন্তর্জাতিক ও তথ্যপ্রযুক্তি), সাইফ চন্দন (সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া)। এই প্যানেলে কার্যকরী সদস্যপদে প্রার্থী হয়েছেন- প্রবীণ পরিচালক সাঈদুর রহমান সাঈদ, বিশ্বজিত কাহিনীকার খুরশীদ আলম, জাকির হোসেন রাজু, শাহাদৎ হোসেন লিটন, পল্লী মালেক, মো. জয়নুল আবেদীন, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, এখলাস আবেদিন এবং ডা. বুলবুল বিশ্বাস। এছাড়া আব্দুল আওয়াল পিন্টু স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নির্বাচনে হালনাগাদ ভোটার সংখ্যা ৩৯৬ জন থাকলেও সম্প্রতি চার নির্মাতার মৃত্যুতে এ সংখ্যা কমে ৩৯২ জনে নেমে এসেছে।

প্রশাসনে ফ্যাসিস্টদের রেখে নির্বাচন করলে গ্রহণযোগ্য হবে না: গোলাম পরওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সংস্কার না করে প্রশাসনে ফ্যাসিস্টদের রেখে নির্বাচন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। নতুন করে দেশ স্বাধীন হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী সুদ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত যাকাতভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। একমাত্র আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে সেই কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গতকাল শুক্রবার গাজীপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন গোলাম পরওয়ার। গাজীপুর সদর থানার ভবানীপুর মুক্তিযোদ্ধা কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতের আমির ড. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সফি উদ্দিনের সঞ্চালনায় কর্মী সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি ড. সামিউল হক ফারুকী, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও গাজীপুর জেলার সাবেক আমির আবুল হাশেম খান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পঙ্গুত্ব বরণকারী মুকুল কুমার দত্ত, গাজীপুর মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যাপক মুহা. জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

পল্লী বিদ্যুতে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে আটক ৮

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার পদে লিখিত নিয়োগ পরীক্ষায় কেন্দ্র থেকে ভুয়া আট পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে আটক হন তারা। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে শহরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে আটক আট ভুয়া পরীক্ষার্থীকে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আটকরা হলেন- শেরপুর জেলার একরামুল আলীর ছেলে রাকিবুল হাসান মজিদ, নাজিমুদ্দিনের ছেলে গোলজার হোসেন, নীলফামারীর নুরুল হকের ছেলে আরিফুল ইসলাম, দিনাজপুরের মোটা বাবুর ছেলে শ্যামল চন্দ্র, গিরিশ চন্দ্রের ছেলে খগেন চন্দ্র, রংপুর জেলার মৃত আব্দুল মোল্লার ছেলে রকিবুল ইসলাম, গাইবান্ধা জেলার নুরুনবী মিয়ার ছেলে নুর মওলা ও ঝিনাইদহ জেলার দিলিপ দেবনাথের ছেলে দিবস দেবনাথ। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার তানজিনা শারমিন দৃষ্টি। দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় তিন দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকালে শহরের ৬টি কেন্দ্রে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজন করা হয়। ৭১টি শূন্য পদে ৪০২৫ পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন। বেলা ১১টার দিকে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হাজিরা নেওয়ার সময় আট পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রের সঙ্গে ছবির মিল না থাকায় তাদের সন্দেহ হয়। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পল্লী বিদ্যুৎ ও জেলা প্রশাসককে জানালে ভ্রাম্যমাণ আদালত গিয়ে তাদেরকে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত শেষে তাদের পুলিশ পাহারায় আটক আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়।

ফরিদপুরে চালু হলো 'হলিডে মার্কেট'

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে চালু হয়েছে হলিডে মার্কেট। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফরিদপুর শহরের ব্রাহ্ম সমাজ সড়কে এ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া প্রতি গতকাল শুক্রবার নিয়মিতভাবে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। মেলায় অংশ নিয়েছে ২৩টি স্টল। এ সমস্ত স্টল মালিকেরা অনলাইনের মাধ্যমে তাদের তৈরি পণ্যসামগ্রী ক্রেতাদের মধ্যে বিক্রি করে পারেন। পন্যের মধ্যে রয়েছে- ফুলের সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের শো-পিস, কাপড়ের সামগ্রী, আচার, কসমেটিক্স, পিঠা, জুয়েলারি সামগ্রী ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল ক্যাম্প। চারটি অনলাইন প্রতিষ্ঠান এ মেলার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো নিজের বলার মতো গল্প ফাউন্ডেশন, ওয়ারকাহিনিক ফরিদপুর, ফরিদপুর উদ্যোক্তা মেলা ও ফুড লাভার। ফরিদপুর পৌরসভার সহযোগিতায় উক্ত স্থানে প্রতি গতকাল শুক্রবার এ মেলা বসবে। মেলার আয়োজকরা জানান, প্রতি গতকাল শুক্রবার ফরিদপুরের বিভিন্ন মার্কেট বন্ধ থাকার কারণে যাতে ক্রেতা সাধারণ এখান থেকেই তাদের পণ্যটি সংগ্রহ করতে পারেন এজন্যই এই মেলার আয়োজন। এই মেলায় অনেক উদ্যোক্তা আগামী দিনে আরও ভালো করতে পারবেন বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে নতুন নতুন পণ্যের অর্ডার পাবেন এবং সেগুলো বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে পারবেন বলেও প্রত্যাশা করেন তারা।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ক্র্যাবের সভাপতি হলেন তমাল

মির্জা মেহেদী তমাল। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যুগান্তরের মাহবুব আলম লাবলু পেয়েছেন ৯৫ ভোট। এছাড়া দেশ রূপান্তরের সরোয়ার আলম পেয়েছেন ৪৯ ভোট এবং দৈনিক পূর্বকোণের আসাদুজ্জামান বিকু পেয়েছেন ১২ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে এম এম বাদশা ১৮১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম নুরুজ্জামান পেয়েছেন ১০৪ ভোট। সহ-সভাপতি পদে ১৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন উমর ফারুক আলহাদী। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিজানুর রহমান (মাসুম মিজান) পেয়েছেন ১২০ ভোট। যুগ্ম সম্পাদক পদে নিয়াজ আহমেদ লাবু ১৬৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল লতিফ রানা ১০২ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাজ্জাদ মাহমুদ খান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইফ বাবলু পেয়েছেন ৯৪ ভোট এবং খন্দকার হানিফ রাজা পেয়েছেন ২৯ ভোট। কল্যাণ সম্পাদক পদে ১৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মাহমুদুল হাসান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ কালিমউল্যাহ পেয়েছেন ১১৬ ভোট। কার্যনির্বাহী সদস্যের তিনটি পদে ২০৩ ভোট পেয়ে প্রথম হয়েছেন জিয়া খান, ১৮৭ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন ইমরান রহমান ও ৭৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন মোহাম্মদ জাকারিয়া। এছাড়া এবার দপ্তর সম্পাদক পদে ওয়াসিম সিদ্দিকী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নিহাল হাসনাইন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রকিবুল ইসলাম মানিক, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. জসীম উদ্দীন এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে হাবিবুল্লাহ মিজান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। নির্বাচনে মোট ভোটার ২৯৮ জন। এর মধ্যে ২৮৬ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

সুপারি পাচার নয়, গরু খুঁজতে গিয়ে

জিরো পয়েন্টের ক্ষেতখামারে কোনও মানুষ ছিল না। হঠাৎ গ্রামবাসী একসঙ্গে দুটি গুলির শব্দ শুনতে পান জিরো পয়েন্টের ছড়া এলাকা থেকে। সেখানে ছুটে যান গ্রামবাসী। তারা সাইদুলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান। বিএসএফের গুলিতে মারাত্মক আহত সাইদুলকে রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যান সাইদুলের আত্মীয় হানিফ মিয়া সেখানে। গ্রামসম্পর্কে হানিফ সাইদুলের ভাই হন। হানিফের পেছনে ছুটে যান গামারিতলা গ্রামের শিশু-কিশোর ও নারীরা। গ্রামবাসীকে আসতে দেখে বিএসএফ সদস্যরা একটি ফাঁকা গুলি করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হানিফ বলেন, গত বুধবার বিএসএফের তিন জন সদস্য সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ভাঙা অংশ দিয়ে গামারিতলা গ্রামের পাহাড়ি ছড়ায় একটি স্থানে একজন এবং অন্যস্থানে দুই জন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য অবস্থান করেন। সাইদুল যখন নিখোঁজ গরুর খোঁজ নিতে ছড়া এলাকায় যান তখন এক মদ্যপ সীমান্তরক্ষীর মুখোমুখি হন। সাইদুল বিএসএফকে জানায়, হারিয়ে যাওয়া গরুর খোঁজে সে ছড়ায় এসেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। একপর্যায়ে ছড়ার নিচে থাকা মদ্যপ বিএসএফ সদস্য ছড়ার উপরে তীরে থাকা সাইদুলকে পরপর দুটি গুলি করে। গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে সাইদুলকে উদ্ধার করতে ছড়ার পাড়ে যাই আমি। গিয়ে দেখি, গুলিবিদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বুলেটের আঘাতে তার বুক ও কোমর থেকে রক্ত মাটি গড়িয়ে ছড়ার পানিতে পড়ছে। রক্তাক্ত সাইদুল আমার কাছে পানি খেতে চায়। বেশ কয়েকবার পানি খাওয়ার কথা বলে। পরে তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। সংজ্ঞাহীন সাইদুলকে মৃত ভেবে গুলি করা বিএসএফ সদস্য দুই হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে ভারতে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন সাইদুলের দুই পা ধরে টেনে ধরে রাখি আমি। টানাহেঁচড়ার এক পর্যায়ে ছড়ায় লুকিয়ে থাকা আরও দুজন বিএসএফ সদস্য আসে সাইদুলকে ভারতে নিয়ে যেতে। তাদের সঙ্গে জোরাজুরি করে ছড়ার পাড় থেকে ক্ষেতের আইল দিয়ে টেনে সাইদুলকে গামারিতলা গ্রামের কাছে নিয়ে আসি। তখনও সাইদুলের শরীর থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। পরে গ্রামবাসী এগিয়ে এসে দ্রুত তাকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। হানিফ আরও জানান, এরপর গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিনের বেলায় উচ্চশক্তির ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে সীমান্ত এলাকার নজদারি করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্তকারী সীমারেখা র‍্যাডক্লিফ লাইনে সারি সারি লোহার খুঁটিতে কুড়ি স্তরে লাগানো আছে ধারালো কাঁটাতার। প্রায় আট থেকে দশ ফুট উঁচু এই বেড়ার পাশে রয়েছে বিএসএফের আলাদা টহল সড়ক। কাঁটাতারের বেড়ার শত গজের মধ্যে সড়কের পাশে রয়েছে বিএসএফের নজরদারি পোস্ট। আধুনিক অস্ত্র নিয়ে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে তারা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখভাল করতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারা গাড়িতে চড়ে সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম ও সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজদারি করছেন। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার সকালে সাহিদাবাদ নালিকাটা সীমান্তহাটে সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাকারিয়া কাদির এবং বিএসএফের ১৯৩ ব্যাটিলিয়নের অধিনায়ক শ্রী রাজিব কুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে বিজিবি এ হত্যাকাণ্ডের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বিচার দাবি করেন। উভয় পক্ষের আলোচনার পরে বিএসএফ অধিনায়ক জানান, সীমান্তে হত্যার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও পুলিশের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত শেষে গুলি করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

সংস্কার পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে

কোনো মানুষ, কোনো নাগরিক যেন আর মনে না করেন যে, তিনি বঞ্চিত। বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যেন মনে না করেন, তিনি মেইন স্ট্রিমের বাইরে আছেন। সেটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

একই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার হলেও বৌদ্ধদের জন্য ঢাকায় কোনো সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার সেটি করেছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে জানিয়ে খালিদ হোসেন বলেন, উত্তরার ১৬ নম্বর সেক্টরে বৌদ্ধ মহাবিহারের ২৩ কাঠা জমিতে নির্মিত হবে শেষকৃত্যের জন্য নির্ধারিত স্থান।

সিসা দূষণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির

ভারী ধাতু বিশেষ করে সিসা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ওপর বেশি গুরুতর প্রভাব ফেলে। এই ক্ষতি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। দুর্ভাগ্যবশত, শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিকাশের সময়সীমা কমে যায় এবং প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ (কার্ডিওভাসকুলার) দেখা দেয়, গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে তাদের অনাগত শিশুরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তবে সুস্পষ্ট আইন এবং বিশেষ করে বেসরকারি খাতের সঠিক ও কার্যকরী পদক্ষেপে এই দূষণ প্রতিরোধযোগ্য। এভাবে এই দূষণের ফলে ভুক্তভোগী নারী ও শিশুদের যে অতিরিক্ত খরচ ও ভোগান্তি হয়ে থাকে, পাশাপাশি সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যে বাড়তি খরচ হয়ে থাকে, সেটাও অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। ইউনিসেফ অংশীদারদের সঙ্গে একত্রে মিলে অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে প্রতিটি শিশু সিসা ও বিষাক্ত ধাতুমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে, খেলতে ও শিখতে পারবে। জানা গেছে, ইউনিসেফ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর, বি)র সঙ্গে মিলে খুলনা, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও সিলেট জেলায় ৯৮০ এবং ঢাকায় ৫০০ শিশুকে পরীক্ষা করে সবার রক্তে সিসার উপস্থিতি শনাক্ত করে। এসব নমুনার মধ্যে চার জেলায় ৪০ শতাংশ এবং ঢাকায় ৮০ শতাংশ নমুনায় প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি সিসা পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে যা বেশি। অবশ্য শিশুদের রক্তে কোনো মাত্রায় সিসার উপস্থিতিই নিরাপদ নয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সিসা ও ভারী ধাতুর দূষণ একটি নীরব ঘাতক, যা মোকাবিলায় প্রয়োজন জরুরি ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। সবার জন্য একটি সিসামুক্ত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে সিসা দূষণ রোধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সব অংশীজনের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সব অংশীজনকে এই কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই। বাংলাদেশে বিষাক্ত ধাতুর সংস্পর্শে আসার প্রধান উৎসগুলো চিহ্নিত করতে আমরা একত্রে একটি বিস্তৃত ও কার্যকরী কর্ম পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারবো। উল্লেখ্য, শিশুদের সিসার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানোর ও সিসামুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্য নিয়ে চালু হওয়া বৈশ্বিক উদ্যোগ 'পার্টনারশিপ ফর এ লেড-ফ্রি ফিউচার (পিএলএফ)' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে সিসা দূষণ রোধের মাধ্যমে শিশুদের ওপর সিসার বিষক্রিয়া নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পিএলএফের অংশীদার হিসেবে ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ সিসার সংস্পর্শে আসার উৎসসমূহ চিহ্নিত ও সিসা দূষণ প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুতির কথা জানান দিয়েছে। পাশাপাশি সুশীল সমাজের সংস্থা ও বেসরকারি খাতের দক্ষতা, সম্পদ ও সহযোগিতা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে।

মজুরির সমপরিমাণ বোনাস দাবি

বক্তারা আরও বলেন, পরিবার নিয়ে দুই বেলা দুমুঠো ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য ১৪-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মালিকরা শ্রম আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত কাজে দ্বিগুণ মজুরি দিচ্ছেন না। মালিকরা শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। প্রতি ঈদে এক মাসের মজুরির সমান দুটি উৎসব বোনাস দেওয়ার কথা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা করছে না। আবার শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয় না। এ সময় তারা তাদের ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো- বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ৮ ঘণ্টা কাজ ও অতিরিক্ত কাজের দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে; রমজানের ঈদে এক মাসের মজুরির সমপরিমাণ বোনাস দিতে হবে; বেআইনি ও অমানবিকভাবে আটকে রেখে চাঁদরাতে মজুরি পরিশোধের প্রথা বন্ধ করতে হবে; ৭ তারিখের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে হবে; কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, চাকরির নিশ্চয়তা, নারী শ্রমিকদের মজুরির বৈষম্য দূর করতে হবে এবং রাত্রকালীন অতিরিক্ত ডিউটির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টিফিন ও নাইট এলাউন্স দিতে হবে। ঢাকা পোশাক প্রস্তুতকারী মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ সুজনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও ছিলেনু আহ্বায়ক মাহবুব আলম হানিফ, সদস্য হেলাল হোসেন, মনির হোসেন, দুলাল প্রমুখ।

ফসল আবাদ বন্ধ, জলাবদ্ধতায়

কৃষি যন্ত্র নিয়ে হাওর পাড়ে এসে বসে থাকেন। কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। আক্কাস মিয়া বলেন, প্রায় ১৮ কেয়ার জমি এখনো পানির নিচে। এ বছর ফসল করতে না পারলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে। শুধু আক্কাস মিয়া নয়, সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক ও জামালগঞ্জের ২০ হাজার কৃষক জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ করতে পারেননি। এরমধ্যে জামালগঞ্জ উপজেলার পাগনার হাওরের ১৫ হাজার কৃষক তিন হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করতে না পারায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সেই সঙ্গে অনেক কৃষক ঋণ করে পানি নিষ্কাশনের জন্য মেশিন লাগিয়েও কাজ হচ্ছে না।

পাগনার হাওরের কৃষক তরিকুল ইসলাম বলেন, বোরো ধান ঘরে তুলতে পারলেই আমাদের বছরের খোরাক হয়। কিন্তু এই বছর এখনো হাওরে জলাবদ্ধতা হয়ে পানি আটকে আছে। তবে নদীখনন যদি সঠিকভাবে করা হতো তাহলে এই সমস্যা পড়তে হতো না। পাগনার হাওরের কৃষক সামসু উদ্দিন বলেন, এই বছর ধান না করতে পারলে বিপদে পড়ে যাবো। হাওর গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও কাজের সন্ধানে যেতে হবে। তবে সঠিকভাবে যদি কানাই নদী খনন করা হতো তাহলে আমাদের এই ভোগান্তিতে পড়তে হতো না। পাগনার হাওরের কৃষক হাসান আলী বলেন, ৪ কোটি টাকা আসছিল কানাই নদী খননের জন্য। কিন্তু দায়িত্বে থাকা সবাই নদী খনন না করে এই টাকা লুটে খেয়েছে। যার জন্য আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছে। সঠিকভাবে নদী খনন হলে আজকে হাওরে জলাবদ্ধতা থাকতো না। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিমল চন্দ্র সোম বলেন, হাওরের জলাবদ্ধতা নিরসনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি কৃষকরা বোরো ধান রোপণ করতে পারবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আবারও কানাইখালী নদী খননের জন্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চলতি বছর সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ কৃষক দুই লাখ ২৩ হাজার ৪১০ হেক্টর জমিতে বোর চাষাবাদ করেছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর ৯ লাখ ১৮ হাজার টন চাল উৎপাদিত হবে। যার বাজার মূল্য সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা।

রিজার্ভ বাড়ানোর সময়েই তহবিল

শাসনামলে চীন, ভারত এবং এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (এআইআইবি) তহবিল প্রদানে রয়েছে ধীরগতি। তাদের কেউই একটি পয়সারও প্রতিশ্রুতি দেয়নি এবং তাদের মধ্যে একটি দেশ চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) প্রথম চার মাসে অতি সামান্য পরিমাণ তহবিল ছাড় করেছে। তহবিল ছাড়ে অনীহার কারণে ইতোমধ্যে এক ডজনের বেশি চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব পড়েছে। সূত্র জানায়, বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগীদের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় দ্বিপক্ষীয় দাতা জাপান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। প্রধান দ্বিপক্ষীয় দাতা সংস্থা চীন, ভারত এবং চীনের নেতৃত্বাধীন এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল তখন প্রধান বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থাগুলো বর্তমান সরকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখছে। চীন ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে, তবে ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে এখন দৃশ্যমান নয়। সরকারের পক্ষ থেকে চীন, ভারত এবং এআইআইবির কাছ থেকে ২২৪ কোটি ডলার মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি ঋণ এবং অনুদান ছাড় করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ইআরডি চলতি অর্থবছরে ১০৮২ কোটি ডলারের ঋণ এবং সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এশিয়ার দাতা এবং ঋণদাতারা ৫১ কোটি ডলার মাসে কোনো তহবিল নিশ্চিত করেনি। তবে চলতি অর্থবছরের দ্বিতায়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন) সময়ে প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের (চীন, ভারত এবং এআইআইবি) কাছ থেকে বড় ধরনের অনুদানই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, গত চার-পাঁচ মাসে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বহুপক্ষীয় ঋণদাতারা (বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সবচেয়ে বড় দ্বিপক্ষীয় দাতা জাপান) বড় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বিশ্বব্যাংক ইতোমধ্যে ১৭ কোটি ৮১ লাখ ডলার, এডিবি ২৬ কোটি ৬১ লাখ, জাপান ২৬ কোটি ৬৩ লাখ ডলার এবং রাশিয়া ১৯ কোটি ৪৫ লাখ ডলার ঋণ এবং সহায়তা ছাড় করেছে। জুলাই-অক্টোবর সময়ে বাংলাদেশের সব বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী এবং ঋণদাতারা ১২০ কোটি ডলারের মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি ঋণ এবং অনুদান ছাড় করেছে। তাছাড়া রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন এবং সেতু এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বরাদ্দ করা কিছু তহবিল পাওয়ার কথা জানিয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত, চীন এবং এআইআইবির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে, যাতে তারা বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ সহায়তায় এগিয়ে আসে। সাম্প্রতিক সময়ে তার ফলাফলও পাওয়া যাচ্ছে।

রাজশাহীতে অ্যালকোহল পানে ৪

গ্রামের মো. ফিরোজ (২৬), দুর্গাপুর মোল্লাপাড়া গ্রামের মো. পিন্টু (২৫) ও দুর্গাপুর বা পাড়া গ্রামের মো. মোনায়েম (২৫)। গতকাল শুক্রবার মোহনপুর থানার ওসি আবদুল হান্নান জানান, মোহনপুরের কয়েকজন গত মঙ্গলবার রাতে অ্যালকোহল পান করেন। এরপর একে একে তারা অসুস্থ হন এবং মারা যান। চারজনকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ বিষয়ে মোস্তাজ আলীর ছেলে বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়েছে।

প্রবাসীদের আলাদা এনআইডি

গাইডলাইনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মকর্তারা এতে বিদেশে দূতাবাসগুলোতে এনআইডির জন্য লোকবল নিয়োগ, সেবা চার্জ নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। গাইডলাইনের বিষয়ে ইসির এনআইডি শাখার মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর বলেন, প্রবাসীদের ব্যাপারটা একটা আলাদা বিষয়। এজন্য আমার মনে হয় এটা বিবেচনা করার দাবি রাখে। কি হবে সেটা নির্ভর করবে উনাদের (সেবাগ্রহীতা) চাহিদাটা কি রকম তার ওপর এবং সমস্যাগুলো কোথায় সেগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে। অ্যাড্রেস করে কমিশনের সিদ্ধান্তসহ সবকিছু মিলিয়ে এটা করা হবে। তবে এখন চূড়ান্ত কিছু বলবো না। আমি মনে করি, এটা বিবেচনা করা উচিত। জানা গেছে, বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, কুয়েত, কাতার, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ায় 'স্মার্টকার্ড বিতরণ উদ্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ওমান, বাহরাইন, জর্দান, সিঙ্গাপুর, লেবানন, লিবিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বীপে এনআইডি কার্যক্রম হাতে নেওয়ার কথা রয়েছে। এরপর অন্যান্য দেশেও হাতে নেওয়া হবে এই কার্যক্রম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা পেয়ে কেএম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগটি হাতে নেয়। এরপর ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি। এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীদের মাঝে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে একই বছর ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরপর সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপে থাকা বাংলাদেশিদের জন্যও এ সুযোগ চালু করা হয়। সে সময় অনলাইনে আবেদনের নিয়ে সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপজেলা থেকে যাচাই করে সত্যতা পেলে সংশ্লিষ্ট দেশে দূতাবাস থেকে এনআইডি সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল। এরপর করোনা মহামারির কারণে থমকে যায় দূতাবাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা। পরবর্তীতে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কার্যক্রমকে ফের উজ্জীবিত করেন। এক্ষেত্রে আগের আবেদনগুলো পাশ কাটিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন তারা। বর্তমানে সেভাবেই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৪

হাইওয়ে থানা-পুলিশের সদস্যরা রেকার এনে উল্টো পথে যাওয়া কাভার্ডভ্যান এবং গিয়ার ফেঁসে বিকল হওয়া বাসটি দুই লেন থেকে এক লেনে আনেন। তারা ঘুমিয়ে পড়া যানবাহনের চালকদের জাগিয়ে তোলেন। সকাল আটটার পর থেকে ঢাকাগামী ও চট্টগ্রামগামী মহাসড়কের চার লেনের পরিবর্তে দুই লেনে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। তবে ১৪ কিলোমিটার এলাকায় বেলা ১১টার দিকেও যানজট অব্যাহত ছিল। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফয়সাল গণমাধ্যমকে বলেন, রেকার এনে মহাসড়কের চার লেনের মধ্যে দুই লেনে যানবাহন চলাচল চালু করা হয়েছে। দুপুরের আগেই দুর্ঘটনাকবলিত ও বিকল যানবাহন দুটি অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কুয়েতে ৮০ বাংলাদেশি শ্রমিকের

হবে। পাশাপাশি, এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যেন তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যাতে তারা রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে ভিসার মূল্য ফেরত নিতে পারেন।" তিনি আরো বলেন, "ক্লিনকো কোম্পানির শ্রমিকরা যেদিন দাবিগুলো নিয়ে দূতাবাসে আসেন, সেদিন ওই কোম্পানির নিয়োগকর্তা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের দাবিগুলো তুলে ধরি। যদিও শুরুর দিকে সেগুলো মানার ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহ ছিল, পরে তারা মেনে নেন।" আবুল হোসেন বলেন, "সমস্যা সমাধানের পর স্বাভাবতই শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু, সেদিনই ওই শ্রমিকরা স্থানীয় পাবলিক অথরিটি ফর ম্যানপাওয়ার অফিসে গিয়ে একই অভিযোগ করেন। ফলে, এখন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।" দূতাবাস নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার পরও কেন শ্রমিকরা পাবলিক অথরিটি ফর ম্যানপাওয়ার অফিসে গেলেন, সে প্রশ্ন তুলেছেন দূতাবাস কর্মকর্তা আবুল হোসেন। এদিকে, ক্লিনকো কোম্পানির বাংলাদেশি শ্রমিকরা ৭ জানুয়ারি এ প্রতিবেদককে তাদের নানা সমস্যার কথা জানান। পরে ৯ জানুয়ারি কয়েকজন শ্রমিক জানান যে, শ্রমিকদের স্বার্থে দূতাবাসের নেওয়া সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। পরবর্তী সময়ে পাবলিক অথরিটি ফর ম্যানপাওয়ার অফিসে গিয়ে অভিযোগ করা ঠিক হয়নি। তারা জানান, ৯ জানুয়ারি সকালে ফের কোম্পানির নিয়োগকর্তা শ্রমিকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যেন ১০ জানুয়ারি দুপুরের দিকে প্রস্তুত থাকেন। কারণ, তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এয়ার টিকেট নেওয়া হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ফের কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার শ্রম আবুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে জানানো হয়। দূতাবাসের এ কর্মকর্তা বলেন, "দূতাবাস তার দায়িত্বের জায়গা থেকে প্রবাসীদের প্রকৃত সেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীদের প্রত্যাশা অনেক। সব সময় হয়ত প্রত্যাশা শতভাগ পূরণ করা সম্ভব হয় না।"তিনি বলেন, "ক্লিনকো কোম্পানির ব্যাপারে শুরু থেকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্র ও শনিবার অফিস বন্ধ। রোববারে শ্রমিকদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"কুয়েত বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ধ ছিল। বর্তমানে লামা করে অর্থাৎ বিশেষ অনুমোদন নিয়ে ভিসা পেতে হয়। ফলে, বাংলাদেশি ভিসা ব্যবসায়ীরা চড়া মূল্যে ভিসা বিক্রি করছেন এবং যারা কুয়েতে আসছেন, তাদের খরচ হচ্ছে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা। ক্লিনকো কোম্পানির বাংলাদেশি শ্রমিকরা জানিয়েছেন, বেদু ফিরোজ নামে একজন কুয়েত প্রবাসীর কাছ থেকে তারা ভিসা নিয়ে কুয়েতে এসেছেন। প্রতিটি ভিসার দাম নেওয়া হয়েছে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা। কিছুদিন আগে কথিত বেদু ফিরোজকে ভিসা জালিয়াতি ও অর্থপাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কুয়েত প্রশাসন। পরে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে

গবেষণার সূত্র মতে ভেজাল খাদ্যের কারণে প্রতি বছর দেশে কমপক্ষে ৩ লাখ মানুষ ক্যান্সারে, ২ লাখ মানুষ কিডনি রোগে এবং দেড় লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও ১৫ লাখ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) গঠন করা হয়। দেশের আইনে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মেশানোর দায়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। বিএসটিআই'র এক কর্মকর্তা বলেন, 'মান সংস্থার অনুমতি ছাড়া অনেকেই নিম্নমানের ও নকল খাদ্যপণ্য তৈরি করছে। নিয়মিত অভিযানে তা ধরা পড়ছে। খাদ্যপণ্যে নকল ও ভেজাল রোধে বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'অবৈধ এসব ব্যবসা বন্ধে বিএসটিআইর ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলছে। পাশাপাশি নিয়মিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও মামলা হচ্ছে।' সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, প্রতিরোধে ভোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। ভোক্তারা অভিযোগ করলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার আরো সুযোগ তৈরি হবে। জনগণ সচেতন না হলে নকল পণ্য বন্ধ করা কঠিন। সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলেই এ কাজ ত্বরান্বিত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রসাধনী সামগ্রী, ওষুধ ও তামাকজাতসহ নকল পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। নকল প্রতিরোধে এর উৎসে যেতে হবে। উৎসে গিয়ে বন্ধ করলে এ ধরণের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা সম্ভব।

থানা থেকে পালানো ওসিকে গ্রেপ্তারে

সবগুলো ইউনিট কাজ করছে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে। আশা করি, আমরা খুব দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবো। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় গত ২ সেপ্টেম্বর শাহ আলমের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় বুধবার গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। গত বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছিল। এমন সময় তিনি কৌশলে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলা কারণে একজন এএসআইকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি ছিলেন শাহ আলম। গত বছরের ১ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় যোগদান করেছিলেন তিনি।

মাইনাস-টু ফর্মুলার আশা কখনো

দলটির অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহু আতিকুর রহমান, সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন বিবি, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা হুমায়ুন কবীর, রানা চৌধুরী, শাহিন আব্দুল্লাহ, কাউসার আলম প্রমুখ।

এবার একুশে বইমেলায় প্যাভিলিয়ন

পেতে নালন্দা আর পার্ল পাবলিকেশন্সকে দেওয়া হয়েছে ৪ ইউনিট করে, চারুলিপি প্রকাশন, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, বিশ্ব সাহিত্য ভবন ও শব্দশৈলীকে দেওয়া হয়েছে ৩ ইউনিট করে। বাদ দেওয়া হয়েছে জার্নিম্যান বুকসকে। তাদের এ বছর স্টলও বরাদ্দ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্যাভিলিয়নের মাপ কমানো ও বরাদ্দ বাতিলের বিষয়ে জানতে চাইলে আগামী প্রকাশনী সত্ত্বাধিকারী ওসমান গনি বলেন, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও হতাশার। যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা একটা নব্য ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়। বাংলা একাডেমি এমন সিদ্ধান্তকে কখনোই সমর্থন করা উচিৎ না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাংলা একাডেমির এখনও সুযোগ রয়েছে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টানোর। যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা চায় বইমেলার ক্ষতি হোক। কারণ তাদের তাতে কোনও লোকসান নেই। কারণ তাদের কোনও বই নেই। এ বছর বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতির কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি জানিয়ে এই প্রকাশক বলেন, প্রতি বছর সমিতির চারজন প্রতিনিধি বইমেলা পরিচালনা কমিটিতে থাকে। কিন্তু এ বছর যে সংগঠনগুলোর সাত জন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে এগুলো সব ভুঁইফোড় সংগঠন। তারা গিয়ে দাবি জানিয়েছে আর তাদেরকে প্রতিনিধি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুই-তিন জন টাকা খেয়ে এসব করছে। তিনি আরও বলেন, আর তারা যেই অনৈতিক সুবিধার কথা বলছেড় সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্যক্তি বিচার না করে তার প্রকাশিত বইয়ের মান বিচার করা উচিৎ। আমি ৪৫ বছর ধরে প্রকাশনা করে আসছি। আমার বইয়ের মান আর তাদের বইয়ের মান দেখুন। এ বিষয়ে বইমেলা-২০২৫ এর সদস্য সচিব সরকার আমিন বলেন, আমাদের বইমেলা পরিচালনা কমিটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতরের প্রধান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নীতি নির্ধারক ও প্রকাশক প্রতিনিধিসহ ৩১ সদস্য নিয়ে গঠিত। সেই কমিটির সভায় সবার মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কমেছে সবজির দাম, চাল-মুরগি

তেলাপিয়া ২০০ টাকা, ছোট রুই ২৫০ টাকা, ৪ থেকে ৫ কেজি ওজনের রুই ৪৫০ টাকা, টেংরা ৬৫০ টাকা, চাষের শিং ৪৫০ টাকা, পাঙাশ আকারভেদে ১৮০-২০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগের মতোই চড়া চালের বাজার। প্রতি কেজি নাজিরশাইল ৮০-৯০ টাকা, মানভেদে মিনিকেট ৮৫-৯০ টাকা, বিআর-২৮ চাল ৬০-৬৫ টাকায়, মোটা চাল (গুটিস্বর্ণা) ৫৫-৫৮ টাকা, পুরোনো আটাশ ৬৫ টাকা, পাইজাম ৬০ টাকা, কাটারিভোগ ৮৫ টাকা, বাসমতী ৯৪-৯৮ টাকা, পোলাওয়ের চাল ১২০ থেকে ১২৫ টাকা ও আমন ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মিরপুর ১১ নম্বর কাঁচাবাজারের চাল ব্যবসায়ী হামিদুল্লাহ বলেন, বাজারভেদে চালের দাম ৫-৬ টাকা কমবেশি হয়। এর কারণ সরবরাহ ও মজুত। কারও কাছে পুরোনো চাল থাকলে সে আগের দামে বিক্রি করতে পারে।

তবে চালের দামের ঊর্ধ্বগতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা। জুবায়ের নামে একজন ক্রেতা বলেন, ৭০ টাকার নিচে ভালো কোনো চাল নেই। ভরা মৌসুমে চালের এতদাম হলে অন্যসময় কী হবে? নুরুন নাহার নামে আরেক ক্রেতা বলেন, এখন যে পরিস্থিতি আগামী রমজানে তো মনে হয় চালের দাম ১০০ টাকা ছাড়াবে। চালের বাজারে কঠোর মনিটরিং প্রয়োজন।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : হলের সিট বণ্টনকে কেন্দ্র করে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সাকিব ও মুন্নাকে আহতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সে করে রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাংবাদিক সোহেব আকতার সাকিব এ বিষয়টার মীমাংসা করতে গেলে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থীরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হন ও হামলা করে। হামলাকারীরা হলেন- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন বিভাগের সাইদ, সবুজ, শুভ, পলাশ, রানা। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেরোবির বঙ্গবন্ধু হলে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী শরিফুলের সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থীর মধ্যে সিট পুনর্বণ্টন নিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে এক পর্যায়ে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী সাকিব গুরুতর আহত হন। তাকে সহপাঠীরা উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্বুলেন্সে করে রমেক হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ও ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয়পক্ষ লাঠি ও ইটপাটকেল একে অপরের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের ভেতরে অবস্থান নেন। অন্যদিকে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকের বাইরে অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষ চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংঘর্ষে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান বলেন, এসব ঘটনা আসলে পরিকল্পিতভাবে ঘটাচ্ছে স্বৈরাচারীর দোসরা। স্বৈরাচার তো পালিয়ে গেছে কিন্তু তার প্রেতাত্মারা এখনও রয়ে গেছে। তারা পরিকল্পিতভাবে বিশেষ করে বন্ধের দিনে শুক্র ও শনিবারে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেন। নয়তো হলের শিট বণ্টনকে কেন্দ্র করে ঘটনাটা এতদূর যেত না। আজ আমাদের প্রক্টোরিয়াল বডির ওপরও হামলা করা হয়েছে। একবার শুরুর দিকে প্রধান ফটকের সামনে এবং দ্বিতীয়বার যখন আমরা শিক্ষার্থীদের বের করে দেই প্রথম গেট দিয়ে তখন আমাদের ওপর হামলা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আজিজ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে দুপক্ষই অনড় অবস্থান নেওয়ায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বসতঘর থেকে কলেজ শিক্ষকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনার পৌর শহরের বড় বাজার এলাকার নিজ বসতঘর থেকে দিলীপ কুমার সাহা (৬৮) নামে এক কলেজশিক্ষকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের বড়বাজার এলাকার নিজ বাসভবন থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি পৌর সদরের আবু আব্বাছ ডিগ্রি কলেজের সাবেক প্রভাষক ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্ত্রী ঢাকায় আত্মীয়ের বাসায় চলে যাওয়ায় গত কয়েকদিন ধরে তিনি বাসায় একা থাকতেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে স্ত্রী বাসায় এসে দরজা তালা দেখতে পায়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে খাটের নিচে তার রক্তাক্ত লাশ দেখতে পায়। পরে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নেত্রকোনা মডেল থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ জানান, তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্তের পর আসল ঘটনা জানা যাবে।

চট্টগ্রামে গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে গলায় ফাঁস দিয়ে বৈশাখী খাতুন (২৪) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কালীপুর ইউনিয়নের ভাসানীর দোকান নেজামের ভাড়া বাসা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বৈশাখী দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী এবং এক সন্তানের জননী। মোশাররফ ইনসেপ্টা ওষুধ কোম্পানির এমআর হিসেবে বাঁশখালীতে কর্মরত। জানা যায়, ৫-৬ বছর আগে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়। গুণাগরীতে একটি ভাড়া বাসায় তারা বসবাস করতেন। ঘটনার সময় মোশাররফ হোসেন তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভায় চট্টগ্রাম শহরে এসেছিলেন। ভাড়াটিয়ারা জানান, সকালে দরজার বাইরে তিন বছরের ছেলেকে কান্নাকাটি করতে দেখে দরজার সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। দরজায় ধাক্কা দিলে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় তাকে। বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বৈশাখী খাতুনের মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মন্দিরে চুরি দেখে ফেলায় হত্যা, মূল আসামি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের বহুল আলোচিত কাশিমপুর মহাশ্মশানে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ কুমার দাস (৫৮) হত্যাকাণ্ড ও চুরি ঘটনার রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী মো. সবুজ হোসেনকে (২৪) গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ওই মহাশ্মশানের পাশে লেবু বাগান থেকে লেবু চুরি করতে আসে সবুজ ও তার সহযোগীরা। ওইদিন বিকেলে মহাশ্মশানে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংগৃহীত টাকা মহাশ্মশানের ভাণ্ডারে থাকতে পারে ধারণা থেকে তারা ভাণ্ডার কক্ষে চুরির উদ্দেশে হানা দেয়। এসময় তারা কালী মন্দিরের তালা ভেঙে বিভিন্ন বাসনপত্র চুরি করতে গেলে তা দেখে ফেলেছেন সন্দেহে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তরুণের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দেয়। পরে রাতের কোনো এক সময়ে তরুণ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় নিহত তরুণ দাসের ছেলে তপু দাস সদর থানায় মামলা দায়ের করলে হত্যার রহস্য অনুসন্ধানে নামে পুলিশ। অবশেষে গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে হত্যার মূল আসামি মো. সবুজ হোসেনকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খুব শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে আসামিকে নিয়ে শশ্মান চত্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন এসব তথ্য জানান। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. শরিফুল ইসলাম, নাটোর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদা শারমিন নেলী এবং সদর থানার ওসি মোঃ মাহবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। নিহত তরুণ দাস নাটোর শহরের আলাইপুর এলাকার মৃত কালিপদ দাসের ছেলে। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ওই শশ্মানে রাতে থাকতেন এবং ভবঘুরে হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জড়িত গ্রেপ্তার আসামি মো. সবুজ হোসেন শহরের বড়হরিশপুর এলাকার মো. রমজান আলীর ছেলে। পুলিশ সুপার জানান, অভিযুক্ত সবুজ একজন মাদকসেবী। তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ২০ ডিসেম্বর রাতে চুরি করতে এসে এ হতাকাণ্ড ঘটায়। পরের দিন ২১ ডিসেম্বর সকালে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে তপু কুমার দাস সদর থানায় একটি এজাহার দায়ের করলে পুলিশ মামলা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত একাধিক টিম এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে নামেন। অন্যদিকে সবুজসহ তার সহযোগীরা নাটোর থেকে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেন। আর সবুজ বিদেশ গমনের উদ্দেশে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টায় ছিলো। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সবুজের সঙ্গে থাকা অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। খুব শিগগিরই তারা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবে। নাটোর সদর থানার ওসি মো. মাহাবুর রহমান জানান, পুলিশ সুপারের নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা পুলিশসহ রাজশাহী থেকে সিআইডি এবং ক্রাইমসিন ইউনিট কাজ করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়া সবুজ জিজ্ঞাসাবাদে এ হত্যাকাণ্ডেন দায় স্বীকার করে পুলিশকে তথ্য দিয়েছেন। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

নোয়াখালীতে মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে যুবদল নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় কর্মী সমাবেশ উপলক্ষে করা মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে মারা গেছেন যুবদল নেতা ফারুক (৩৫)। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার সোনাদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে উপজেলার সোনাদিয়া ইউনিয়নের চরচেঙ্গা বাজারে যুবদলের কর্মী সমাবেশের মিছিলে এ ঘটনা ঘটে। মো. ওমর ফারুক সোনাদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শফিউল্লাহ মিয়ার ছেলে। তিনি একই ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। হাতিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোজাম্মেল হোসেন বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার চরচেঙ্গা বাজারে যুবদল কর্মী সমাবেশের আয়োজন করে। ওই সমাবেশে যুবদল নেতা ফারুক নেতৃত্ব দিয়ে স্থানীয় বাংলা বাজার থেকে মিছিল নিয়ে সভাস্থলে আসেন। মিছিল চলা অবস্থায় হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তার নাক ও মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়। পরে তাকে হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক জানান যে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে দুই ছেলেসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি। তার মৃত্যুতে নোয়াখালী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান শোক জানিয়েছেন। তিনি যুবদল নেতা ফারুকের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। হাতিয়া থানার ওসি একে এম আজমল হুদা বলেন, বিষয়টি শুনেছি। মিছিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থানায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফন করা হয়েছে।

পাবনায় মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবলীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাকশী ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর আহমেদ রুবেল বিশ্বাসের (৪৩) মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কে উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নে ডিগ্রি কলেজের পাশে হোটেল ব্লু-ক্যাসেলের সামনে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। পরে রাত ২টায় ঈশ্বরদী রুপসী বাংলা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত যুবলীগ নেতা ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের বাঘইল সরদার পাড়ার মাইন উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। তিনি ঈশ্বরদী রেলগেটস্থ রুপসী বাংলা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শিমুল বিশ্বাসের ভাই। শিমুল বিশ্বাস জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে মোটরসাইকেলে করে ঈশ্বরদী থেকে বাড়ি ফিরছিলেন রুবেল। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রুবেল ও অপর মোটরসাইকেলের দুই আরোহীসহ চারজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে রুবেলকে রূপসী বাংলা ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২টার দিকে রুবেল মারা যান। শিমুল অভিযোগ করে জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত রুবেলকে ভর্তি করার পর তাকে ভুল চিকিৎসা দেওয়া হয়। যার কারণে রুবেলের শারীরিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে। রুবেলের মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করেন তিনি।

পঞ্চগড় সীমান্তে ডলার-ইউয়ান-রুপিসহ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড় সদর উপজেলার সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ফাইম সাইদ আহমেদ (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি। এসময় তার কাছে থাকা ব্যাগে আমেরিকান ডলার, চীনা ইউয়ান, ভারতীয় রুপিসহ প্রায় ৫০ হাজার মুদ্রা ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন পঞ্চগড়-১৮ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মেজর রিয়াদ মোর্শেদ। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাটালিয়নের মীরগড় বিজিবি ক্যাম্পের আওতাধীন সদর উপজেলার আমতলী এলাকা থেকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মেইন পিলার ৪২২ এর ১০ নম্বর সাব পিলার এলাকা থেকে ১০০ গজ বাংলাদেশের ভেতর থেকে তাকে আটক করে বিজিবি।

সম্পাদকীয়

প্রাণীদের উপর নিষ্ঠুর আচরন বন্ধ করতে হবে

আমরা জানি, মানুষ ছাড়াও এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এইসব প্রাণীর চেতনা থাকলেও বোধশক্তি বা ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা বেশির ভাগেরই নেই। এদের আমরা মানবেতর প্রাণী বলে থাকি। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এ সমস্ত প্রাণীদের ব্যবহার করে বা তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আচরণ করে থাকে যা আসলেই কাম্য নয়। কারণ প্রাণীদেরও অধিকার আছে, মূল্য আছে যেভাবে অন্য সত্তার অধিকার এবং মূল্য রয়েছে। এই অধিকার হলো এক প্রকার দাবি, যে দাবিতে তারা ক্ষতিগ্রস্থহীনভাবে বাঁচার প্রত্যাশা করতে পারে। গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখে জানা গেছে, পর্যটন নগরী রাঙ্গামাটির একমাত্র চিড়িয়াখানার বেহাল দশা। অযত্ন আর অবহেলায় ছাপ সব জায়গায়। এরই মধ্যে মারা গেছে বেশ কয়েকটি প্রাণী। ২০০৬ সালে রাঙ্গামাটি শহরের রাঙ্গাপানি পুলিশ লাইনের পাশে ৩০ একর জায়গার উপর গড়ে তোলা হয় এই চিড়িয়াখানা। প্রতিষ্ঠার পর এখানে রাখা হয় ভাল্লুক, হরিণ, ময়ূর, বানর, অজগরসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই কর্মচারীর অভাবে অযত্ন অবহেলার শিকার হতে থাকে পশু পাখিগুলো। অর্ধহারে-অনাহারে মারা যায় অনেক প্রাণী। এছাড়া, চিড়িয়াখানার বেশিরভাগ কক্ষের মেঝেই স্যাঁতসেঁতে, ভাঙাচোরা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গোটা এলাকায়। আর প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় কমছে দর্শনার্থীও। প্রতিটি প্রাণিরই বেহাল দশা। স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য নেই কারও। যা খাবার পায়, তাতে অর্ধেক পেটও ভরে না। দেখভালে কেউ না থাকায় প্রাণীগুলো কোনোমতে টিকে থাকাই দায়। প্রাণীদের দেওয়া খাবার এতটাই অল্প যে খাঁচায় উঁকি দিয়ে কোথাও উচ্ছিষ্ট কিছু দেখা গেল না। এমনিতেই অবহেলিত ছিল রাঙামাটির মিনি চিড়িয়াখানাটি। কিন্তু জুলাই আন্দোলনের সময় থেকে তার অবস্থা আরও বেহাল। প্রাণীদের খাবারের বরাদ্দও বন্ধ হয়ে গেছে। মিলছে না পর্যাপ্ত পানিও। রাঙামাটি জেলা পরিষদের অধীন ২০০২ সালে শহরের সুখী নীলগঞ্জ এলাকায় এ মিনি চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাম দেওয়া হয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেন ও মিনি চিড়িয়াখানা। তবে এই চিড়িয়াখানায় জন্য বন্য প্রাণী বিভাগের কোনো অনুমতি ছিল না। তারপরও কিছু প্রাণী থাকায় চিড়িয়াখানাটি রাঙামাটিবাসীর বিনোদনের একটি উপলক্ষ হয়েছিল। কিন্তু এখন অব্যবস্থাপনার কারণে দিন দিন প্রাণীর সংখ্যা কমেছে এখানে। বর্তমানে এখানকার সম্বল একটি মাত্র ভালুক, একটি হরিণ, চারটি বানর, দুটি শজারু, পাঁচটি বন মোরগ ও ছয়টি কচ্ছপ। বিনোদনের নামে এভাবে কিছু প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না। প্রাণীগুলোকে অন্য চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিয়ে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হোক। তাতে অন্তত প্রাণীগুলো প্রাণে বাঁচবে। আর তা না হলে প্রাণীগুলোকে সুস্থ সবল রাখতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হোক এটাই কাম্য।

সেতু আছে সংযোগ সড়ক নেই! জনভোগান্তি রোধে দ্রুত উদ্যোগী হউন

বাংলাদেশ সাধারণত নদীমাতৃক দেশ। ফলে সড়ক যোগাযোগে একটি সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে কিছু ক্ষেত্রে নদী 'মেরে ফেলার' জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে সেতুকেই। সেখানে অবশ্যই যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ও অনিয়মের ঘাটতির বিষয়টিও লক্ষণীয়। বাস্তবতায় দেখা যায় একটি সেতু পাল্টে দিতে পারে একটি লোকালয়ের পুরো জনজীবন। যখন প্রশ্ন উঠে সেতু থাকা স্বত্বেও নেই কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন বিষয়টি কেমন দাঁড়ায়? নিশ্চয় অবাক করার মত কথা হলেও বাস্তবতায় তাই বলছে। সম্প্রতি এমনি একটি অভিযোগ উঠেছে দৈনিক পত্রপত্রিকার পাতায়। পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌর এলাকায় ১৬ বছর ধরে একটি সেতু আছে, নেই সংযোগ সড়ক। এতে সেতুটি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় পাঁচ গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পাশাপাশি দুটি জোড়া ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বিলের উভয় পারের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের চেষ্টায় বাঁশের সাঁকো তৈরি করতে হয়। প্রায় ১৬ বছর আগে উল্লাপাড়া পৌর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নেওয়ারগাছা গ্রামের প্রায় ৫০০ মিটার চওড়া একটি বিলের মাঝখানে পাশাপাশি পাঁচ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি সেতু নির্মাণ করে উল্লাপাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ। একটির ওপর ছাদ বসেছে, অপরটিতে বসেনি। সংযোগ সড়ক নির্মাণ না করায় বিলের দুই পারের পূর্ব পারে নতুন নেওয়ারগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পশ্চিম পারে জহুরা মহিউদ্দিন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে হেঁটে যাওয়া-আসা করে। এছাড়া বিলের পূর্বপারে আল নূর মসজিদ হওয়ায় বিলের পশ্চিমপারের মুসল্লিদের বর্ষা মৌসুমে পারাপারে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ দুর্ভোগ লাঘবের জন্য গ্রামবাসী নিজ অর্থায়নে বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরি করে পারাপার করছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রথম শ্রেণির এ পৌরসভার অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়কটি নির্মাণে অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউ কথা রাখেননি। উল্লাপাড়া পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সাফিউল করিম জানান, সেতুর দুই পাশে শিগগির মাটি ফেলানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীকে আমরা সাধুবাদ জানাই, বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। এখন শিগগিরই সেতুর যথাযথ কাজ সম্পূর্ণ করার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে জরুরি উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করছি। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রকে মাথায় রেখে দ্রুত এ সেতুগুলোতে সংযোগ সড়কের ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা আশা করব, দ্রুত এই বিষয়ে স্বস্তি পাবে ৪০ হাজার ভুক্তভোগী মানুষ, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

থামেনি মাদকের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর হতে হবে

মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে যারা একবার জড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সমাজে কৌতূহল, পারিবারিক অশান্তি, বেকারত্ব, প্রেমে ব্যর্থতা, বন্ধুদের প্ররোচনা, অসৎ সঙ্গ, হতাশা ও আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবে মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। মাদকাসক্তরা পরিবার ও সমাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্ন হলো যদি মাদক দেশে না থাকত তাহলে কী এই মানুষ গুলো এমন ধরণ নেশাতে জড়াতে পারত? নিশ্চয় পারত না। তাহলে আমাদের কী এটি নির্মূল করা উচিত নয়? আমাদের দেশে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জারি করলেও এর কোনো কার্যকারিতা আমরা দেখতে পায় না। বরং হরহামেশাই মাদকের আধিপত্য চলতেই থাকে। এর দায়ভার আসলে কার? নিশ্চয় এর দায়ভার ক্ষমতাসীন সরকারেরই। সম্প্রতি পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ভারত ও মিয়ানমার থেকে মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এ পর্যন্ত ২৫ ধরনের মাদক শনাক্ত হয়েছে। ৮৮ শতাংশ মাদক আসছে ভারত থেকে, মিয়ানমার থেকে ৮ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ আসছে অন্যান্য দেশ থেকে। মাদকের প্রবেশপথ হিসেবে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ৩২টি জেলাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে সর্বশেষ গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। প্রতিবেদনের ছয়টি বিভাগের ৩২টি জেলার ৯৬ থানার ৩৮৫টি মাদক স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ইউএনওডিসি) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে যত মাদক ঢুকছে, এর মাত্র ১০ শতাংশ ধরা পড়ে; যা রীতি মতো হতাশ করার মতো তথ্য। যে দেশে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জারি করা আছে, সেই দেশে মাত্র ১০ শতাংশ মাদকে জড়িত ধরা পড়ছে। সরকারিভাবে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও বেসরকারি হিসাবে দেশে ১ কোটিরও বেশি মাদকাসক্ত রয়েছে। বছরে মাদকের পেছনে খরচ হয় আনুমানিক ৬০ হাজার কোটি টাকা। এ ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষক, ব্যবসায়ী, বাহক ও বিক্রির নেটওয়ার্কে কাজ করে প্রায় ২ লাখ ব্যক্তি। প্রতি বছরই বাড়ছে এ সংখ্যা। বাংলাদেশ থেকে মাদকের কারণে প্রতি বছর পাচার হয় যায় ৪৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। এর প্রভাব দেশের অর্থনীতিতেই পড়ছে। ফলে দেশ বিপাকে পড়ছে। বর্তমানে মাদকের বিরুদ্ধে সারাদেশে ব্যাপক অভিযান চলছে। এতে গ্রেপ্তার হচ্ছে মাদকের সাথে জড়িতরা। এমন অভিযানের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই। তবে মাদক নিয়ন্ত্রণে ডিএনসি এবং আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অভিযান অব্যাহত থাকলেও থামেনি মাদকের আধিপত্য। তাই এ বিষয়ে নজরদারিতে আরও কঠোর হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করছি। আমরা বিশ্বাস করি সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমেই মাদক মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব। এক্ষেত্রে মাদকের স্পর্টগুলো নজরদারিতে রেখে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে মাদকের দেনদেন। তাহলেই মাদক নির্মূল হবে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত পেতে জটিলতা

রিন্টু আনোয়ার

কাছেই আছি, যেকোনো সময় চট করে চলে আসব নেতাকর্মীদের প্রতি শেখ হাসিনার এমন ঘোষণা বা আশ্বাসের বাস্তবায়নের নমুনা নেই। সময়ের ব্যবধানে তিনি বীরের বেশে প্রত্যর্পণ করবেন সে আলামতও নেই। বিপরীতে সরকারের দিক থেকে যেভাবে বলা হচ্ছে, তাকে ধরে এনে কঠিন বিচার করা হবে সে লক্ষণও ক্ষীণ। তার উপস্থিতিতে বিচার হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে ভারতের সদিচ্ছার ওপর। দিল্লি যদি শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার আগমন ভারত থেকে। ২০২৪ সালে নির্গমণ সেই ভারতে। যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে গেছেন। তার অকৃত্রিম ভরসাস্থল ভারত। যা তিনি গোপন রাখেননি। ক্ষমতায় থাকতে ঘটনাচক্রে নিজ মুখে বলেছেন, 'ভারতকে যা দিয়েছি তা তাদের আজীবন মনে রাখতে হবে'। অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়েছে ভারত তা মনে রেখেছে। কেবল ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি নয়, কংগ্রেসসহ ভারতের সব ক'টি দল সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'পদত্যাগ করে' শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট ভারতে চলে যাওয়ার পর দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ও বিরোধী দল কংগ্রেসসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংসদের ভেতরে-বাইরে দফায় দফায় বৈঠকে বসে। বলার অপেক্ষা রাখছে না, ভবিষ্যতেও শেখ হাসিনার ভালোর জন্য যা যা করা দরকার, দিল্লি তা করবে। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান দুই দেশের রাজনীতির সমান্তরালে কূটনীতিরও বিষয়। তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নেতৃস্থানীয়দের চাপ রয়েছে। সরকার তা গ্রাহ্যও করছে। যে কারণে তাকে ফেরত পেতে দিল্লিকে ঢাকার কূটনৈতিক পত্র। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তির (এক্সট্রাডিশন ট্রিটি) অধীনে শেখ হাসিনাকে চাওয়া হয়েছে। দিল্লি পত্রটি গ্রহণ করেছে। গ্রহণ করেছে মানে গ্রাহ্য করেছে, তা নয়। বাকিটা বোঝা যাবে তাদের এ-বিষয়ক প্রতিক্রিয়ার পর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো উত্তর না এলে বাংলাদেশ একটি অনুস্মারক চিঠি পাঠাতে পারবে। এ দিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত সাবেক শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা না গেলে তার অনুপস্থিতিতে বিচারকাজ এগিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত আছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের কথায়। শেখ হাসিনা নিজে আদালতে উপস্থিত না হলে কিংবা ভারত তাকে ফেরত না দিলে কী হতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে এসেছে কথাটি। কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির না হলে তার অনুপস্থিতিতে বিচারকাজ চলার ব্যবস্থা আইনে আছে। আবার আরেক বাস্তবতা হচ্ছে, যে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফেরত চাওয়া হয়েছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্র যেমন দু'পক্ষ, বর্তমান বিবেচ্য ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা নিজেও একটি পক্ষ। এ কারণে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের দিক থেকে তাকে ফেরত পাঠানোর বিষয় যেমন আছে, তিনি নিজে ফিরতে চাইবেন কি না, ঢাকা ফিরে আদালতে বিচার মোকাবেলা করবেন কি না, সেটিও ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। ভারতের কাছে শেখ হাসিনা শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি বাংলাদেশে তাদের পরীক্ষিত, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন একমাত্র মিত্র। কাজেই তাকে বিচার করে সাজা দিতে ভারত সরকারিভাবে ফেরত দেবে, এমন সম্ভাবনা নেই বললে চলে। তাই বলে নিজের সিদ্ধান্তে কিংবা ভারত সরকারের মাধ্যমে শেখ হাসিনা দেশে এসে রাজনীতি শুরু করে দেবেন, এমন আশঙ্কাও নেই। বিষয়টি দুই দিক থেকেই জটিল। তৃতীয় কোনো পক্ষের কিছু কী করার আছে, শেখ হাসিনার বিষয়ে? এ প্রশ্নও ঘুরছে। কিন্তু স্পষ্ট জবাব নেই। পারিপার্শ্বিকতায় এখানে ভারতের মতিগতিই মুখ্য। বাংলাদেশ বা তৃতীয় কেউ চাইলেও শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা সম্ভব নয়, সে বার্তা দেয়া হচ্ছে নানান দিক থেকে। এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উষ্ণ রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং যাকে ফেরত চাওয়া হয়েছে, তার বিষয়ে ওই সরকারের অবস্থান। শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ভারতের অত্যন্ত পেয়ারের। ৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা পাল্টে গেলেও শেখ হাসিনার বিষয়ে ভারত বদলে যায়নি। মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। এক সময় আসামের অধিকার নিয়ে সোচ্চার নেতা অনুপ চেটিয়াকে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে দিল্লির হাতে তুলে দেয় দুই দেশের বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী। শেখ হাসিনা তা করেন। এখন দিল্লি সেই হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেবে এমন আশাবাদী একটি মহল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ২০১৫ সালে আসামের স্বাধীনতাকামী সংগঠন উলফার শীর্ষ নেতা অনুপ চেটিয়া, লক্ষ্মী প্রসাদ গোস্বামী, বাবুল শর্মাকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে বাদল ফারাজি নামের এক বাংলাদেশীকে ভারত বন্দিবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে ঢাকার কাছে হস্তান্তর করে। একই প্রক্রিয়ায় দিল্লিতে পলাতক শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে ঢাকার চিঠি দেয়ার যুক্তি আছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে হত্যাকাণ্ড, গত ১৬ বছরে গুম-ক্রসফায়ার, পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ড মোটাদাগে এ কয়টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ

> যেন বিশ্বের সব পুলিশ অপরাধের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করতে পারে। একটি দেশের আসামি সেখানে অপরাধ করার পর অন্য দেশে চলে গেলে ওই ব্যক্তিকে ধরতে ইন্টারপোলের সহায়তা লাগে। সংস্থাটি অপরাধের তদন্ত, ফরেনসিক ডাটা বিশ্লেষণ, সেই সাথে পলাতকদের খুঁজতে সহায়তা করে। ইন্টারপোলের এমন একটি ডাটাবেজ রয়েছে; যেখানে অপরাধীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যেমন ছবি বা স্কেচ, ক্রিমিনাল প্রোফাইল, ক্রিমিনাল রেকর্ড, চুরির রেকর্ড, চুরি যাওয়া পাসপোর্ট, যানবাহন ও জালিয়াতির তথ্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, মানবপাচার, অস্ত্রপাচার, মাদকপাচার, সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, শিশু সহিংসতাসহ ১৭ ক্যাটাগরির অপরাধ তদন্তে ইন্টারপোল সব সদস্য দেশকে সহায়তা দিয়ে থাকে। শেখ হাসিনা খোঁজার আসামি নন। তিনি ভারতে নাম-ঠিকানা নিয়ে রাজমেহমান হয়ে আছেন। শেখ হাসিনার দিল্লি যাওয়া, তাকে ফেরত চাওয়া ও ফেরত দেয়ার পুরো বিষয়টির মধ্যে রাজনীতি আছে বলে মনে করেন ভারতের হরিয়ানার ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক ড. শ্রীরাধা দত্ত। তিনি বাংলাদেশের একটি পত্রিকাকে বলেন, 'বিষয়টি দুই দিকের জন্য খুব জটিল একটি ব্যাপার

এসেছে। শেখ হাসিনা, তার মন্ত্রিসভা, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানসহ অনেকের বিরুদ্ধে মামলা চলমান। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তিটি ২০১৩ সালে করা হলেও ২০১৬ সালে মূল চুক্তিটি সংশোধন করা হয়। সংশোধনের সময় এমন একটি ধারা যুক্ত করা হয় তা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বেশ সহজ করে তুলেছে। সংশোধিত চুক্তির ১০ এর (৩) ধারায় বলা হয়েছে) কোনো অভিযুক্তের হস্তান্তর চাওয়ার সময় অনুরোধকারী দেশকে সেই সব অভিযোগের পক্ষে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ না করলেও চলবে। শুধু সংশ্লিষ্ট আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা পেশ করলে তা বৈধ অনুরোধ হিসেবে ধরা হবে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পাদিত বন্দিবিনিময় চুক্তিতে বলা হয়েছে, ন্যূনতম এক বছরের সাজা হতে পারে এমন মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে ভারত বা বাংলাদেশকে পলাতক বন্দী হস্তান্তর করতে হবে। হত্যা, গণহত্যা, বোমা হামলা, গুলি করে হত্যা, সম্পত্তির ক্ষতি, গুম-অপহরণ বা জিম্মি করা এবং হত্যার প্ররোচনার মতো অপরাধের মামলায় দুই দেশের পলাতক আসামিকে ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে চুক্তিতে। তবে অপরাধ রাজনৈতিক হলে প্রত্যর্পণ উপেক্ষা করা যেতে পারে। আসামি ধরে আনার আরেক মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারপোল। সে পথেও আছে বাংলাদেশ। জুলাই-আগস্ট গণহত্যা মামলার প্রধান আসামি মাফিয়া রানী হাসিনার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির আবেদন করা হয়েছে। এ রেড নোটিশ জারির মাধ্যমে শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের ফেরত আনতে চায় সরকার। ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করলে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ধরে আনা সম্ভব? বাস্তবে কেবল নোটিশ জারি করে কাউকে ফেরত আনা সম্ভব নয়। খুনি শেখ হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন। তিনি সেখানে বন্দী নন। তিনি বাংলাদেশের আদালতের দৃষ্টিতে পলাতক আসামি। ভারতের কাছে একজন আশ্রয়প্রার্থী। বন্দিবিনিময় চুক্তিতে কারাগারে থাকা আসামি বা গ্রেফতার করা আসামির কথা বলা আছে। আবার শুনতে যত কঠোর মনে হয়, বাস্তবে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ধরে আনার রেকর্ড কম। এক হিসাবে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ইন্টারপোলের মাধ্যমে ১৭ জন অভিযুক্ত আসামিকে বাংলাদেশে ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। আর বর্তমানে ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটের রেড নোটিশের তালিকায় বাংলাদেশের ৬৪ জনের নাম রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ একাধিক ফৌজদারি অপরাধ ও বিভিন্ন হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। ইন্টারপোল বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেটি সারা বিশ্বের পুলিশ এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞদের একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ও সমন্বয় করে। এর প্রধান কাজ অপরাধীদের ধরতে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থাকে সহায়তা করা। যেন বিশ্বের সব পুলিশ অপরাধের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করতে পারে। একটি দেশের আসামি সেখানে অপরাধ করার পর অন্য দেশে চলে গেলে ওই ব্যক্তিকে ধরতে ইন্টারপোলের সহায়তা লাগে। সংস্থাটি অপরাধের তদন্ত, ফরেনসিক ডাটা বিশ্লেষণ, সেই সাথে পলাতকদের খুঁজতে সহায়তা করে। ইন্টারপোলের এমন একটি ডাটাবেজ রয়েছে; যেখানে অপরাধীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যেমন ছবি বা স্কেচ, ক্রিমিনাল প্রোফাইল, ক্রিমিনাল রেকর্ড, চুরির রেকর্ড, চুরি যাওয়া পাসপোর্ট, যানবাহন ও জালিয়াতির তথ্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, মানবপাচার, অস্ত্রপাচার, মাদকপাচার, সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, শিশু সহিংসতাসহ ১৭ ক্যাটাগরির অপরাধ তদন্তে ইন্টারপোল সব সদস্য দেশকে সহায়তা দিয়ে থাকে। শেখ হাসিনা খোঁজার আসামি নন। তিনি ভারতে নাম-ঠিকানা নিয়ে রাজমেহমান হয়ে আছেন। শেখ হাসিনার দিল্লি যাওয়া, তাকে ফেরত চাওয়া ও ফেরত দেয়ার পুরো বিষয়টির মধ্যে রাজনীতি আছে বলে মনে করেন ভারতের হরিয়ানার ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক ড. শ্রীরাধা দত্ত। তিনি বাংলাদেশের একটি পত্রিকাকে বলেন, 'বিষয়টি দুই দিকের জন্য খুব জটিল একটি ব্যাপার। কাজেই এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, তাকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি রাতারাতি ঘটবে না।' অন্য দিকে বাংলাদেশে সরকারের ভেতর-বাইরের কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, শেখ হাসিনার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি এমনকি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নেপথ্যে নানা রকম দর-কষাকষি হতে পারে। এ দর-কষাকষিতে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম পক্ষ হতে পারে, এমনটিও মনে করেন বাংলাদেশের এক ঊর্ধ্বতন কূটনীতিক। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন, 'চুক্তির কয়েকটি অনুচ্ছেদ (৬ ও ৮) কাজে লাগিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফেরত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে ভারত নিশ্চয় তাকে ফেরত না দেয়ার রাজনৈতিক কী মূল্য হতে পারে, তা বিবেচনায় নেবে।' একাধিক বাস্তবতা হলো রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় কোনো দেশ কোনো আসামিকে ফেরত দিতে না চাইলে যেকোনো কারণ দেখিয়ে আবেদন নাকচ করে দিতে পারে। আবার চাইলে আইন বা চুক্তিও লাগে না। তা জটিলও, সহজও।

জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ও জন-অভিপ্রায়

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

> ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' এটি ছিল স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। যা হোক, বাংলাদেশের মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১তে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির সাথে চরম প্রতারণা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, শুরু থেকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। সর্বোপরি সংবিধান গ্রহণের বিষয় জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হয়নি। সম্প্রতি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেছেন, '১৯৭২ সালে একটিমাত্র দল সংবিধান প্রণয়ন করেছিল।' এরপর বহুবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলীয় স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এমন হাল হয়েছে যে, একে হুবহু বহাল রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ব্যক্তি ও দল সংবিধান বাতিল করে নতুন করে রচনার কথা বলছেন। কারো কারো মতে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করলে চলবে। যেটাই হোক না কেন, সংবিধান রচনা বা সংশোধন করতে গেলে প্রথমে আসবে সংবিধানে ভূমিকা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের রেখে যাওয়া বয়ান রাখা হবে নাকি বাতিল হবে। বাতিল হলে তার প্রতিস্থাপন কী দিয়ে হবে

এ সপ্তাহের সবচেয়ের আলোচিত বিষয় ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশ। বিপ্লবের প্রধান শক্তি তরুণ শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী' আন্দোলনের ব্যানারে ৩১ ডিসেম্বর বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশের কথা জানিয়ে বিপুল ছাত্র-জনতার সমাবেশ করার কথা জানিয়েছিলেন। কিছু নাটকীয়তার পরে তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে দেন-দরবার করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপুল ছাত্র-জনতার সমাবেশ ঘটান। আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশে সরকারকে সময় বেঁধে দেন। সমগ্র জাতি এখন অপেক্ষা করছে, যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে কী কী থাকছে। মূলত ঘোষণাপত্রটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। জাতির আগামী দিনের পথচলার একটি দিকনির্দেশনা। গত সপ্তাহের একই কলামে যুক্তি তুলে ধরেছিলাম যে, ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে শেখ হাসিনা ও তার নেতৃত্বাধীন সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী সরকারের অকস্মাৎ যে পতন ঘটেছে; তা ইতিহাসের মানদণ্ডে একটি বিপ্লব। যদিও বিপ্লব-পরবর্তী সরকারের বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলে থাকেন। একইসাথে অনেকের মতে এটি একটি দুর্বল সরকার যাকে বৈপ্লবিক সরকার বলা যায় না। তাদের কথায় যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। তবে সরকার ইতোমধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছে, যাকে অসাধারণ বলতে হবে। প্রথমত, পতিত ফ্যাসিবাদী সরকারের দ্বারা মানবতাবিরোধী যে নির্মম হত্যাকাণ্ড ও নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার ন্যায্যবিচারের উদ্যোগ নেয়া। নিয়তির কী পরিহাস, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে যে ট্রাইব্যুনাল ও বিধি-বিধান হাসিনা সরকার তৈরি করেছিল প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের বিচারে, ওই আদালত ও আইন-কানুন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি সাহসী উদ্যোগ। চিফ প্রসিকিউটর বলেছেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে ন্যায়বিচার করা হবে। যদি বিচারের কাজটি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে সেটি একটি বিপ্লবী সরকারেরই সাফল্য হবে। দ্বিতীয়ত, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার সর্বক্ষেত্রে দেশ ও জনগণের যে ক্ষতি করে গেছে তার প্রতিবিধানে ব্যাপক সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। দশটি কমিশন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিবেদন প্রণয়নে এবং সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দু-একটি বাদে বাকি প্রতিবেদন দাখিল করবে বলে আশা করা যায়। অতীতে যেসব সংস্কার কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছিল সেগুলো ছিল সরকারের প্রভাবান্বিত। সরকারের অভিপ্রায় প্রতিবেদনগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও সুপারিশগুলোর সামান্য বাস্তবায়িত হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব এবং স্বার্থান্বেষী আমলাদের অসহযোগিতা ও বিরোধিতায় অতীতের অনেক সংস্কার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বিপ্লবের শুরুতে বলেছিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে তা বারবার আসবে না; এবার সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হলে নিকট ভবিষ্যতে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। আর সেজন্য ড. ইউনূসের সরকার উল্লিখিত দু'টি কাজ অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছে, যাকে বৈপ্লবিক কাজ বলতে হবে। আমাদের বিশ্বাস জনগণের বৃহদংশ সরকারের এ দু'টি উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এখন কথা হচ্ছে, যে কোনো বিপ্লবের একটি জনপ্রত্যাশা থাকে। তার একটি প্রেক্ষাপট থাকে। যে প্রেক্ষাপটে জুলাই বিপ্লব ঘটেছে তা সবার জানা আছে। তথাপি সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরি। এরূপ ঘোষণা বিপ্লবের পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে দেয়া দরকার ছিল। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পতনে বিরোধী দলগুলো এক যুগ ধরে সক্রিয় আন্দোলন পরিচালনা করলেও ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে যে জুলাই বিপ্লব ঘটেছে তা ছিল এক কথায় মিরাকেল। কিছু বুঝে ওঠার আগে বিপ্লব ঘটে যায়। এমনকি আগে থেকে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোও ত্বরিত সাফল্যের ধারণা করতে পারেনি। ফলে আগেভাগে বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা বাস্তবসম্মত ছিল না। তবে ৫ আগস্টের পরে দেয়া দরকার ছিল। এবারের বিপ্লবে দল-মত নির্বিশেষে সমাজের সব স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং সে পরিবেশই ছিল বিপ্লবের ঘোষণাপত্র প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ। ধন্যবাদ বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের যারা বিলম্বে হলেও সেটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এজন্য কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে সরকারকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে কী বয়ান থাকবে। বাংলাদেশ তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বারবার রাষ্ট্র গঠন, আত্মপরিচয় বিনির্মাণ ও নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছে। প্রথমত, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান গঠন ছিল একটি বিরাট স্বপ্ন; আমাদের পূর্ব-পুরুষ নবাব সলিমুল্লাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতা তাদের জীবন-যৌবনের মূল সময় ব্যয় করেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও কুচক্রী রাজনীতিকদের স্বার্থবাদী মানসিকতা ও উন্নাসিকতায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেশ স্বাধীন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাপতিসহ অনেকে তখন প্রতিবেশী দেশের কুমতলব বুঝতে পারলেও বৃহত্তর স্বার্থে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিগত ৫৩ বছরে বাকিরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, ভারত আমাদের সত্যিকারের বন্ধু নাকি বন্ধুবেশী শত্রু। তারা নিজ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা করলেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমূলে ধ্বংস করতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণ অন্তত তিনবার গণতন্ত্র রক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালের বিরুদ্ধে, ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদের পতনে। প্রতিটিতে জনগণ জয়লাভ করেছেন। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিন তিনটি শয়তানি শক্তির জুলুম-নির্যাতনের যে তিক্ত ও অভিশপ্ত শাসন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার ফল হচ্ছে জুলাই বিপ্লব। বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে নিশ্চয় এসবের প্রতিফলন থাকবে। আমেরিকান বিপ্লবের সময় আব্রাহাম লিঙ্কন গেটিসবার্গের ঐতিহাসিক ভাষণে গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে : জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার। ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরব্যাপী লড়াইয়ের পর ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৭৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে তিনটি প্রধান নীতির কথা বলা হয় : স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব। রুশ কমিউনিস্ট বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ১০ নভেম্বর ১৯১৭ সালের সরকারি দলিলে বলা হয় যে, দেশের জনগণ সকলে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তারা সমান অধিকার পাবেন। ১৯৪৯ সালে মাও জে দঙয়ের নেতৃত্বে চীনে যে কমিউনিস্ট বিপ্লব হয় তার পেছনে ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারার সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশটির সংবিধানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইসলামের আলোকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলা হয়। ২০১০-২০১১ সালে সংঘটিত আরব বসন্ত বা গণ-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' এটি ছিল স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। যা হোক, বাংলাদেশের মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১তে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির সাথে চরম প্রতারণা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, শুরু থেকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। সর্বোপরি সংবিধান গ্রহণের বিষয় জনগণের ম্যান্ডেট নেয়া হয়নি। সম্প্রতি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেছেন, '১৯৭২ সালে একটিমাত্র দল সংবিধান প্রণয়ন করেছিল।' এরপর বহুবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলীয় স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এমন হাল হয়েছে যে, একে হুবহু বহাল রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ব্যক্তি ও দল সংবিধান বাতিল করে নতুন করে রচনার কথা বলছেন। কারো কারো মতে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করলে চলবে। যেটাই হোক না কেন, সংবিধান রচনা বা সংশোধন করতে গেলে প্রথমে আসবে সংবিধানে ভূমিকা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের রেখে যাওয়া বয়ান রাখা হবে নাকি বাতিল হবে। বাতিল হলে তার প্রতিস্থাপন কী দিয়ে হবে। ২০২৪ সালের বিপ্লবকে অনেকে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলছেন। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে ইতিহাসের কী বয়ান থাকবে তা বেশ প্রাসঙ্গিক। শিক্ষার্থী ও জনতা যে বৈষম্যবিরোধী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা নিয়ে লড়াই করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ নিশ্চয় বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে স্থান পাবে। তবে দেশের তথাকথিত সুশীলসমাজের যে অংশটি সেক্যুলার ধারণায় বিশ্বাসী; তারা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তা দেখতে উৎসুক হয়ে রইলাম। আবার দেশের ইসলামী ধারার রাজনৈতিক ও আধা-রাজনৈতিক শক্তিগুলোও চাইবে, বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে তাদের চেতনা ও মূল্যবোধ স্থান পাবে। জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন বিএনপি তার বাইরে যেতে পারবে না। তবে এ নিয়ে বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বেও বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় না। জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর সাথে জিয়াউর রহমানের আদর্শের মিল রয়েছে। এখন দেখার বিষয় সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধানের ভূমিকায় জনগণের সম্মিলিত অভিপ্রায় ও অঙ্গীকারকে কোন বয়ানে পেশ করে। আমাদের ধারণা, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সেটি তুলে ধরাই হতে পারে সব পক্ষকে শান্ত রাখার একটি কৌশল। সুতরাং আমরা আশা করব, অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে জাতীয় ঐক্য ও জনগণের বৃহদংশের অভিপ্রায় সঠিকভাবে তুলে ধরবে এবং তাই হবে আগামী বাংলাদেশের পথচলার পথনকশা।

লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব

ঘন কুয়াশায় ঢাকলো পশ্চিমবঙ্গ ব্যাহত ট্রেন চলাচল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন গতকাল সোমবার ঘন কুয়াশা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। মঙ্গলবার ও বুধবার তাপমাত্রা আরও কমার পাশাপাশি একই রকম কুয়াশা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই। ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটার পর্যন্ত কমে যাবে। ঘন কুয়াশার ফলে প্রভাব পড়েছে গণপরিবহন ব্যবস্থাতেও। কুয়াশার কারণে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব শাখায় ট্রেন চলাচলে ব্যাহত হয়েছে। বেশকিছু দূরপাল্লার পাশাপাশি লোকাল ট্রেনও দেরিতে চলছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, তাপমাত্রা বর্তমানে স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি রয়েছে ও আগামী দুদিনে তা আরও একটু বাড়বে। আগামী চার থেকে পাঁচদিন তাপমাত্রা কিছুটা ওঠানামা করবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। গতকাল সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে, যা স্বাভাবিককের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ দশমিক ৮ ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ ও সর্বনিম্ন ৬৬ শতাংশ।

ভারতে বোমা হামলায় ৮ পুলিশ নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্য ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যে মাওবাদী বিদ্রোহীদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে আটজন পুলিশ সদস্য ও তাদের এক গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ গতকাল সোমবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানা যায়, বিজাপুর জেলায় পুলিশ সদস্যরা একটি গাড়িতে যাওয়ার সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ জানায়, মাওবাদীদের পেতে রাখা বিস্ফোরক ডিভাইসের আঘাতে পুরো গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সব আরোহীর মৃত্যু হয়। ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সাম্প্রতিক বিক্ষিপ্ত হামলাগুলোর ধারাবাহিকতায় এই ঘটনাটি ঘটলো। রাজ্যটিতে গত কয়েক মাসে মাওবাদী বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক বন্দুকযুদ্ধে বহু বিদ্রোহী নিহত হয়েছেন। ছত্তিশগড় এবং তার আশপাশের রাজ্যগুলো দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী বিদ্রোহে প্রভাবিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাওবাদী কার্যক্রমের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়ে এসেছে।

সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ৪০০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা সিরিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ৪০০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আহমেদ আল-শারা নেতৃত্বাধীন সিরিয়া সরকার। দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আবাজেদ রোববার এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে মন্ত্রণালয়গুলোর প্রশাসনিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করার পর আগামী মাসে সরকারি খাতের অনেক কর্মচারীর বেতন ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে সরকার। এ জন্য আনুমানিক ১.৬৫ ট্রিলিয়ন সিরীয় পাউন্ড বা প্রায় ১২৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলেও জানিয়েছেন আবাজেদ। তিনি বলেন, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় সম্পদ, আঞ্চলিক সহায়তা, নতুন বিনিয়োগ এবং বিদেশে রাখা সিরিয়ার সম্পদের সমন্বয়ে এই অর্থায়ন করা হবে। দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার জরুরি সমাধানের পথে এটিই প্রথম পদক্ষেপ। এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, ১৩ বছরের সংঘাত ও নিষেধাজ্ঞার পর সিরিয়ার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে নতুন সরকারের বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আবাজেদ বলেন, ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল-আসাদের শাসনামলে সরকারি খাতের কর্মচারীদের মাসে গড়ে প্রায় ২৫ ডলার বেতন দেওয়া হতো। এটি কর্মচারীদের এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার নিচে নিয়ে গেছে। যদিও সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় কোষাগার যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত তারল্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে থাকা অর্থের বেশিরভাগই সিরিয়ার মুদ্রা, যার তেমন মূল্য নেই। তবে নতুন সরকারকে আঞ্চলিক ও আরব দেশগুলো থেকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশে বিনিয়োগ শুরু হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও উপকৃত হবে এবং আমরা এই বেতন বৃদ্ধির অর্থায়ন করতে পারব। সেই সঙ্গে বিদেশে জব্দ করা সিরিয়ার সম্পদের ৪০০ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারের আশা করা হচ্ছে। এই অর্থ প্রাথমিক সরকারি ব্যয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সিরিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকার করদাতাদের যতটা সম্ভব জরিমানা এবং সুদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করছে। ন্যায়সম্মত করের জন্য আগামী তিন মাসের মধ্যে কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বিষয়ে কাজ চলছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বৈঠকে ব্লিঙ্কেন, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দক্ষিণ কোরিয়ায় দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট চোই সাং-মোকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আল জাজিরা জানিয়েছে, ব্লিঙ্কেন যখন সিউলে বৈঠক করছিলেন, ঠিক তখনই সাগরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। গতকাল সোমবার উত্তর কোরিয়া থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রটি ১১০০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে উড়ে গিয়ে কোরীয় উপদ্বীপ ও জাপানের মধ্যবর্তী জলসীমায় পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, এটি একটি মাঝারি পাল্লার একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট চোই স্যাং-মোকের সঙ্গে বৈঠকের পরপরই ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনার পর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি তাদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে পড়েছে। এতে কোনো জাহাজ বা বিমানের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ব্লিঙ্কেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো তায়ে-ইউল উভয়ই যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উত্তর কোরিয়ার এমন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের নিন্দা করেছেন। ওয়াশিংটনের শীর্ষ কূটনীতিক এটিকে ওজাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের একাধিক প্রস্তাবের আরেকটি লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন। ব্লিংকেন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সিউলে আমার সফরের মধ্যেই উত্তর কোরিয়ার একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হলো। আজকের এই উৎক্ষেপণ আমাদের সবাইকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সহযোগিতামূলক কাজ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বেপরোয়া উত্তর কোরিয়াকে বাধা দিতে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সহযোগিতা আরও গভীর করে তোলা দরকার। এর আগে সবশেষ গত ৫ নভেম্বর পূর্ব উপকূল থেকে অন্তত সাতটি স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে পিয়ংইয়ং। এরপর আজ ব্লিঙ্কেনের সফরের সময় এটি ছোড়া হলো। সিউল থেকে আল জাজিরার প্রতিবেদক প্যাট্রিক ফোক বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের এই সময়টি বেশ কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এ ঘটনা ঘটলো। দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতারা গত মাসে প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে অভিশংসন ও দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করার পক্ষে ভোট দেন। সাংবিধানিক আদালতে ইয়ুনের অভিশংসন বিচারের শুনানি চলছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার তদন্তকারীরা সাবেক নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছেন। সব মিলিয়ে দেশটি একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবেলা করছে।

তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র ৭ অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তীব্র তুষারঝড়ের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ছয় কোটি মানুষ। গতকাল সোমবার থেকে দেশটির ৩০টিরও বেশি অঙ্গরাজ্যের মানুষ তীব্র তুষারপাতের সঙ্গে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত সাতটি অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। উত্তর মেরুর বরফাচ্ছাদিত এলাকা থেকে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হেনেছে এই পোলার ভরটেক্স। এটি মধ্য আটলান্টিকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর যাত্রাপথে পড়েছে আবার ওয়াশিংটন ডিসি, যেখানে গতকাল সোমবার নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়ন করার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে ভারী তুষারপাত ও তীব্র শীত মোকাবিলার সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হাজারও ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, অনেক সড়কপথ বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্যানসাস ও উত্তর পশ্চিম মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের কিছু অংশে তুষারঝড় পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে। সেখানকার রাস্তাগুলো তুষার ও বরফে ঢাকা পড়েছে। স্থানীয়দের যথাসম্ভব বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা। গতকাল সোমবার ভারী তুষারপাত ও বরফের কারণে ক্যানসাসের প্রধান মহাসড়ক ইন্টারস্টেট সেভেনটি বন্ধ ছিল। মিজৌরি পুলিশ ইন্টারস্টেট টুয়েন্টিনাইনের ৫০ মাইলের বেশি বন্ধ রাস্তায় আটকে পড়া গাড়িচালকদের উদ্ধারে কাজ করেছে। রবিবার বিকেলের মধ্যে প্রায় ছয় শতাধিক আটকে পড়া চালককে উদ্ধার ও ২৮৫টি দুর্ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ক্যানসাস ও মিজৌরি অঙ্গরাজ্য তুষারের সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে এই দুটি অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এছাড়া কেন্টাকি, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরকানসাস, ও নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের অংশবিশেষের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত প্রায় ছ থেকে ১২ ইঞ্চি তুষারপাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্যোগের কারণে ইন্ডিয়ানাপোলিস, সিনসিনাটি, ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়সহ দেশজুড়ে কয়েকশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গতকাল সোমবার বন্ধ রাখা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির আওতায় প্রথম দফায় ৩৪ জিম্মিকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে ৩৪ জিম্মিকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত হামাস। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীটির এক কর্মকর্তার বরাতে মার্কিন বার্তাসংস্থা রয়টার্স ও ফরাসি বার্তাসংস্থা এএফপি রবিবার এ খবর জানিয়েছে। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী দলটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় প্রথম দফা বন্দি বিনিময়ে ৩৪ জন জিম্মিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হামাস কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে এএফপি জানিয়েছে, প্রথম দফায় গাজায় আটক নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে জিম্মিদের অবস্থা যাচাইয়ে কিছু সময় প্রয়োজন হামাসের। ওই ব্যক্তি আরও দাবি করেছেন, জিম্মিদের আটকে রাখা ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের জন্য পরিস্থিতি এক সপ্তাহ শান্ত থাকা প্রয়োজন। তখন তারা যাচাই করতে পারবেন, জিম্মিদের মধ্যে কে জীবিত আছেন আর কে মারা গেছেন। ওদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক হামাস কর্মকর্তার বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, চুক্তিটি চূড়ান্ত হওয়া নির্ভর করছে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারে ইসরায়েলের সম্মত হওয়ার ওপর। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রবিবার বলেছেন, সম্ভাব্য জিম্মিদের মুক্তির তালিকা হামাসের পক্ষ থেকে এখনও তাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। কাতারে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো। এই সমঝোতায় অন্যতম পক্ষ হিসেবে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে এই চুক্তি চূড়ান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন সোমবার বলেছেন, বাইডেন প্রশাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে চাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

বিনোদন

‘একসময় ইচ্ছে ছিল মডেল হব, অভিনেত্রী হব’- রোজা আহমেদ

বিনোদন ডেস্ক : দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও কণ্ঠশিল্পী তাহসান খানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদের বিয়ের খবর এখনও টপ অব দ্যা কান্ট্রি। বিশেষ করে তাহসানের স্ত্রী রোজা কে নিয়ে এখনও অনুরাগীদের চর্চা তুঙ্গে। কিন্তু তাহসানের সঙ্গে বিয়েতে বসার আগে এই রোজা আহমেদকে কতটা চিনতেন তার অনুরাগীরা? বলা বাহুল্য, তাহসানের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই নেটিজেনদের কাছে বেশ পরিচিত ছিলেন এই মেকআপ আর্টিস্ট। সম্প্রতি রোজা আহমেদের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। সেখানে রোজা তার ক্যারিয়ার, পেশা নিয়ে বিস্তর আলাপ করেন। সেখানে তাকে বেশ কিছু প্রশ্ন ও নেটিজেনদের নানান অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সে প্রসঙ্গেই আলোচনা করেন রোজা। জানালেন, একটা সময় পর্দায় আসার ইচ্ছে ছিল তার। শুধু তাই নয়, জয়া আহসান কিংবা মৌ এর মতো অভিনেত্রীদের সঙ্গেও কাজ করার ইচ্ছে ছিল তার। রোজা বলেন, ‘একসময় ইচ্ছে ছিল মডেল হব, অভিনেত্রী হব।’ সেই সাক্ষাৎকারে ভ্লগারদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা ওঠে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে খারাপ ব্যবহার করেন ভ্লগাররা, ঠিকমতো ব্র্যান্ড প্রোমোশন করেন না- এ ধরণের অভিযোগ। সে প্রসঙ্গে রোজা বলেন, ‘এটা যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এখানে আমার বলার কিছু নেই। আমি এত বড় কোনো ভ্লগার হয়ে যাইনি কিংবা কোনো ব্র্যান্ড প্রোমোটারও হইনি। আর এটা আমার মূল পেশাও না। তবে যারা এই পেশায় আছেন, তাদের আমি অনেক সম্মান করি, তারা অনেক ভালো করছেন।’ রোজা বলেন, ‘আমাদের অনেক সিনিয়র ভ্লগার যারা আছেন, যাদের নিয়ে এখন বিতর্ক হচ্ছে তারা অনেক কষ্টে এই জায়গাতে এসেছেন, আর আমরা তাদের থেকেই শিখেছি। যখন আমরা ভ্লগার বলতে কিছু বুঝতাম না, তখন তাদের হাত ধরে বাংলাদেশে ভ্লগ এসেছে।’ সেই সাক্ষাৎকারে এমনও অভিযোগ উঠেছে, অনেক ইনফ্লুয়েনসার কিংবা ব্র্যান্ড প্রোমোটাররা নাকি ফটোশ্যুটে করেই লাখের মতো পারিশ্রমিক নেন। এছাড়াও মেকআপ আর্টিস্টরাও প্রতি মিনিটে হাজার টাকা পারিশ্রমিক নেন বলেও অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে রোজা বলেন, ‘আপনারাই তো আমাদের ভ্যালুটা বাড়িয়েছেন। একজন নামী-দামী সেলিব্রেটির কাছে না গিয়ে আপনারা আমাদের কাছে আসছেন। তাদের থেকেও যদি আমরা বেশি চার্জ করি, তারাও আমাদের নিচ্ছেন- আমরা কেন নেব না। এটা একটা ব্যাবসা আফটার অল।’ রোজা এও বলেন, ‘সে এটা ডিজার্ভ করে, হয়তো সে জন্য এটা তিনি চার্জ করেছেন।’ নিজের মেকআপ আর্ট প্রসঙ্গেও বেশ আলাপ করেন রোজা। বলেন, ‘চাই আমার কাজকে সবাই জানবে। আর আমি বেছে কাজ করি; যেহেতু আমি একজন প্রোফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট। তো দেখা যায় আমার ওই কাজটা আগে। ওইটার ওপরে, ওই ক্যাজুয়ালের ওপরে ডিপেন্ড করে ওই ব্রান্ডকে কাজটা দেওয়া হয়। ওরা যখন চায় তখনই করতে হবে, নইলে আমার ওই কাজটা করা হয় না; কাজ হারিয়ে যায়। কিন্তু দিনশেষে এটা নিয়ে আমার আফসোস হয় না; কারণ কাজগুলো আমি শখের বসে করছি।’ বাংলাদেশের বরিশালে বেড়ে ওঠা রোজা আহমেদ বর্তমানে ক্যারিয়ার গড়েছেন মার্কিন মুলুকে। পড়াশোনা করেছেন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কসমেটোলজির ওপর। পড়াশোনা শেষ করে কসমেটোলজি লাইসেন্স গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার প্রতিষ্ঠাতা করেন। তিনি একজন উদ্যোক্তা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েনসারও।

কর্মচারীকে নির্যাতন করায় আইনি জটিলতায় নিকি মিনাজ

বিনোদন ডেস্ক : গ্র্যামি-মনোনীত র‍্যাপার নিকি মিনাজের বিরুদ্ধে তার সাবেক কর্মচারী ব্র্যান্ডন গ্যারেট মামলা করেছেন। তার অভিযোগ, নিকি মিনাজ তার উপর শারীরিক আক্রমণ চালিয়ে নির্যাতন করেছেন। সেইসঙ্গে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন ওই কর্মী। মামলাটি গত শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেস সুপিরিয়র কোর্টে দাখিল করা হয়। গ্যারেটের অভিযোগ, মিনাজ তাকে একাধিকবার মারধর করেন। একবার তার মুখেও আঘাত করেছিলেন গায়িকা। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের ২১ এপ্রিলে এক কনসার্ট ট্যুর চলাকালীন। অনেকের সামনে সেদিন গ্যারেটের উপর ক্ষুব্দ হন মিনাজ। তিনি চিৎকার করতে থাকেন এবং তাকে শাসাতে থাকেন। এসময় তিনি, ‘যদি আমার স্বামী এখানে থাকতেন, তিনি তোমার দাঁত ভেঙে ফেলতেন’ হুমকি দিয়ে নিজেই আঘাত করে বসেন। মামলার অভিযোগে ওই কর্মী উল্লেখ করেন, মিনাজ তার হাত দিয়ে গ্যারেটের মুখে আঘাত করেন। এর ফলে তার মাথা পেছনে ঝুলে যায় এবং তার হ্যাট মাথা থেকে পড়ে যায়। গ্যারেট আরও দাবি করেন, মিনাজ তার ডান কব্জিতেও আঘাত করেন সেদিন। ঘটনার পর গ্যারেটকে ট্যুরের পরবর্তী গন্তব্য শিকাগোতে যাওয়ার জন্য বাসে উঠতে দেয়া হয়নি। এরপর গ্যারেট নিরাপত্তার কারণে পুলিশে রিপোর্ট করতে যান। প্রথমে ডিট্রয়েট পুলিশের কাছে পরে শিকাগো পুলিশে অভিযোগ করেন তিনি। তবে মামলার বিষয়ে নিকি মিনাজের আইনজীবী জুড বারস্টেইন এক বিবৃতিতে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই মামলা পুরোপুরি মিথ্যা এবং অমূলক’। তিন জানান, ‘যেহেতু এখনও মামলার কোনো আনুষ্ঠানিক নোটিশ মিনাজের কাছে পৌছায়নি তাই আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারছি না। যদি মামলার অভিযোগ সত্যি হয় তবে আমরা নিশ্চিত যে এটি দ্রুত মিনাজের পক্ষে সমাধান হবে।’ গ্যারেট মামলায় ক্ষতিপূরণ এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। এই ঘটনায় নিকি মিনাজের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করা হয়নি। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

রোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে বিপাকে বিদ্যা বালান

বিনোদন ডেস্ক : বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে জঘন্য পারফরম্যান্সের পর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি টেস্ট থেকে নিজেই সরতে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার রোহিত শর্মাকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেছেন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে যারপরনাই কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেকেই বলতে থাকেনড় অভিনেত্রীকে দিয়ে নাকি রোহিত নিজের প্রচার করাতে এটি লিখিয়েছেন। এবার তার জবাব দিল বিদ্যা বালানের টিম। গত রোববার অভিনেত্রীর পিআর টিমের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে এ দাবিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেড়বিদ্যা বালানের টুইট নিয়ে সম্প্রতি কিছু ধারণা তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে। সেখানে তিনি রোহিত শর্মার প্রতি তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে শেষ টেস্ট ম্যাচ থেকে সরার জন্যই তিনি সেই মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এই পোস্টে আরও জানানো হয়েছেড় এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। এই পোস্টটি বিদ্যা বালান রোহিতের নিঃস্বার্থ পদক্ষেপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই লিখেছেন। রোহিতের পিআর টিমের অনুরোধে নয়। বিদ্যা বালান খেলার খুব ভক্ত নন, কিন্তু যারা মাথা উঁচু করে চলেন নিজের ক্লাস বজায় রেখে কঠিন পরিস্থিতিতে, তিনি তাদের অনুরাগী। উনি যেটি করেছেন, সেটি স্রেফ তার মুগ্ধতা থেকে করেছেনড় তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সম্প্রতি বিদ্যা বালান রোহিতকে নিয়ে একটি টুইট করেছিলেনড় খেলা থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেখে। সেখানে তিনি লিখেছিলেনড় রোহিত শর্মা, কী দারুণ একজন সুপারস্টার। বিরতি নিতে সাহস লাগে। আরও অনেক সাহস, মনের জোর বাড়ুক। শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, ভুল ভুলাইয়া-৩খ্যাত অভিনেত্রী এই পোস্ট করতেই অনেকে কমেন্ট সেকশনে এসে তাকে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। বলতে থাকেন যে, এই টুইট নাকি প্রচারের অংশ। রেডিটে তো আরও একটি পোস্ট ঘুরতে থাকে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বিদ্যা সেই পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন, যেটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও তিনি নাকি সেটি সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দেন। অন্যদিকে রোহিত শর্মা কি খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন? এ বিষয়ে তিনি স্টার স্পোর্টসকে জানিয়েছেনড় আপাতত তিনি ফর্মে নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পাঁচ মাস পরও একই রকম থাকবে ব্যাপারটি। ফলে তিনি যে এটি সাময়িক একটি বিরতি নিলেন, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠোঁট মরিচ ঘষলেন ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার!

বিনোদন ডেস্ক : ফ্যাশন ট্রেন্ডে এখন পুরু, সুগঠিত ঠোঁটের রমরমা। যদিও কসমেটিক সার্জারি না করে অনেকে বিভিন্ন উপায় কাজে লাগান। আবার অনেকেই নানান টিপস বা হ্যাক ব্যবহার করে সাময়িক ঠোঁট মোটাকরণের কাজ করছেন। এরই মধ্যে মরিচ ঘষে ঠোঁট মোটা করার প্রক্রিয়া দেখিয়ে আলোচনায় এসেছেন এক ভারতীয় ফ্যাশন ইনফ্লুয়েনসার; যা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কও! সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, ঠোঁট প্লাম্পার হিসেবে ব্যাবহার করা হচ্ছে কাঁচা মরিচ। সেই নারী ফ্যাশন ইনফ্লুয়েনসার হাতে একটি কাঁচা মরিচ নেন। তারপর সেটি নিজের ঠোঁটে ঘষেন। এরপর তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে তার প্রভাব পড়তে শুরু করে, ঠোঁট ফুলে যায়। এ সময় তিনি দাবি করেন, কাঁচা মরিচ লাগালে তাৎক্ষণিকভাবে ঠোঁট আকর্ষণীয় দেখায়। বলা বাহুল্য, সেই ভিডিওটি কয়েকদিনে ২১ মিলিয়নেরও বেশি সময় দেখা হয়েছে। তবে ঠোঁট মোটাকরণের এই পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নেটিজেনরা সরাসরি এটিকে বিপজ্জনক বলে মনে করছেন। যদিও কয়েকজন আবার এটিকে হাস্যকর হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবহারকারীরা এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারকও বলেছেন। চিকিৎসক ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা মরিচে থাকা ক্যাপসাইসিন ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

পরপর ছবি ফ্লপ হলেও ‘স্কাই ফোর্স’ নিয়ে আশাবাদী অক্ষয়

বিনোদন ডেস্ক : নতুন বছরেই মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয় কুমার অভিনীত বলিউড ছবি ‘স্কাই ফোর্স’। কিন্তু গেল বছর একের পর এক বক্স অফিসে ফ্লপ করেছিল অক্ষয় অভিনীত ছবি। সে প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন বি-টাউনের এই খিলাড়ি। জানালেন, ফ্লপ হওয়ার ঘটনাই এবারই প্রথম নয়, তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ৩৩ বছর ধরে কঠিন পরিশ্রমেই কেটেছে অক্ষয়ের ক্যারিয়ার। আর তা দিয়েই বক্স অফিসের খরা কাটাবেন বলেই স্থির করেছেন। অক্ষয় কুমার তার একের পর এক ফ্লপ প্রসঙ্গে তখন বলেন, ‘এটা তো প্রথমবারের জন্য না। কিন্তু এখানে সবথেকে ভালো জিনিস হল তুমি এভাবে কঠিন পরিশ্রম করে যাও। আমি নিজেকে সেটাই বলি। কেউ যদি আমার সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলেন, আমি তাকেও সেটাই বলি। কঠিন পরিশ্রম করে যাও।’ অক্ষয় কুমারকে আগামীতে স্কাই ফোর্স ছবিতে দেখা যাবে। সেই ছবির ট্রেলার প্রকাশ হলো সদ্যই। সেখানে এসেই সাংবাদিকদের সঙ্গে পরপর ফ্লপ নিয়ে কথা বলেন তিনি।

৮২তম গোল্ডেন গ্লোব উঠলো যাদের হাতে

বিনোদন ডেস্ক : গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস। বিশ্ব বিনোদন জগতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও প্রাচীনতম পুরস্কার এটি। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে বসে এই আসর। যেখানে বাজিমাত করে সর্বাধিক চারটি পুরস্কার জিতে ‘এমিলিয়া পেরেজ’ সিনেমাটি বাজিমাত করে। ৮২তম গোল্ডেন গ্লোব উঠলো যাদের হাতে- সেরা চলচ্চিত্র (ড্রামা) দ্য ব্রুটালিস্ট (এ২৪) সেরা অভিনেতা (ড্রামা) অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (দ্য ব্রুটালিস্ট) সেরা অভিনেত্রী (ড্রামা) ফার্নান্দা তোরেস (আই অ্যাম স্টিল হিয়ার) সেরা চলচ্চিত্র (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি) এমিলিয়া পেরেজ (নেটফ্লিক্স) সেরা অভিনেতা (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি) সেবাস্টিয়ান স্ট্যান (অ্যা ডিফারেন্ট ম্যান) সেরা অভিনেত্রী (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি) ডেমি মুর (দ্য সাবস্ট্যান্স) সেরা পার্শ্ব অভিনেতা কিয়েরান কলকিন (অ্যা রিয়েল পেইন) সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী জোয়ি সালদানিয়া (এমিলিয়া পেরেজ) সেরা পরিচালক।

হাতিয়ায় দিনে-দুপুরে ডাকাতি, টাকা স্বর্ণালংকার লুট

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : হাতিয়া পৌরসভায় দিনে-দুপুরে দূর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাত দল ওই বাড়ির শাহাদাত মোল্লার ঘর থেকে সাড়ে ৩ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৬৫ হাজার টাকা মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। হাতিয়ার পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড চরকৈলাশ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত শাহাদাত মোল্লা বলেন, প্রতিদিনের মতো প্রাইমারি শিক্ষিকা স্ত্রীকে স্কুলে পৌঁছে দিতে নিয়ে বের হয়ে যান তিনি। এসময় ঘরে তার শালার ১০ বছর বয়সী মেয়ে সামিয়া একা ছিলো। প্রত্যক্ষদর্শী সামিয়া বলেন, সাড়ে ১১টার দিকে ঘরের সামনের দরজা দিয়ে ৮ জন মানুষ ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের সবার মুখ বাঁধা ছিলো। এসময় ডাকাতরা তাকে চুপ থাকার জন্য বলে এবং চিৎকার করলে মেরে ফেলবে বলে ধমক দেয়। পরে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘরের আলমারি ভেঙে এবং সকল জিনিস পত্র তছনছ করে স্বর্ণ ও টাকা নিয়ে চলে যায়। হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমঙ্গলে উচ্চ মুল্যের ফসল আবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মুল্যের ফসল আবাদ ও বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নন গ্রুপ ভিত্তিক এক দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক নিলুফার ইয়াসমিন মোনালিসা সুইটি। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আলাউদ্দিন, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুকুর রহমান। প্রশিক্ষণে উপজেলার ৬০ জন কৃষাণ-কৃষাণী অংশগ্রহন করেন। এরমধ্যে ৪০ জন কৃষক এবং ২০ জন কৃষাণী অংশ নেন।

সিরাজদিখানে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ ইং উদ্বোধন করা হয়েছে। মালখানগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম, মালখানগর কলেজ মাঠে এ টুর্নামেন্ট খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পূর্বাশার আলো বন্ধু মহল সংগঠনের আয়োজনে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মালখানগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুজ্জামান টিটু।রাকিব হাসান মোল্লার ব্যাবস্থাপনায় ও সাব্বির মৃধার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মালখানগর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম। এ সময় আরো অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মালখানগর ইউনিয়ন বিএনপির সহ -সভাপতি খোরশেদ আলম শিশির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউনিয়ন যুবদল সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, মালখানগর কলেজ গভর্নিং বডি সাবেক সদস্য আনোয়ার হোসেন রাজা, সমাজ সেবক মো. আহাদ মুরাদ, সার্জেন্ট (অবঃ) শাজাহান সিরাজ। খেলায় জাস্টিস ও স্কোরারের দায়িত্ব পালন করেন ক্রীড়া ব্যাক্তিত্ব হারুন মোল্লা। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, সাঈফ হোসেন, মো রকিব খান, মো. মাহফুজ, রাজ রাজিব, শান্ত চক্রবতী, তানজিম লিমন, শিথুল হালদার, গোলাম রাব্বি, রুপু বেপারী, হিমেল আহমেদ, রবিন আহমেদ প্রমুখ। উদ্বোধনী খেলায় ৪ টি দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম খেলায়ওটিম রয়েল মুন্সীগঞ্জ বনাম ওভিআইপি টিম টাইগার বয়রাগাদ্দী প্রতিযোগিতা করে।

শৈলকুপায় লোকসানে হতাশ ফুলকপি চাষিরা

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সবজি ফুলকপি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। ফুলকপি চাষে খরচের টাকা না উঠায় তারা হাতাশা প্রকাশ করছেন। লাঙ্গলাবাঁধ বাজার ও শৈলকুপা বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতি পিচ ফুলকপি পাইকারী ২ টাকা থেকে শুরু করে ৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানালেন ফুলকপির এমন দামে চাষির ব্যাপক লোকসান হবে। তবে সরকারী ভাবে প্রত্যেক কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে তুলনা করে একটি মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। শৈলকুপা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায় চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৩৮৫ হেক্টর জমিতে ফুলকপির আবাদ হয়েছে। ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের ডাউটিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেন জানান, তিনি এবার ৪০ শতাংশ জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছেন। ভরা এ মৌসুমে কপির যে দাম তাতে চাষিদের খরচের টাকা উঠবে না। এক বিঘা জমিতে ৪ হাজার পিচ কপির চারা রোপন করা যায়। একপিচ চারার মূল্য পরে আড়াই টাকা। এর সাথে সার সেচ ও শ্রম হিসাব করলে বিক্রি পর্যন্ত একপিচ কপিতে খরচ হয় ১০ টাকার মত। আর তা যদি বিক্রি করতে হয় ২ টাকা থেকে ৬ টাকায় তাহলে চাষির অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়াবে। ফুলহরী গ্রামের বদর উদ্দিন বলেন, অনেক চাষি ফুলকপি মাঠে কেটে ফেলছে। দেড় কেজি ওজনের একটি কপি উৎপাদনে মিনিমাম ১০ টাকা খরচ হয়। আর তা বিক্রি হচ্ছে ৫ থেকে ৬ টাকা পিচ। প্রত্যেক কপিতে লোকসান গড়ে ৪ টাকা। কপি বিক্রি করে পরিবহন খরচই হচ্ছে না বলে জানান। লাঙ্গলবাঁধ বাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা শরিফহোসেন বলেন, পাইকারী প্রতিপিচ ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ২ টাকা থেকে ৬ টাকা।

তারা দেড় কেজি ওজনের একটি কপি খুচরা বিক্রি করছেন ১০ টাকা। আমরা যে রকম কিনতে পারবো সেই রকম বিক্রি করব। কিন্ত চাষিরতো ব্যাপক লোকসান। ভরা মৌসুমে ফুলকপির এমন দামে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান বলেন, বর্তমানে ফুলকপি যে দামে বিক্রি হচ্ছে তাতে চাষির অনেক লোকসান হবে। তার দাবী চাষির প্রত্যেকটা পণ্যের লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে হলে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের উচিত প্রত্যেকটা কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে তাল মিলিয়ে মূল্য নির্ধারন করা। তাহলে চাষিরা উপকৃত হবে।

সবুজে ভরা খেতের বুকে লাঙল কাঁধে নিয়ে চলেছেন কৃষক। গঙ্গাচড়া, রংপুর।

কালীগঞ্জে বেড়েছে চুরি-ছিনতাই

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে বিভিন্ন দোকান,মটর সাইকেল,মসজিদসহ একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। এতে দিন দিনই বাড়ছে আতঙ্ক। ছিনতাইয়ের পাশাপাশি চুরি বেড়েছে। রাতে রিকশা দিয়ে চলাচল করা ও মটরসাইকেলে যাত্রীদের বেশি টার্গেট করা হচ্ছে। প্রশাসনের জোড়ালো অভিযান না থাকার কারণেই জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে। কালীগঞ্জ উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের মোল্যাকুয়া গ্রামের প্রতিবন্ধী সাখাওয়াত মোল্যার ছেলে সাবুদ্দিন মোল্যার ২টি গরু দিবাগত রাতে চুরি করে নিয়ে গেছে। গরু ২টির মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা।২৮ সেপ্টেম্বর কমলাপুর গ্রামে গভীর রাতে ৪ কৃষকের ৯টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। কমলাপুর গ্রামের বাবর আলী বিশ্বাসের দু'টি বড় গাভী ও একটি বাছুর। একই বাড়ির মুজিবুর রহমানের তিনটি গরু, সোবহান মাস্টারের একটি দেশি গাভী, মোহাম্মদ মন্নুর একটি বড় ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী ও মিলন মিয়ার একটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্রের সদস্যরা। ৯ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে উপজেলায় ৩টি চুরি সংগঠিত হয় যার মধ্যে ২টি পৌরসভার মধ্যে মেইন বাসষ্ট্যান্ডে যশোর রোডে ও কোটচাঁদপুর রোডে এ দুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। কালীগঞ্জ মেইন বাসষ্ট্যান্ড জামে মসজিদ মার্কেটে বাবলু জেনারেল ষ্টোরের তালা ভেঙে প্রতিবদ্ধী বাবলু রহমানের নগদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে যায় এবং কোটচাঁদপুর রোডের বিহারী মোড়ে আড়পাড়া জামে মসজিদের মেইন গেটের তালা ভেঙে মসজিদের ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে গেছে। এ রাতেই উপজেলার বড় ভাটপাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে আরিফ হোসেন এর বাড়ি থেকে একটি ষাড় গরু ও একটি বকনা গরু গোয়াল থেকে বের করে বাস্তায় নিয়ে আসার পর তার চাচা টের পেয়ে গেলে চোরেরা গরু গুলো রেখে পালিয়ে যায়।৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাংবাদিক বাবুল আক্তারের বাসার নিচ থেকে তার ব্যবহৃত ১০০ সিসি হিরো হোন্ডামোটর সাইকেল,তার আগে নতুন বাজার এলাকায় বাসার নিচ থেকে সাইফুল ইসলাম মোহনের ডিসকভারি মটর সাইকেল চুরি হয়, ২ ডিসেম্বর রাত দুটার দিকে দিশারী কাঠগোলা নামক প্রতিষ্ঠানে একদল ডাকাত ডাকাতির চেষ্টা চালাই। ২ ডিসেম্বর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি এবং চকলেট বাজি উদ্ধার করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এসময় লাল মিয়া ও জাহাঙ্গীর আলম নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলা তেহরীহুদা গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে। আটক লাল মিয়া ওই গ্রামের রোস্তম মন্ডল ও জাহাঙ্গীর আলম নুরুজ্জামানের ছেলে।এসময় তাদের হেফাজত থেকে দেশি পিস্তল তৈরির কাজে ব্যবহৃত দুটি লোহার বডি, একটি লোহা কাটার করাত, দুটি মোবাইল, একটি লোহার তৈরি দেশি পাইপগান, তিন রাউন্ড রাইফেলের গুলি, এক রাউন্ড শর্টগানের গুলি, দুটি রাইফেলের গুলির খোসা, একটি গুলির পিলেট, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত সিং, ছয়টি ব্যারেল, একটি লোহার পাইপ, একটি কাঠের বাটযুক্ত ছোরা, একটি পুরাতন চাইনিজ কুড়াল, আটটি চকলেট বাজি এবং ২১ হাজার পাঁচশ' ৫০ টাকা উদ্ধার করে।২২ নভেম্বর শহরের আড়পাড়া এবং কাশিপুর মাঠপাড়ায় যৌথ বাহিনী ও পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসসহ ৪ জনকে আটক করা হয়েছে।কালীগঞ্জ থানা পুলিশের যৌথ একটি দল মাদক কারবারি জাহাঙ্গীর হোসেনের আড়পাড়ার বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে দিপালী বেগম, চম্পা বেগম এবং ডলি বেগমকে আটক করা হয়। যৌথ বাহিনী আসার খবর পেয়ে কারবারিরা ইয়াবার প্যাকেট বাথরুমের প্যানের মধ্যে ফেলে দেয়।

সেগুলোসহ ঘরের মধ্য থেকে আরও ইয়াবা, ফেনসিডিলের ১৬টি খালি বোতল, ৭টি মোবাইল ফোন, ২টি পাসপোর্ট এবং নগদ ২৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেজর আকিকুর রহমান রুশাদ।একইদিন রাতে কাশিপুর মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আনছার আলী নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০৩ পিচ ইয়ারবাসহ আটক করে পুলিশ।৯ নভেম্বর কোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি গোলাম সরোয়ার হোসেন মোল্লাকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা।২৩ সেপ্টেম্বর যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পিরোজপুর এলাকায় সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় (৬০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।১১ সেপ্টেম্বর র‍্যাবের অভিযানে এক হাজার ৪২ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই কারবারী আটক করে কালীগঞ্জ উপজেলার কাঠালবাগান এলাকার শাহাবুদ্দিনের ছেলে বাদশা হোসাইন।২৫ ডিসেম্বর রাতে শরিফ ডেকোটের ঘরে দেওয়াল ভেঙ্গে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।

ডুমুরিয়ায় ইট ভাটায় অভিযানে লাখ টাকা জরিমানা

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ডুমুরিয়ায় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইট প্রস্তুত ও পোড়ানো এবং ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে আরো ৭টি ইটভাটাকে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত্বর অভিযান চালিয়ে জরিমানা ধার্য্য এবং পানি ছিটিয়ে ভাটার জ্বলন্ত চুল্লী নিষ্ক্রয় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম এবং ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আসাদুর রহমান। অভিযানে দণ্ডপ্রাপ্ত ইটভাটা গুলো হলো- আটলিয়া ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া এলাকায় অবসি্হত আব্দুল হাই বাহাব্বর মেসার্স বাহার ব্রিক্স্বর চুল্লী ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং পানি ছিটিয়ে ভাটার জ্বলন্ত চুল্লী নিভিয়ে নিষ্কৃয় করা হয়। খর্ণিয়া ব্রিজের উত্তর পাশে অবস্থিত শাহাজান জমাদ্দার মালিকানাধীন সান ব্রিকসে ২ লাখ টাকা, রানাই এলাকায় অবসি্হত মেরী ব্রিকসে ২ লাখ টাকা ও আব্দুল লতিফ জমাদ্দারের জে.বি ব্রিকসে ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং আমিনুর রশিদ্বর মালিকানাধীন লুইন ব্রিকসে ২ লাখ টাকা,চহেড়া এলাকার গাজী আব্দুল হকের সেতু ব্রিকসে ১ লাখ এবং শোলগাতিয়া এলাকায় ইকবাল জমাদ্দারের স্টোন ব্রিকসে ২ লাখ টাকা জরিমানা সহ মোট ১১ লাখ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা করা হয়।এ সময় অধিকাংশ ইটভাটার জ্বলন্ত চুল্লীতে পানি ছিটিয়ে নিষ্ক্রয় করা হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার উপজেলার শোলমারী নদী তীরবর্তী এন,কে,বি ব্রিক্সে ৫ লাখ টাকা,এস,বি ব্রিক্সে ২ লাখ টাকা এবং সেতু ব্রিক্সে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করে আদায় করা হয়। আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়,ডুমুরিয়া উপজেলার খর্ণিয়া ও শোলগাতিয়া এলাকায় ভদ্রা ও হরি নদীর চর ভরাটিয়া জমির কিছু অংশ দখল করে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ইট ভাটা। ইট ভাটাগুলোর লাইসেন্স এবং পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রের মেয়াদ বেশি সময় ধরে উত্তীর্ণ হলেও অবৈধভাবে তা পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাগানবিলাস ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে গাছের ডালটি। কামিলছড়ি, রাঙামাটি।

খেত থেকে আলু তোলায় ব্যস্ত কৃষকেরা। কুকরুল, বগুড়া।

পোরশার শীতের পিঠার ব্যবসা জমে উঠেছে

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : চলছে পৌষের হাড় কাপানো শীত। কনকনে হাড়কাপানো এ শীতে চারিদিকে দিন-রাত্রি যখন ঘনকুয়াশায় ঢাকা, তখন নওগাঁর পোরশা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে চলছে শীতের পিঠা বিক্রির ধুম। শীতের মধ্যে স্থানীয়রা এসব পিঠা ১৫ থেকে ৫০ টাকা দামে কিনে খাচ্ছে। এতে যেন ফুরসত নেই, সেই পিঠা বিক্রেতাদের। সূর্য্যি মামাকে মেঘ ঢেকে রাখার কারনে সারা দিনই রয়েছে সকালের আমেজ। আর এই আমেজে ছোট-বড় সকলেই যেন মেতে উঠেছে গ্রামীন বাজারের ভাপা পিঠায়। এছাড়া উপজেলার গ্রাম গুলির বাড়িতে-বাড়িতে চলছে সকাল-সন্ধায় ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা সহ বিভিন্ন পিঠার সমারোহ। সব মিলিয়ে যেন উৎসবের গ্রামীন এ বরেন্দ্র জনপথ। বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখাগেছে, পিঠার কারিগররা ভাপা পিঠা, চিতইপিঠা আর মাসকালাইয়ের রুটি তৈরী এবং বিক্রিতে ব্যস্ত। সরাইগাছি মোড়ের ভাপা পিঠা বিক্রেতা কাওছার সিদ্দিকি ও মাসকালাই রুটি বিক্রেতা একরামুল জানান, প্রতিদিনই তারা ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার পিঠা বিক্রি করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে ১০টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এসব ব্যবসা চলে। এতে তাদের সংসারও চলে ভাল। অনেকে পরিবারের জন্য তাদের তৈরী পিঠা কিনে নিয়ে যান বলে জানান তারা। দীর্ঘদিন থেকে তারা পিঠা-পুলির এ ব্যবসা করে আসছেন। সামাজিকভাবে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি তারা এ পেশা ধরে রেখেছেন বলে জানান। কম খরচে ভালো লাভের আশায় তারা এ ব্যবসা করছেন এবং শীতের এ মৌসুমে তাদের এ ব্যবসায় বেশ ভাল আয় হয় বলেও তারা জানান। এসময় কথা হয় নিতপুর বাংগাল পাড়ার বাসিন্দা আমির উদ্দিন বাবু ও কামরুজ্জামান সরকার বাবুর সাথে তারা জানান, শীতে ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা সহ বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরী পোরশা উপজেলার একটি পুরোনো ঐতিহ্য। এসময় তারা নিজ মেয়ে-জামাই এবং অনেক আত্নীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে শীতের পিঠা-পুলি খাওয়ার উৎসবে মেতে উঠে। তাছাড়া শীতে বাড়িতে তৈরী পিঠা খেতে অনেক মজা। সব মিলিয়ে প্রতিবছর শীতে বরেন্দ্র খ্যাত এ জনপদের বিভিন্ন বাজার, মোড় ও গ্রামে-গ্রামে স্থানীয়রা পিঠা-পুলি খেতে মেতে উঠেন বলে অনেকে বলছেন।

চাটমোহরে ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : চাটমোহর স্পোর্টস একাডেমি আয়োজিত সরকারি আরসিএন এন্ড বিএসএন মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ বালুচরে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টে। টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী। টুর্ণামেন্টের র‍্যাঙ্কিং ও নন র‍্যাঙ্কিং গ্রুপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যাঙ্কিংয়ে টিম ব্লুজের ঝুমার-অহিদুল জুটি পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর অনিক-রিয়াদ জুটিকে ২-১ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নন র‍্যাঙ্কিংয়ে মানিক কাজী স্পোটিং ক্লাবের জাবের-রাব্বি জুটি ২-০ সেটে সনি ডায়াগনস্টিকের অভি-মোহন জুটিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী। এসময় সহকারী পুলিশ সুপার (চাটমোহর সার্কেল) আরজুমা আকতার,সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান শাকিল,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা হাসাদুল ইসলাম হীরা,বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম কালু,ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোখলেসুর রহমান বিদ্যুৎ,প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল,সাবেক সভাপতি রকিবুর রহমান টুকুন,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ আঃ জব্বার,রবিউল করিমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে এই ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। টুর্ণামেন্টে দেশের ও দেশের বাইরের নন র‍্যাঙ্কিং ও র‍্যাঙ্কিং দলে সেরা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। টুর্ণামেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন চাটমোহর স্পোর্টস একাডেমির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তাইজুল।

সুন্দরগঞ্জে ৮০ হাসকিং চাতাল বন্ধ

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : অটো রাইস মিল চালু, মূলধনের অভাব, শ্রমিক সংকট, বরাদ্দ বিভাজনে খাদ্য গুদামের অনিয়মসহ নানাবিধ কারনে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় একটি অটো মিলসহ ১২০টি হাসকিং চাতালের মধ্যে ৮০টি চাতাল বন্ধ রয়েছে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে গত ১৭ নভেম্বর হতে আগামি ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত থাকবে। সরকারি ভাবে চালের কেজি ৪৭ টাকা এবং ধান ৩৩ টাকা নির্ধারন করে উপজেলার সুন্দরগঞ্জ ও বামনডাঙ্গা খাদ্য গুদামে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় ১ হাজার ১৩ মেট্রিক টন এবং ধান ১ হাজার ১৮ মেট্রিক টন। এ পর্যন্ত ২৭০ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ হলেও এক কেজি ধানও সংগ্রহ হয়নি। অটো রাইস মিল চালু এবং মুলধনের অভাবে হাসকিং চাতাল ব্যবসা এখন বন্ধের পথে দাবি করেন উপজেলা চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি শাহাদৎ হোসেন আনন্দ।

পৌষের রোদমাখা সকালে ফাঁকা সড়ক দিয়ে ছুটে চলেছেন ফেরিওয়ালা। পানাপুকুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর,

রাণীনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ফ্রেন্ডশিপ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের আয়োজনে একদিনের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। "অসহায় মানুষের পাশে আমরা" স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলার সিম্বা স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে দেড় শতাধীক নবজাতক শিশু ও বিভিন্ন বয়সিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আয়োজকরা জানান, চিকিৎসা সেবা শুরু করা হয়। এসময় ক্যাম্পে নবজাতক শিশু,ডাক্তার পরামর্শ,ডায়াবেটিকস নির্ণয়,ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় এবং ব্লাড প্রেশার নির্ণয় করা হয়। ক্যাম্পে নবজাতক শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করেন বগুড়া টিএমএসএস মেডিকেল কলেজের নবজাতক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রায়হানুল ইসলাম। অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে সভাপতিত্ব করেন মাহবুবে শহিদ (সবুজ)। এসময় ফাউন্ডেশনের সদস্য সামিউল বারী,রবিউল ইসলাম রবিন,মশিউর রহমান,রনি হালদার,রাশেকুল ইসলাম,মোদাসসির হোসেন,ও একে এম রেদয়ান হোসেন এবং স্থানীয়দের মধ্যে গ্রাম্য চিকিৎসক জামিল ইসলাম,ফায়জুল্লা খাঁন উজ্জল ও নাজমুল হক স্বপন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলে অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে সুবিধা বঞ্চিত অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক এডভোকেট ফরহাদ ইকবাল। সদর উপজেলার ১২নং মাহমুদ নগর ইউনিয়নে মেজর মাহমুদুল হাসান উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় প্রায় চার শতাধিক অসহায় শীতার্তদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কাসেম, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলিম, জেলা মহিলাদলের সভানেত্রী নিলুফার ইয়াসমিন, সাধারন সম্পাদক এডভোকেট রক্সি মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার স্বপ্না, সদর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেন, মামুন সরকার, অত্র ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালীতে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে শীতার্তদের মাঝে উপজেলা বিএনপ্পির কম্বল বিতরণ করেন। কাউখালী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে উপজেলার কাউখালী সদর ইউনিয়নের আয়রন, জয়কুল, কাঁঠালিয়া, মুক্তারকাঠি সহ বিভিন্ন এলাকায় পাঁচ শতাধিক অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণ করেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম আহসান কবির, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও যুবদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এইচএম দ্বীন মোহাম্মদ, উপজেলা বিএনপির সম্মানিত সদস্য শাহ ইমরান ফারুক, কাউখালী সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম শহিদুল ইসলাম বাদল সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ নেতৃবৃন্দ। এ সময় উপজেলা বিএনপির আহবায়ক এসএম আহসান কবির ও সদস্য সচিব এইচ এম দ্বীন মোহাম্মদ জানান, আমরা উপজেলার অসহায় শীতার্তদের মাঝে তালিকা করে তাদের কম্বল বিতরণ করিছি এবং আমাদের এই কম্বল বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

গাইবান্ধায় ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

গাইবান্ধা প্রতিনিধিঃ গাইবান্ধা সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের উত্তর ধানঘড়া গ্রাম থেকে ১০৫ পিস ইয়াবাসহ সামিউল মিয়া (৩৭) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিধপ্তর। সদর উপজেলার উত্তর ধানঘড়া গ্রামের নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সামিউল মিয়া ওই গ্রামের নজিজল হকের ছেলে। মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গাইবান্ধার উপপরিচালক শাহ্ নেওয়াজ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকালে সামিউল মিয়ার বাড়ীতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তার ঘর থেকে ১০৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গাইবান্ধা সদর থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাতক্ষীরার বণিক সমিতির ১২ জন সদস্যর একযোগে পদত্যাগ

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার তালা বাজার বণিক সমিতির সহ-সভাপতি সহ ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তারা পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে সভাপতি কাজী গাওসুল আজম মারুফ ও সাধারণ সম্পাদক কাজী লিয়াকত হোসেন পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারীরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি সরদার কবির আহম্মেদ, সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, দপ্তর সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ, কোষাধ্যক্ষ দ্বীন বন্ধু দাশ, ক্রীড়া ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক সাইদ সম্রাট, নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক সাকা পাড়, সদস্য কাজী কামেল, ইউনুচ মোড়ল ও মহিদুল মহলদার। তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোঃ রাসেল জানান, পদত্যাগ হাতে পেয়েছি, কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পেতে যাচ্ছেন লিও

স্পোর্টস ডেস্ক : অর্জনের শেষ নেই লিওনেল মেসির। ফুটবল বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়া মেসি কত কিছুই তো পেয়েছেন জীবনে। ফুটবলের সর্বোচ্চ পুরস্কার ফিফা বিশ্বকাপও জিতেছেন। ব্যক্তিগত সামাজ্যের পুরস্কার ব্যালন ডি'অরও জিতেছেন আটবার। শোকেসে কতশত ট্রফি। সেই সাফল্যের মুকুটে এবার নতুন এক পালক যুক্ত হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পেতে যাচ্ছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে থেকে পদক বুঝে নেবেন মেসি। মেসি, বাস্কেটবল কিংবদন্তি ম্যাজিক জনসন, হলিউড তারকা ডেনজেল ওয়াশিংটন, মাইকেল জে ফক্স, সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ মোট ১৯ জন এবার পাচ্ছেন প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। হোয়াইট হাউজ এক বিবৃতিতে এ খবর নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, বিশ্বশান্তি, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই পদক দিয়ে সম্মানিত করে থাকেন। হোয়াইট হাউজ মেসিকে পুরস্কারে জন্য মনোনীত করার কারণ হিসেবে শিশুদের জন্য তার দাতব্য কাজের কথা উল্লেখ করেছে। মেসি নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে যাচ্ছেন। এছাড়া ইউনিসেফের (আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল) শুভেচ্ছাদূতের দায়িত্বও পালন করছেন। প্রথম পুরুষ ফুটবলার হিসেবে এই সম্মান পাচ্ছেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী নারী ফুটবলার মেগান র‍্যাপিনো এই পদক পান ২০২২ সালে। ২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। দুই বছরও হয়নি অথচ দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক সর্বোচ্চ পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন আর্জেন্টাইন তারকা। বয়স বাড়লেও মেসির পারফরম্যান্সে কোনো ঘাটতি নেই। এই মৌসুমে ১৯ ম্যাচে ২০ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬টি। তাতে মিলিছে ২০২৪ সালের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মোস্ট ভ্যালুয়েবল খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

জাতীয় দলে আর ফিরছেন না, আফ্রিদিকে জানালেন তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক : নানা নাটকীয়তার জন্ম দিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলা হয়নি তামিম ইকবালের। তার নেতৃত্বে দল ওয়ানডে সুপার লিগের শীর্ষ চারে জায়গা করে নিলেও সেই তামিমই যাননি কিংবা যেতে পারেননি বিশ্বকাপে। এমনকি এরপর আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলেননি। তামিম ভক্তরা এখনও চাতক পাখির মতো আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, আরও একটি ম্যাচে যদি বাংলাদেশের জার্সিতে দেখা যেত তামিমকে কিন্তু না, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছেন তামিম। সম্প্রতি শহীদ আফ্রিদির সাথে আলাপকালে এ বিষয়টি জানিয়েছেন তামিম। বিপিএল খেলতে বাংলাদেশে এসে মোহাম্মদ নবীসহ কয়েকজন বিদেশি ক্রিকেটারের সাথে নৈশভোজ করছিলেন আফ্রিদি। সেখানে ছিলেন ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক তামিম ইকবাল, আফ্রিদির জামাতা শাহীন শাহ আফ্রিদিও। রাতের খাবার খাওয়ার সময় আফ্রিদি তামিমের কাছে জানতে চান, 'তামিম, তুমি কি পুরোপুরি অবসর নিয়ে ফেললে? শেষ?' পাশে একটি চেয়ারে বসে তামিম তখন ব্যাট নাড়াচাড়া করছেন। আফ্রিদির প্রশ্নের জবাবে তামিম বলেন, 'জাতীয় দল থেকে জাতীয় দলে আর খেলছি না।'আফ্রিদির ভিডিওতে মোহাম্মদ নবীও তার অবসর পরিকল্পনা জানান। তিনি বলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়ে ওয়ানডে থেকে অবসর নেবেন, এরপর শুধু টি-টোয়েন্টিই খেলবেন। এ সময় মজার ছলে আফ্রিদি বলেন, এখনও তো তরুণ তুমি, খেলতে থাকো, অবসর নেওয়ার কী প্রয়োজন। মাশরাফি বিন মর্তুজা অধিনায়ক হওয়ার পর একদিনের ক্রিকেটে শক্তিশালী দল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। তামিম অধিনায়কত্ব নিলে দল চলে যায় পরাশক্তির কাতারে। এমনকি তার নেতৃত্বের সময়ই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ। তবে সাকিব আল হাসানের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে তামিম প্রথমে নেতৃত্ব ছাড়েন, এরপর বিশ্বকাপেও যাননি। সাকিবের নেতৃত্বে খেলতে গিয়ে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ছিল বিব্রতকর। কোনোমতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোয়ালিফাই করা টাইগাররা ৮ নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করে। যেখানে বাংলাদেশের নিচে ছিল শুধু শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে সামনে রেখে অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন, শেষবারের মতো যদি তামিমকে দেখা যায় জাতীয় দলে।

রোহিত-কোহলির অবসর নিয়ে যা বললেন গম্ভীর

স্পোর্টস ডেস্ক : আইসিসির বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২৫ চক্রের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে ভারত। প্রায় নিশ্চিতই ছিল ফাইনালের জায়গাটা। তবে শেষের দিকে নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ এবং বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ ব্যবধানে হেরে ফাইনালে উঠতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। টেস্টে ক্রিকেটারদের অফ ফর্ম নিয়ে বেশ ভুগতে হয়েছে ভারতকে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ম্যাচে একদমই হাসেনি রোহিতের ব্যাট। এর আগের বেশ কিছু সিরিজেও বিবর্ণ ছিলেন রোহিত শর্মা। যে কারণে সিডনিতে শেষ টেস্টে তাকে একাদশের বাইরে রেখে মাঠে নামে ভারত। কোহলি পার্থ টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকালেও বাকি ম্যাচগুলোতে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। ফলে এই দুই ব্যাটিং গ্রেটের দলে জায়গা পাওয়া, না পাওয়া এবং অবসরের ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সিডনি টেস্ট শেষে অবশ্য রোহিত-কোহলিদের ভবিষ্যত নিতে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। বরং তাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন গম্ভীর। তবে তার মতে, সবকিছুর আগে প্রাধান্য পাওয়া উচিত দেশ এবং দলের। সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীর বলেন, 'দেখুন আমি কোনো প্লেয়ারের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে পারি না, এটা তাদের উপরেও নির্ভর করছে। তবে আমি যা বলতে পারি যে তাদের মধ্যে এখনও ক্ষুধাটা রয়েছে, এখনও তাদের প্যাশন রয়েছে, তারা বেশ শক্ত মানসিকতার মানুষ। আশা করছি তারা ভারতের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে যতটুকু বুঝতে পারি, তারা যে পরিকল্পনাই করুক না কেন, ভারতের মানুষের ভালোর কথা চিন্তা করেই করবে।

জয় দিয়ে বছর শুরু করলো বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : সদসমাপ্ত ২০২৪ সালের শেষটা ভালো হয়নি বার্সেলোনার। বছরের শেষ দুই ম্যাচ হেরেছিল হান্সি ফ্লিকের দল। তবে নতুন বছরটা বেশ দারুণ করেই শুরু করেছে বার্সা। বছরের প্রথম ম্যাচ কোপা দেল রে-তে চতুর্থ শ্রেণির ক্লাব বার্বাস্ত্রোকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। দুর্দান্ত জয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করেছে বার্সা। বার্সার জয়ের দিনে অন্যরকম সেঞ্চুরি করেন বার্সা কোচ ফ্লিক। কোচিং ক্যারিয়ারে এটি ১০০তম জয় জার্মান মাস্টারমাইন্ডের। গত শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ২১ মিনিটে লিড নেয় বার্সা। রোনাল্ড আরাওহোর হেড থেকে করা পাসে বুলেট গতির আরও একটি হেড দিয়ে বল জালে ফেলেন এরিক গার্সিয়া। এতে ১-০ তে এগিয়ে যায় বার্সা। ১০ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। পোল্যান্ডের এই ফরোয়ার্ডও গোল করেন হেড দিয়ে। বিরতি থেকে এসেই (৪৭ মিনিটে) নিজের দ্বিতীয় গোল করেন চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত লা লিগার সর্বোচ্চ (১৬) গোলদাতা। এবার লেওয়ানডস্কিকে অ্যাসিস্ট করেন পাবলো তোরে। এতে ৩-০ তে এগিয়ে যায় বার্সা। বার্বাস্ত্রোর কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি ঠুকে দেন পাবলো তোরে। তৃতীয় গোলে সহায়তা দেওয়া স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গোলটি করেন ৫৬ মিনিটে। বার্বাস্ত্রোর গোলরক্ষক আরনাউ ফেব্রিগার ভুলে গোল করে বার্সা ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : বছরের শুরুটা দারুণই করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। মৌসুমের বাকি অর্ধেকটা ভালো করার ইঙ্গিত দিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল। ২০২৫ সালে নিজেদের প্রথম ম্যাচ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে সিটি। আগের লিগ ম্যাচে লেস্টার সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল আকাশী-নীলরা। গত অক্টোবরের পর এই প্রথম টানা দুই ম্যাচে জয় পেলো ম্যানসিটি। গত শনিবার রাতে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে জোড়া গোল করেছেন ম্যানসিটি তারকা আরলিং হালান্ড। ২০ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে আছে সিটি। দুই ম্যাচ হাতে থাকা লিভারপুল থেকে এখনো ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে গার্দিওলার দল। ১৮ ম্যাচের টেবিলের শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৪৫। ম্যানসিটির সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ওয়েস্টহ্যামের অবস্থান ১৩তম। ম্যানসিটির ৩টি গোলেই অবদান রাখেন সাভিনহো। ১০ মিনিটে ওয়েস্টহ্যামের আত্মঘাতী গোলেও নাম জড়িয়ে ছিল ব্রাজিলিয়ান এই তারকার। ৪২ ও ৫৫ মিনিটে আকাশী-নীলদের ২টি গোলে অ্যাসিস্ট করেন সাভিনহো। ২টি গোলই করেন হালান্ড। গত সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে জোড়া করলেন নরওয়েজিয়ান ফরোয়ার্ড। সিটির শেষ গোলে সহায়তা করেন কেভিন ডি ব্রুইনা। ৫৮ মিনিটের বেলজিয়ান তারকার অ্যাসিস্টে গোলটি করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন। এতে ম্যানসিটি এগিয়ে যায় ৪-০ গোলে। ৭১ মিনিটে ওয়েস্টহ্যামের সান্ত্বনার একটি গোল করেন নিকলাম ফুলক্রুগ। শেষ বাশিঁর আগ পর্যন্ত ম্যাচের স্কোরলাইন বহাল থাকে ৪-১ তেই। প্রিমিয়ার লিগের এই মৌসুমে এ নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার কোনো ম্যাচে ৪ গোল করলো সিটি। এর আগে ইপসউইচের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জিতেছিল গার্দিওলার দল।

লাইফস্টাইল

যেসব কারণে ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখতে হয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জীবনে কমবেশি সবারই টানাপোড়েন থাকে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্ন না হয়েও উপায় থাকে না অনেক সময়। তবে ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যতই টানাপোড়েনে থাকেন না কেন, তা নিজের ও পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে গোপনীয়তা বজায় রাখার বিকল্প নেই। বর্তমানে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবেগের বশে ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করেন। যদিও নিজের সুখ কিংবা দুঃখের কথা অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার অনেক উপকারিতা আছে। তবে এর অপকারিতাও কিন্তু কম নয়। ব্যক্তিগত জীবন পাবলিক প্লাটফর্মে শেয়ার না করাই ভালো। শুধু তা ই নয় পরিবার কিংবা ভালো বন্ধু ছাড়া অন্যদের কাছে নিজের জীবন গোপনীয় রাখা উচিত, এমনটিই জানাচ্ছে মনোবিজ্ঞান। বিশেষ করে মানসিক সুস্থতার জীবনের গোপনীয়তার কোনো বিকল্প নেই। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, জীবনের গোপনীয়তা বজায় রাখা কেন জরুরি- **কাউকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না,** মনোবিজ্ঞান অনুসারে, যখনই আপনি কারও কাছে আপনার জীবনের ঘটনাগুলো ভাগাভাগি করে নেবেন তখন তিনিও তার মতামত আপনাকে জানাবেন। একই সঙ্গে কোনো ঘটনার জেরে আপনাকে হয়তো ব্যাখ্যাও দিতে হবে। তাই আপনার জীবনকে ব্যক্তিগত রাখলে অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার বোঝা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। **গোপনীয়তাই মনে শান্তি আনে** অনেকেরই ভুল ধারণা আছে, কারও সঙ্গে মনের কথা শেয়ার করলে দুঃখ কমে।

যেসব জিনিস মানিব্যাগে রাখা থেকে বিরত থাকবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ওয়ালেট বা টাকা রাখার ব্যাগেতো টাকাই নেওয়া হয়। তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে মানিব্যাগে টাকা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের কার্ড, ব্যবহৃত রশিদসহ আরও কত কিছু! আর সাবধান না হলে এসব জিনিস হারানো গেলে পড়তে হয় নানান ঝক্কি ঝামেলায়। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আইডেন্টিটি থেফট রিসোর্স সেন্টারয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইভা ভেলাসকেজ রিয়েলসিম্পল ডটকময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, আমরা অনেকেই ওয়ালেট বা মানিব্যাগে নানান সংবেদনশীল জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যেগুলো হয়ত আমাদের দৈনিক জীবনে সবসময় কাজেও লাগে না। এই ধরনের প্রয়োজনীয় কাগজ বা ডকুমেন্ট নিয়ে ঘোরাফেরা করাটা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে। হারানো বা চুরি গেলে পড়তে হয় নানান সমস্যায়। ভ্রমণে গেলে যেমন টাকা আর প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস ছাড়া মানিব্যাগে অন্য কিছু রাখা হয় না, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনেও এই পদ্ধতি খাটাতে হবে, পরামর্শ দেন ভেলাসকেজ। **জাতীয় পরিচয়পত্র,** এই পরিচয়পত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে। যা নিয়ে ঘোরাফেরা করাটা অপ্রয়োজনীয়। এটা হারানো গেলে যে কেউ এই তথ্য ব্যবহার করে নানান সুযোগ নিতে পারে। তাই মানিব্যাগে না নিয়ে বরং একটা কপি নিজের ইমেইলে রেখে দেওয়া যেতে পারে। **পাসপোর্ট,** এটাও এক ধরনের পরিচয়পত্র। দেশের বাইরে ভ্রমণে না থাকলে সবসময় পাসপোর্ট বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। **ব্যাংকের ডেবিট কার্ড,** চিন্তা আসতে পারে মানিব্যাগে ব্যাংকের কার্ড রাখবো না তো কই রাখবো!! তবে ভেলাসকেজয়ের মতে, ডেবিট কার্ড হারানো গেলে সেটা দিয়ে যে কেউ যখন তখন আপনার টাকা তুলে ফেলতে পারে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে মানিব্যাগে ব্যাংকের কার্ড না রেখে সাথের ব্যাগের অন্য কোথাও রাখা যেতে পারে। আর বর্তমান সময়ে ব্যাংকের কার্ড সরাসরি ব্যবহার না করেও, এর নম্বর দিয়ে অনলাইনে মূল্য পরিশোধের নানান ব্যবস্থা আছে। সেগুলোতে অভ্যস্ত হলে নিজের নিরাপত্তা বাড়ানো যাবে। **পুরানো রশিদ,** মনে হতে পারে রশিদগুলোতে কোনো গোপনীয় তথ্য থাকে না। তবে এসব দিয়েই সুযোগ সন্ধানীরা নানান ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। ভেলাসকেজ উদাহারণ দিয়ে বলেন, ধরা যাক এক চোর আপনার মানিব্যাগে রাখা কোনো পুরানো রশিদ পেল। সেটাতে যদি ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের শেষের চারটি নম্বর থাকে, তবে সেই নম্বর দিয়ে সহজেই সুযোগ নেওয়া সম্ভব। **অতিরিক্ত চাবি,** মানিব্যাগে বাসার অতিরিক্ত চাবি নিয়ে ঘোরা মানে, আক্ষরিক অর্থেই চোরকে ঘরে আমন্ত্রণ জানানো। তার শুধু দরকার হবে বাসার ঠিকানা জানা।

সুগন্ধি মোমবাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আবছায়া ঘরে মোমের আলো, সাথে সুগন্ধির সুবাস- এমন রোমান্টিক পরিবেশে কেউ যদি বলে- সুগন্ধি মোমবাতি শরীরের জন্য খারাপ! তখন হয়ত মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তবে আসল বিষয় হল, সুগন্ধিযুক্ত বা ছাড়া যে কোনো মোমবাতি বেশিক্ষণ জ্বললে শরীরে বাজে প্রভাব পড়তে পারে। তা সেটা যতই প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর লেখা থাকুক না কেনো! সিএনএন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, মোমবাতি জ্বালানোর পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। সাধারণ মোমবাতি তৈরি করার প্রধান উপাদান হল 'প্যারাফিন'; যা প্রাথমিকভাবে পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের পরে উপজাত হিসেবে তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ক্যান্ডেল অ্যাসোসিয়েশন'য়ের তথ্যানুসারে- মোমবাতি তৈরির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় 'প্যারাফিন' ব্যবহার করা হয় সারা বিশ্বে। 'ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক'য়ের সহকারী অধ্যাপক পালমোনোলজিস্ট ডা. সোবিয়া ফারুক এই বিষয়ে বলেন, ''প্যারফিন' আসলেই দেহে ক্ষতিকর প্রভাব রাখে, নাকি রাখে না- এই বিষয়ে জোরালো কোনো তথ্য নেই। তবে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ঝুঁকিটা থেকেই যায়।" আর ক্ষতির বিষয়টা নির্ভর করে- কোনো পরিবেশে মোমবাতি জ্বালানো হচ্ছে, কতক্ষণ জ্বলছে, মোমবাতির মান কীরকম, যেখানে জ্বালানো হয়েছে সেখানকার বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা কী- ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। **বিজ্ঞান যা বলে,** 'প্যালাফিন'য়ের তৈরি মোমবাতি জ্বালানোর পর 'ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস (ভিওসি)' বা উদ্বায়ী জৈব যৌগ- যা এক ধরনের গ্যাস, বাতাসে নিঃসরিত হয়- প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করেন চীনের 'কুনমিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি' সংশ্লিষ্ট 'ইয়ান হসপিটাল'য়ের গবেষক ডা. আরিফুল হক। 'আমেরিকান লাং অ্যাসোসিয়েশন'য়ের তথ্যানুসারে এই যৌগ

সাধারণত রং, পরিষ্কারক, প্রসাধনী, এয়ার ফ্রেশনার, গাড়ির ধোয়া, গ্যাসের চুলা জ্বলা-সহ নানান পন্থায় বাতাসে মিশ্রিত হয়। কোনো কোনো 'ভিওসি' নিজেই ক্ষতিকর।

কোনোটা আবার বাতাসে অন্যান্য গাসের সাথে মিশে বিক্রিয়া করে ক্ষতি করে। মোববাতি থেকে প্রায় সময় যে 'ভিওসি' নির্গত হয়, সেটা হল 'টলইউন'। এই স্বচ্ছ বর্ণহীন উদ্বায়ী তরলের রয়েছে স্বতন্ত্র গন্ধ। আর প্রাকৃতিকভাবে অপরিশোধি তেলে থাকে। 'ইউএস এনভায়োরমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি', 'ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' এবং 'অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেল্থ অ্যাডামিনিস্ট্রেইশন'সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'টলইউন'কে বিষাক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কারণ এটা স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রিক বিষাক্ততা তৈরি করে- মাথা ঝিমঝিম, মাথাব্যথাসহ দীর্ঘমেয়াদি নানান রোগের সৃষ্টি করতে পারে। 'বেনজিন' নামক আরেকটি 'ভিওসি' নিঃসরিত হয় প্যারাফিন-যুক্ত মোমবাতি থেকে, যা ক্যান্সারজনক পদার্থ। হক বলেন, 'দীর্ঘসময় এই রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকলে রক্তে সমস্যা হতে পারে।

বিয়ের আগে যেসব ভুল থেকে বিরত থাকা উত্তম

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ভালোবাসার সম্পর্কে জড়ানোর পর অনেকেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যকার বোঝাপোড়া যেমন জরুরি ঠিক তেমনই পরিবারের সদস্যদেরও মতামত নেওয়া জরুরি। আপনি পারিবারিকভাবে বিয়ে করুন কিংবা লাভ ম্যারেজ বিয়ের আগে সঙ্গীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন সময় কাটান। যাতে একে অন্যের সম্পর্কে জানতে পারেন। দেখা গেছে, বিয়ের আগের কয়েকটি ভুল সম্পর্কের উপর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। জেনে নিন কোন ভুলগুলো করবেন না- **পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া-বিরোধ করবেন না,** প্রেম করে বিয়ে করার ক্ষেত্রে পরিবারিক ঝামেলা হতেই পারে। এক্ষেত্রে দুই পরিবারের মধ্যে কারও হয়তো একে অপরকে পছন্দ নয়। তবে সেক্ষেত্রে একটু সময় দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এসব বিষয় নিয়ে যদি আপনি সঙ্গীর সঙ্গেই ঝামেলা বাধিয়ে নেন, তাহলে তো সমস্যা আরও বাড়বে। আবার অনেকেই সম্পর্ক না মানার কারণে নিজের পরিবারের সঙ্গেই বিরোধ ও ঝগড়া করেন। তবে বিয়ের আগে এমনটা করা একেবারেই উচিত হবে। মাথা গরম না করে বরং ঠান্ডা রেখে পরিবারকে মানানোর চেষ্টা করতে হবে। **পরিবারকে দোষারোপ করবেন না,** অনেকেই একে অন্যের পরিবারকে দোষারোপ করেন। দেখা যায়, সম্পর্কে থাকা দুজন মানুষ একে অপরের পরিবারকে সম্মান করছেন না। সম্পর্ক যতই গভীর হোক না কেন সঙ্গীর পরিবারকে নিয়ে খারাপ মন্তব্যের কারণে সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক থাকুন। বিয়ের আগে সঙ্গীর পরিবার নিয়ে তার সঙ্গে কোনো খারাপ কথা নয়। বরং তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলুন। সঙ্গীকে বুঝিয়ে দিন আপনি তাকে ও তার পরিবারকেও ভালোবাসেন। **দুই পরিবারের সঙ্গে বসে কথা বলুন,** একেক অঞ্চলের বিয়ের রীতিনীতি একেক রকম।

যেভাবে এড়িয়ে চলবেন বিব্রতকর পরিস্থিতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত মৌসুম আমাদের দেশ যেন নানান অনুষ্ঠান, নানান আয়োজনের ঋতু। বন্ধুদের আড্ডা, দলবেঁধে ঘুরতে যাওয়া, পিকনিক কিংবা পারিবারিক সম্মেলন- সব কিছুতে অংশ নেওয়া যেমন এই সময়ে আনন্দের তেমনি মাঝে মাঝে পড়তে হয় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। কারণ কোনো কোনো সময় এমন অবস্থা তৈরি হয় যেখানে হয়ত মুখ থেকে কথা বের হয় না বা অস্বস্তিতে পড়তে হয় অপরিচিত মানুষ বেশি হলে। এমন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে সিএনএন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক'য়ের 'হ্যামিল্টন কলেজ'য়ে দর্শনশাস্ত্রের সহযোগী অধ্যাপক অ্যালেক্সান্ড্রা প্লাকিয়াস বলেন, ''সামাজিক যোগাযোগে বিব্রতকর অবস্থা তখনই তৈরি হয় যখন হঠাৎ করেই নিজেকে আবিষ্কার করতে হয় যে, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর হয়ত আপনি সেটা আশাই করেননি।" এরকম হলে নৈতিকভাবে নিজেকে সঠিক মনে হলেও মুখ দিয়ে কথা ফুটে না। এটার ভালো দিক হল- তখন বোঝা যায় আশপাশের সামাজিক অবস্থায় কোনো সমস্যা আছে বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। প্লাকিয়াস বলেন, ''মানুষ কখনও বিব্রতকর হয় না, হয় পরিস্থিতি। প্রায় সময় বিব্রতকর অবস্থা আর অস্বস্তিতে ভোগাকে এক করে ফেলা হয়। দুটি আসলে ভিন্ন বিষয়।" অস্বস্তি হল ব্যক্তিগত অনুভূতি বা ভুল পদক্ষেপ; যা সঠিক পদক্ষেপে কাটিয়ে ওঠা যায়। আবার অনুমান করেও ব্যাপারটা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। বিব্রতকর পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা এবং এই বিষয়ের ওপর 'বুক অফ অকওয়ার্ডনেস' লেখার পর প্লাকিয়াস সিদ্ধান্তে পৌছান যে, এই অবস্থা সবসময় এড়ানো যায় না বা এড়ানো উচিতও না। তবে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে বিব্রতকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। **নিজের লক্ষ্য জানুন আর সেই হিসেবে খেলুন,** 'অনিশ্চয়তা' হল বিব্রতকর অবস্থার অক্সিজেন। এই ধরনের পরিস্থিতে পড়তে পারেন আন্দাজ করে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন- এখানে থেকে বের হয়ে আসতে কী করতে পারি? যখন লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে, তখন নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস আসার পাশাপাশি পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্যদেরও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। যদি চিন্তিত হন, বাসার বয়োজেষ্ঠ্য কেউ পারিবারিক আয়োজনে বিব্রতকর রাজনৈতিক আলাপ শুরু করে দিতে পারে, তাহলে ভাবুন সেখান থেকে আপনি কি চান। আপনি কী তাকে ভুল প্রমাণিত করবেন? নাকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো কম দুশ্চিন্তা করবেন? নাকি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরবেন? প্লাকিয়াস বলেন, ''তার মানে এই না, অন্য কেউ আপনার কথায় ব্যথিত হবে না। তবে নিজের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসটা আসবে সেটার কারণে নেতিবাচক চিন্তা ঝেরে নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হবেন।"

যে ধরণের জীবনসঙ্গী চায় নারীরা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জীবনসঙ্গীকে নিয়ে প্রতিটি নারীই তার মনে নানা স্বপ্ন বুনেন। যদিও মনের মতো জীবনসঙ্গী সবাই হয়তো পান না। তবে স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে যদি কারও সামান্য মিলও থাকে, তাকেই মনে সাজিয়ে নেন নারীরা। সব নারীই তার জীবনসঙ্গীর মধ্যে কিছু গুণ খোঁজেন। প্রতিটি পুরুষেরই এ বিষয় সম্পর্কে জানা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীর মনের খবর রাখা খুবই কঠিন কাজ। নারী-রা কিন্তু খুব সহজেই পুরুষের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে, তবে পুরুষরা অতটা সহজে নারীর মনের ভাব টের পান না। চলুন তবে জেনে নিন নারীরা কোন ধরনের পুরুষকে বিয়ে করতে চান ও জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চান- **হাসিখুশি,** গম্ভীর মানুষকে কেউই পছন্দ করেন না। নারীরাও ঠিক এমন পুরুষ চান, যিনি হাসিখুশি থাকতে ভালোবাসেন। আপনার মধ্যেও যদি এ গুণ থাকে তাহলে নিশ্চিন্তে থাকুন, আর যদি আপনি গম্ভীর প্রকৃতির হন তাহলে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করুন। **সত্য কথা বলেন,** মিথ্যা দিয়ে কখনো কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় না।